ওঁ তৎ সৎ।



গীতাচ্ছায়া।



শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

গীতাচ্ছায়া।



গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি,
সম্মান ও স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ এই বহি খানি
..............শ্রী.................................
প্রদত্ত হইল ইতি সন ১৩২০।

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

গীতাচ্ছায়া।

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীনগেন্দ্র কুমার রক্ষিত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২০ বঙ্গাব্দ।

১লা অগ্রহায়ণ।

৺কাশীধাম, কাশী যন্ত্রে,

শ্রীরাম চন্দ্র ত্রিপাঠী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র ঠাকুর

শ্রীদুর্গা।

গীতাচ্ছায়া।

সূচীপত্র।

সমাপ্ত।





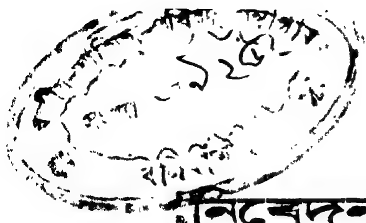
উৎসর্গ-পত্র।

স্বর্গীয় পিতা ৺রামতারণ রক্ষিত-

পিতঃ! মহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলে—

যেই দিন এই পাপ, তাপ শোকপূর্ণ সংসার কাননে বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র সেই পরমারাধ্য পরম পিতার পদানুসরণ করিতে আদেশ করতঃ অনন্তপথের পথিক হইয়াছিলেন; যেই দিন শোক-সন্তপ্ত চিত্তের স্নেহ, দয়া সহায়শূন্য সংসারে অন্তপক্রান্ত পথিকের ছায়া আশ্রয়ের ন্যায়, একমাত্র আপনার উপদেশাবলী সান্ত্বনার কারণ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে কতকাল মহাকালের বিরাট গহ্বরে বিলীন হইল, কিন্তু আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া, অনিত্য বিষয় চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে হঠাৎ ভবকারাধ্যক্ষের বেত্রাঘাত-রূপ রোগ, শোক ও বার্দ্ধক্যে জড়ীভূত হইয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলাম, বৈষয়িক সুখ শোক সহস্র তুল্য। বাস্তবিক আমি মহা সমুদ্রের মধ্যভাগে! আমার জীর্ণ দেহতরী মহা ঝঞ্ঝাবাতে পতনোন্মুখ! আমার জীবনবায়ু পত্রপ্রান্তস্থিত জলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতে হইতে প্রায় শেষ বিন্দুতে পরিনত হইতে চলিয়াছে, অতএব অনন্য উপায় হইয়া ভেলারূপ ভগবান্ দৈবকী দুলাল বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শ্রীমুখবিনির্গত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" অবলম্বন করতঃ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ মানসে অসংলগ্ন ভাবে "গীতাচ্ছায়া" নামক তাহার পদ্যানুবাদ করিয়া আপনার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলাম। ইহারই-পরম পবিত্র ভগবত নাম সুধা আপনার কৈবল্য বৃদ্ধির সহায় হইবে। ইতি। সেবক—

শ্রীক্ষেমেশ—



নিবেদন।

অসম্ভব আশা মম "গীতা অনুবাদ"।
পঙ্গুর লঙ্ঘিতে যেন উচ্চশৈলেসাধ॥
শ্রীযাত্রামোহন দাস মোর বন্ধু অতি।
গীতা অনুবাদে তিনি দেন অনুমতি।
কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক গীতা ব্যাখ্যা করে।
আমাকে আদেশ দেন পদ্য রবিচারে॥
অবিচারে আজ্ঞা দেন যাহা আসে মনে।
চাষাকে বসা'তে চাহে বিচার আসনে॥
হেরা তিতি বঃ" (১) বলার অভ্যাস যাহার।
ডিক্রী ডিস্‌মিসে তার কিবা অধিকার॥
উপহাসাস্পদ হ'ব নাই তাতে ভয়।
তবু যেন মিত্র আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়॥
মহত সেবিত এই গীতারত্নাকর।
আমি নরাধম তাতে হই অগ্রসর॥

---

(১) দেশভেদে চাষাদের ভূমি কর্ষণের সময় গরুকে 'হেরা বলিলে বামদিকে চলে, 'তিতি' বলিলে দক্ষিণ দিকে চলে ও 'বঃ' বলিলে দাঁড়ায়।

শঙ্খ চক্র ধারী হরি ভকত বৎসল।
তাঁর সাজ সাজে যথা নটদেরদল॥
শর্করা সংযোগে সুখী সরবৎ খায়।
ঘোলা জলে দীন দুঃখী পিপাসা মিটায়॥
সুরম্য হর্ম্ম্যের বাসে ধনী পরিতোষ।
পরগৃহে খুদ্ অন্নে ভিখারী সন্তোষ॥
পাগলা গারদ মাঝে আমিই পাগল।
নতুবা এ'কর্ম্মে হাত কেবা দেয় বল॥
সংস্কৃত জ্ঞান হীনের "গীতা অনুবাদ"।
মানবে কি ইচ্ছে তাহা না হলে উন্মাদ॥
উন্মাদ সবার কাছে মার্জ্জনীয় হয়।
খুনীর আসামী হ'লে দণ্ডনীয় নয়॥
রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় না হয় উন্মাদ।
পেনেল্‌কোড ধারামতে পড়িয়াছে বাদ॥
বিন্দুমাত্র তৈল নাহি ঘরে গৃহিনীর।
পটোল ভাজার তরে বাসনা পতির॥
লবণ হরিদ্রাযোগে খোলা ভাজা করি।
পতিকে তোষেন সদা দরিদ্রের নারী॥
সেই রূপ মনে বড় হইয়াছে সাঁদ।
পদ্যেতে করিতে ইচ্ছা গীতা "অনুবাদ"॥

বিদ্যা নাই কেমনে পূরাই মনোরথ।
যাহা ইচ্ছা লিখি তাই খোলা ভাজা মত ॥
কফ রোগে মুক্তা দিবে আয়ুর্ব্বেদ বলে।
ঝিনুকের ভস্ম যথা মুক্তা নাহি মিলে ॥
অন্ধের যষ্ঠীতে যথা খুঁজিলয় পথ।
সেইরূপ আশা যদি পুরে মনোরথ ॥
ইক্ষুক্ষেত্রে কদাচিৎ পশিলে শৃগাল।
লাঠী মারে নাহি ছাড়ে চর্ব্বণ রসাল ॥
তিরস্কার কর আর যাহা মনে লয়।
শৃগাল সেজেছি আজি ছাড়িবার নয় ॥
মিত্রের অনুজ্ঞা আর হরি নাম স্মরি।
অপারে দিলাম পাড়ী সে নাম কাণ্ডারী ॥
ম্রিয়মান "ফটো" খান ধরিলাম আগে।
এ পাষণ্ডে দাও দণ্ড যদি রাগ লাগে ॥
সুঁদি ডোগা খেতে দিল গুহক জননী।
আনন্দে নাচিয়া উঠে রাম রঘুমণি ॥
সেইরূপ গ্রহণ করুন সুধীগণ।
"সীতাচ্ছায়া" নাম মম ভক্তি নিদর্শন।
সদাশয়! শুদ্ধাশুদ্ধি দোষ বহুস্থল।
কিন্তু "হংসক্ষীর" ন্যায় আমার সম্বল ॥

গীতা অনুবাদ নহে ছায়া মাত্র তার
শিশুদের খেলা যথা দৃষ্ট সুখসার।
মূর্খ উচ্চারয়ে "বিষ্টু" "বিষ্ণু" বলেধীর।
উভয়ে সমানভক্তবৎসল হরির॥
সে সাহসে করি ভর এ লেখনী ধরা।
হরিনাম পরিণাম অজরা অমরা।
শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মম।
গীতাকার্য্যে করিল বিপুল পরিশ্রম॥
প্রুফ দেখেছেন তিনি ধন্যবাদ তাঁর।
আজীবন ঋণী বটি চরণে তাঁহার॥

ইতি—

শ্রীক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত।



প্রারম্ভ।

জয় কহিবেক দেবী, ব্যাস, তপোধন।
প্রণমিয়া নরোত্তম, নর, নারায়ণ ॥ ১ ॥
অবিভক্ত সর্ব্বব্যাপী এক চরাচরে।
দেখালেন পদ তাঁর ভুবন মাঝারে ॥
তারক পরমব্রহ্ম যেই বিশ্ব তাত।
সেই গুরু শ্রীচরণে করি প্রণিপাত ॥ ২ ॥
পার্থ প্রবোধিতে সেই শ্রীকৃষ্ণ বচন।
ভারতে গাথেন যাহা ব্যাস তপোধন ॥
অদ্বৈত-অমৃতবর্ষী অষ্টাদশ-রূপা ॥
হে মাতঃ! প্রণমি তোমা ভবদ্বেষরূপা ॥ ৩ ॥
ফুল্ল অরবিন্দ সম নেত্রযুগ যার।
হে বিশালবুদ্ধি ব্যাস! করি নমস্কার ॥
তৈলপূর্ণ ভারতের দীপ জ্ঞানময়।
যাহাতে জ্বালিলে তুমি ওহে দয়াময় ॥ ৪ ॥
বসুদেব সুত কৃষ্ণ কংশ বিনাশন।
বন্দি জগতের গুরু দৈবকী নন্দন ॥ ৫ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ তটরূপী জয়দ্রথ জল।
গান্ধারীরপুত্রগণ যাঁর নীলোৎপল ॥

শল্য জলচররূপী কৃপ তরী যায়।
উত্তাল তরঙ্গ কর্ণ বিস্তার যাঁহার॥
অশ্বত্থামা বিকর্ণাদি মকর স্বরূপে।
বিরাজে সতত দুর্যোধন ভ্রমি রূপে॥
কাণ্ডারী শ্রীহরি তাতে ভীষ্মরণ নদী।
পাণ্ডু পুত্রগণ পার হয় নিরবধি॥ ৬॥
বিমল কমল সম ব্যাসদেব বাণী।
গীতার্থ উৎকটগন্ধ যাহাতে বাখানি॥
বিবিধ আখ্যান হয় কেশর যাহার।
উদিতে হরির কথা ফুটে অনিবার॥
হরিষে সতত অলি সম সাধুগণ।
পীয়মান যেই কলি মল বিনাশন॥
এই বিশ্ব মাঝে সেই ভারত কমল।
সতত মোদের তিনি করুণ মঙ্গল॥ ৭॥
বাগিন্দ্রিয় লভে মুক যাঁহার কৃপায়।
সুমেরু ভূধর পঙ্গু লঙ্ঘয়ে হেলায়॥
সেই সে পরমানন্দ মাধবে সতত।
কৃতাঞ্জলি হয়ে সদা করি দণ্ডবত॥ ৮॥

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ছায়া



প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসিল সঞ্জয় সুধীর। ।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ছিল যত বীর॥
মম কিম্বা পাণ্ডুপক্ষে যুদ্ধার্থী সকল।
কহ সমবেত হ'য়ে কি কাজ করিল॥ ১॥
সঞ্জয় বলিল রাজা করহ শ্রবণ।
ব্যূহস্থ পাণ্ডব সেনা করি বিলোকন॥
আচার্য্য সমীপে গিয়ে বলিল বচন।
বিরস বদন মাঝে রাজা দুর্য্যোধন॥
হের গুরো; ব্যূহাকারে পাণ্ডু সেনাচয়।
রক্ষিতেছে তব শিষ্য দ্রুপদ তনয়॥ ২,৩॥

আছে হেথা ভীমার্জ্জুন তুল্য ধনুর্দ্ধর।
যুযুধান মৎস্যেশ্বর দ্রুপদ নৃবর ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতু কাশীরাজ শৈব্য চেকিতান।
পুরুজিত কুন্তিভোজ নরের প্রধান ॥ ৫ ॥
যুধামন্যু উত্তমৌজা সুভদ্রা তনয়।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মহারথীচয় ॥ ৬ ॥
দ্বিজোত্তম! আমাদের নায়ক প্রধান।
আমাদের পক্ষে যারা কর অবধান ॥ ৭ ॥
সমর বিজয়ী ভীষ্ম কর্ণ কৃপবীর।
অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা বিকর্ণ সুধীর। ৮।
আর বহু সেনা আছে রণেতে পণ্ডিত।
আমার জন্যেতে প্রাণ ত্যজিবে নিশ্চিত। ৯।
ভীষ্মের তথাপি সেনা অসমর্থ রণে।
ভীম সেনা সুসমর্থ সমর প্রাঙ্গনে ॥ ১০ ॥
ব্যূহ প্রবেশের দ্বারে ভাগ অনুসারে।
সকলে থাকিয়া রক্ষা কর ভীষ্ম বীরে। ১১।
কুরুপতি দুর্য্যোধন আনন্দের তরে।
নিনাদিলা সিংহনাদে শঙ্খ ভীষ্ম বীরে ॥ ১২ ॥
পরে শিঙ্গা শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ মাদল।
সহসা বাজিয়া হ'ল শব্দ কোলাহল। ১৩ ॥

অনন্তর শ্বেত অশ্ব রথ আরোহণে।
দিব্য দুটী শঙ্খ নাদে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে। ১৪।
পাঞ্চজন্য বাজাইল কৃষ্ণ মহাশয়
দেবদত্ত শঙ্খ ধরে বীর ধনঞ্জয় ॥ ১৫ ॥
পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ ভীম বীর করে।
অনন্ত বিজয় শঙ্খ যুধিষ্ঠির ধরে ॥ ১৬॥
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল ফুকারে।
মণি পুষ্পক ধ্বনিল সহদেব বীরে ॥ ১৭ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাশীরাজ সাত্যকি দ্রুপদ।
শিখণ্ডি বিরাট রাজ সবে যুগপৎ ॥
দ্রৌপদী নন্দন আর সুভদ্রা কুমার।
ভিন্ন শঙ্খ নিনাদিলা ভিন্ন ভিন্ন বীর ॥ ১৮॥
আকাশ পৃথিবী মধ্যে ধ্বনিত হইল।
তুমুল শব্দেতে কুরু হৃদি বিদারিল॥ ১৯ ॥
হে রাজন্! কপিধ্বজ কুন্তীর তনয়।
যুদ্ধোদ্যোগে দেখি কুরু, কৃষ্ণ প্রতি কয় ॥ ২০ ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ নিরীক্ষণ করি।
উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ রাখ হরি ॥ ২১ ॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র পুত্র প্রিয় সৈন্য মাঝে।
দেখি প্রতি পক্ষ যারা যুদ্ধার্থ বিরাজে ॥ ২২ ॥

উপস্থিত রণক্ষেত্রে যত সৈন্যগণ।
কোন জন সহ আমি করিব হে রণ ॥
উত্তরিলা সঞ্জয় হে ভারত! বিশেষ।
অর্জ্জুনের মুখেতে শুনিয়া হৃষীকেশ ॥ ২৩ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আর সব সম্মুখে রাজার।
স্থাপিল উত্তম রথ দৈবকী কুমার ॥ ২৪ ॥
রথ রাখি কহিলেন কৃষ্ণ মহাশয়,
দেখহ কৌরব সৈন্য হে কুন্তী-তনয় ॥ ২৫ ॥
অনন্তর পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত।
নিরখিল দুই সৈন্য পিতৃব্য সহিত ॥
আচার্য্য মাতুল পিতামহ ভ্রাতাগণ।
শ্বশুর সুহৃৎ পুত্র পৌত্র পরিজন ॥ ২৬ ॥
কুন্তী-পুত্র বন্ধুগণ দেখি রণস্থলে।
কৃপাবিষ্ট বিষাদিত এই কথা বলে ॥ ২৭ ॥
যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণ সম্মুখে দেখিয়া।
ধনঞ্জয় কহিলেন কৃষ্ণে সম্বোধিয়া ॥
হইতেছে অবসন্ন মম কলেবর।
পরিশুষ্ক হইতেছে বদন আমার ॥ ২৮ ॥
লোম হর্ষ হয় মম বিকম্পিত তনু।
চর্ম্ম দহে হাত হ'তে খ'সে পড়ে ধনু ॥ ২৯ ॥

থাকিতে পারিনা কৃষ্ণ ঘুরে মোর মন।
দেখিতেছি বিপরীত সমস্ত লক্ষণ ॥ ৩০ ॥
ওহে কৃষ্ণ ! জয়, রাজ্য, সুখ নাহি চাই।
সমরে স্বজনে বধি শুভ দেখি নাই ॥ ৩১ ॥
যাদের লইয়া রাজ্য, সুখ, স্পৃহা ধন।
বিহনে তাদের রাজ্য কিবা প্রয়োজন ॥ ৩২ ॥
আচার্য্য মাতুল পুত্র পৌত্র পরিজন।
পিতামহ শ্বশ্রু শ্যালা পিতৃব্য নন্দন ॥ ৩৩ ॥
আর সব আমাদের কুটুম্বাদি যত।
ধন প্রাণ বিসর্জ্জিতে যুদ্ধে অবস্থিত ॥
রাজ্যে বল আমাদের কার্য্য কিবা আছে।
ভোগে বা জীবনে কৃষ্ণ কি কাজ রয়েছে ॥ ৩৪ ॥
মারিবনা আমাদের করুক নিধন।
পৃথিবী দূরের কথা হে মধুসূদন ॥
ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্য বধে ইচ্ছা নয়।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বধি কিবা সুখোদয় ॥ ৩৫ ॥
আততায়ী জনে যদি করিগো নিধন।
হইব পাপের মোরা আশ্রয় ভাজন ॥
অতএব কুরুগণে বধিতে নারিব।
স্বজন বধিয়া সুখী কেমনে হইব ॥ ৩৬ ।

যদিও লোভের বশে জ্ঞান হত হয়ে।
দুর্য্যোধন নাহি দেখে পাপ কুলক্ষয়ে॥ ৩৭ ॥
কুলক্ষয় জন্য পাপ নিরীক্ষণ করি।
নিবৃত্তি হইতে জ্ঞান না হবে কি হরি॥ ৩
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নাশে।
সর্ব্বকুল নষ্ট হয় অধর্ম্মের দোষে॥ ৩৯ ॥
হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মে নষ্ট কুল বধূগণ।
নারী দোষে হয় বর্ণ শঙ্কর সৃজন॥ ৪০ ॥
কুলঘ্নগণের কুল নরকে গমন।
বর্ণের শঙ্কর তাতে হয় উৎপাদন॥
ইহাদের লুপ্ত পিণ্ডোদকে পিতৃগণ।
নিশ্চয় পতিত হ'য়ে নিরয়ে গমন॥ ৪১ ॥
কুলঘ্নের এই বর্ণ শঙ্করতা দোষে।
সনাতন বর্ণ-ধর্ম্ম কুল ধর্ম্ম নাশে॥ ৪২।
শুনিয়াছি যাহাদের কুল ধর্ম্ম নাই।
সতত নরকে হয় তাহাদের ঠাঁই॥ ৪৩।
হায় মোরা মহাপাপ করিতে উদ্যত।
রাজ্য সুখ লোভে আহা জ্ঞাতি বধে রত॥ ৪৪ ॥
প্রতিকার পরাঙ্মুখ শাস্ত্রবিরহিত।
কৌরব বধিলে মোরে তবু বলি হিত॥ ৪৫ ॥

সশর ধনুক ত্যজি শোকার্ত্ত হৃদয়।
রথেতে বসিল পার্থ কহেন সঞ্জয়॥ ৪৬ ॥

ইতি অর্জ্জুন বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায়।

——o——



নমো ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অশ্রুপূর্ণাকুল নেত্র দুঃখী ধনঞ্জয়।
কৃপাবিষ্ট দেখি বলে কৃষ্ণ মহাশয়॥ ১।
অকীর্ত্তি অধর্ম্ম কেন অনার্য্য সেবিত।
এমন সঙ্কটে পথি মোহ উপস্থিত॥ ২॥
তব যোগ্য কাতরতা এ নহে অর্জ্জুন।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য নয় তব সমীচীন॥ ৩॥
অর্জ্জুন বলেন শত্রু বিমর্দ্দন হরি।
ভীষ্ম দ্রোণে রণে বাণ কেমনে প্রহারি॥ ৪॥
মহা অনুভব গুরু না করি নিধন।
শ্রেয়ঃ ভিক্ষান্নেতে করি উদর পোষণ।
অর্থ কামাত্মক ভোগ রুধির জড়িত।
গুরু বধি ইহ লোকে ভোগে হব রত॥ ৫॥
আমরা হইব জয়ী কিবা মোরা হারি।
কোনটাই গুরুতর বুঝিতে না পারি॥
বাঁচিতে অনিচ্ছা যারে করিয়া নিধন।
সম্মুখেতে স্থির সেই কুরু পুত্রগণ॥ ৬॥

কুলক্ষয় দোষ আর দুর্ব্বলতা মনে।
অভিভূত স্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞান হীনে॥
তোমার আশ্রিত শিষ্য শিক্ষা দাও মোরে।
কোন্‌টাই শ্রেয় বল জিজ্ঞাসি তোমারে॥ ৭॥
নির্ব্বৈর সমৃদ্ধ রাজ্য পাই পৃথিবীতে।
কিম্বা সুরগণ আধিপত্য পাই হাতে॥
আমার ইন্দ্রিয়গণ শোষকের প্রায়।
এ শোক তাড়িতে পারি না দেখি উপায়॥ ৮॥
অরাতি বিজয়ী পার্থ কৃষ্ণ প্রতি কয়।
যুদ্ধ অস্বীকারে মৌন কহিলা সঞ্জয়॥
হে ভারত! হৃষীকেশ সহাস্য বদনে।
উভয় সৈন্যের মধ্যে কহিল অর্জ্জুনে॥ ১০॥
যার জন্য শোক করা হয় অনুচিত।
শোক করি কথা কেন কও বিজ্ঞমত॥
কৃষ্ণ বলে পণ্ডিতেরা নাহি করে শোক।
জীবিতের জন্য কিবা গত পরলোক॥ ১১॥
আমি না ছিলাম কভু ইহা সত্যনয়।
তুমি যে ছিলে না কভু তাহা নাহি হয়॥
না ছিল নৃপতিগণ তাহা কভু নয়।
ইতি পরে না থাকিবে তাহাওত নয়॥ ১২॥

দেহ অভিমান যুক্ত জীবের মতন।
কৌমার যৌবন আর বার্দ্ধক্য যেমন॥
দেহান্তর প্রাপ্তি মৃত্যু অবস্থা অন্তর।
অতএব মোহিত না হয় জ্ঞানী নর॥ ১৩॥

ইন্দ্রিয় বৃত্তির সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ।
তাহাতেই শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ ভোগ॥
উৎপত্তি বিনাশ যুক্ত অনিত্য কেবল।
সুখ দুঃখ বাধ্য নহে সহিবা সকল॥ ১৪॥

ওহে নর শ্রেষ্ঠ! যেই সুখ দুঃখ সম।
সে ধীর ব্যাক্তিকে ব্যথা দিবারে অক্ষম॥
তিনি অমরত্ব লাভ করেন নিশ্চয়।
নিত্যানন্দ লাভ করে ওহে ধনঞ্জয়॥ ১৫॥

অনিত্য বস্তুর নাই অস্তিত্ব কখন।
নিত্য যাহা নহে তার বিনাশ সাধন
তত্ত্বদর্শী দেখিয়াছে এ উভয় পথ।
আত্মামাত্র নিত্য আর অনিত্য তাবৎ॥ ১৬॥

অবিনাশী সর্ব্বব্যাপী জানিও তাহারে।
বিনাশ করিতে তারে কেহ নাহি পারে॥ ১৭॥

নিত্য অবিনাশী আত্মা কেবল নশ্বর
দেহ মাত্র শুন পার্থ করহ সমর॥ ১৮॥

এই আত্মা হত্যাকারী ভাবে যেই মনে।
কিংবা ভাবে এই আত্মা হত যেই জনে।
হনন না করে আত্মা নাহি হন হত।
উভয়ই নাহি জানে কিবা শুদ্ধ মত॥ ১৯॥
আত্মার নাহিক জন্ম নাহিক মরণ।
উৎপন্ন হইয়া পুনঃ উৎপন্ন না হন॥
জনম রহিত আর ক্ষয় শূন্য হয়।
দেহের বিনাশে ইনি কভু হত নয়॥ ২০॥
ইহাকে জানেন যিনি অজও অব্যয়।
নিত্য অবিনাশী বল ওহে ধনঞ্জয়॥
কিরূপে কাহাকে তিনি করেন হনন।
আপনিই কিরূপেতে পুনঃ হত হন॥ ২১॥
যথা জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করি নরে।
অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে॥
জীর্ণ দেহ পরি হরি আত্মাও তেমন।
করিয়া থাকেন নব শরীর গ্রহণ॥ ২২॥
শস্ত্রে না করিতে পারে আত্মাকে ছেদন।
আগুনে পোড়া'তে নাহি পারে কদাচন॥
ভিজা'তে ইহাকে কভু নাহি পারে জলে।
শোষণ করিতে তারে না পারে অনিলে॥ ২৩॥

অশোষ্য অক্লেদ্য ইনি অদাহ্য অচ্ছেদ্য।
নিত্য সর্ব্ববাপী স্থির স্বভাব অনাদ্য ॥ ২৪ ॥
এই আত্মা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গোচর মন কভু নয় ॥
এরূপ ইহাকে তুমি করি অনুভব।
অনুতাপ ত্যাগ কর মধ্যম পাণ্ডব ॥ ২৫ ॥
পুনঃ যদি ধনঞ্জয়! নিত্য জাতিধর।
অথবা ইহাকে নিত্য মৃত মনে কর ॥
ওহে মহাবাহু তবু বলিহে তোমায়।
ইহার জন্যেতে শোক অযুক্ত নিশ্চয় ॥ ২৬ ॥
যে হেতু জন্মিলে হয় মরণ নিশ্চয়।
মরণ হইলে জীব পুনর্জ্জন্ম হয় ॥
যে হেতু অবশ্যম্ভাবী হয় যে বিষয়।
তার জন্য শোক করা উপযুক্ত নয় ॥ ২৭ ॥
আদিতে অব্যক্ত যিনি লুপ্ত পরলোকে।
মধ্য কালে ব্যক্ত দুঃখ কর কেন শোকে ॥ ২৮ ॥
ইহাকে আশ্চর্য্য ন্যায় দেখে কোন জনে।
কেহ বা আশ্চর্য্য রূপ ভাবে মনে মনে ॥
ইহাকে আশ্চর্য্য ন্যায় আর কেহ শুনে।
কেহ বা শুনিয়া তবু কিছু নাহি জানে ॥ ২৯ ॥

সদা এ অবধ্য আত্মা সর্ব্বদেহে রয়।
ভূত জন্য শোক না করিও ধনঞ্জয় ॥ ৩০ ॥
পরন্তু স্বধর্ম্ম যদি কর নিরীক্ষণ।
তুমি কম্পনের যোগ্য নহ কদাচন ॥
যেই হেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ বড়।
তাহার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাহি শ্রেষ্ঠতর ॥ ৩১ ॥
নিজ হ'তে উপস্থিত মুক্ত স্বর্গ দ্বারে।
এতাদৃশ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রে লাভ করে ॥ ৩২ ॥
আর যদি তুমি ধর্ম্ম যুদ্ধ নাহি কর।
ধর্ম্ম কীর্ত্তি লোপে পাপ হইবে তোমার ॥ ৩৩ ॥
ঘুষিবে তোমার লোকে অকীর্ত্তি অক্ষয়।
মানীর মরণ হ'তে যশঃ শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৩৪ ॥
বিরত ভাবিয়া যুদ্ধে মহারথীগণ।
যার কাছে সম্মানিত লাঘব এখন ॥ ৩৫ ॥
শত্রু নিন্দিবেক বল অকথ্য কথন।
তাহার অধিক দুঃখ আছে কি কখন ॥ ৩৬ ॥
নিধনেতে স্বর্গ জয়ে ধরা ভোগ কর।
যুদ্ধ সঙ্কল্পিয়া উঠ হে কুন্তী কুমার ॥ ৩৭ ॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
তুল্য জ্ঞানে যুদ্ধ কর পাপে লিপ্ত নয় ॥ ৩৮ ॥

সাঙ্খ্য তত্ত্ব তোমাকে দিলাম এই জ্ঞান।
কর্ম্ম যোগ কহিতেছি শুনহ ধীমান্॥
যেই বুদ্ধি যুক্ত হ'লে কুন্তীর কুমার।
কর্ম্ম বন্ধ ত্যাগ তুমি করিবারে পার॥ ৩৯॥

আরম্ভের কা'ল বিফলতা নাহি পায়।
নিষ্কাম এ কর্ম্মযোগে নাহি প্রত্যবায়॥
এই ধর্ম্ম হ'তে যদি অল্প পাই জ্ঞান।
মহা ভয় হ'তে হি. করে পরিত্রান॥ ৪০॥

ইহাতে নিশ্চয়াত্মিকা এক বুদ্ধি হন।
কামীদিগে বহু বু তেকুরু নন্দন॥ ৪১॥
বৈদিক স্বকাম ধ. হও যদি রত।
পুষ্পন্সায় বাক্য ব. নহে মোক্ষ পথ॥৪২,৪৩॥
কামীর সকাম বেদে ফল উপজয়।
নিষ্কাম ত্রৈগুণ্য শূ হও ধনঞ্জয়॥
চৈতন্য স্বরূপ নিত, শুদ্ধ ব্রহ্মে স্থিত।
অলব্ধ বা লব্ধ বস্তু তন রহিত॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ দ্বন্দ শূন্য হয়।
আর অনাশক্ত পার্থ হইবে নিশ্চয়॥ ৪৪,৪৫॥
সমস্ত স্থানেতে জল প্লাবিত যখন।
ক্ষুদ্র জলাশয়ে যতু কু.প্রয়োজন॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ জন ব্রহ্ম জ্ঞান করে সার।
ততটুকু বেদ মধ্যে আবশ্যক তার ৪৬।
নিষ্কাম ধর্ম্মেতে তব হোক অধিকার।
কর্ম্ম ফলে কভু ইচ্ছা না হউক তোমার ॥৪৭॥
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে পার্থ! সম ভাব করি।
কর্ম্মে রত হও নিজভাব পরিহরি॥
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ত্যাগ কর ধনঞ্জয়।
সমস্তই যোগ মধ্যে পরিণত হয়॥ ৪৮॥
কাম্য কর্ম্মাপেক্ষা হয় জ্ঞান যোগ বড়।
অতএব, পার্থ, জ্ঞান যোগাশ্রয় কর॥
ফলের কামনা কারী মানব কৃপণ।
অতএব ফল কামী হেয় মধ্যে হন॥ ৪৯॥
বুদ্ধিমান্ ইহকালে ব্রহ্মনিষ্ঠ নরে।
সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম দুই ত্যাগ করে॥
অতএব বলি তুমি নিজ বুদ্ধি বলে।
কর্ম্মের যোগেতে যুক্ত হও সুকৌশলে॥ ৫০॥
কর্ম্মজ ফলের আশা করি পরি হার।
জনম বন্ধন হ'তে হইয়া উদ্ধার।
উপদ্রব অভিমান শূন্য মোক্ষ পদ।
বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা লভে সেই পদ॥ ৫১॥

যখন হইবে তব আত্ম বুদ্ধি জ্ঞান ।
তখন লভিবে বুদ্ধি বৈরাগ্য নির্ব্বাণ ॥ ৫২ ॥
অচলা বুদ্ধিতে শুনে ওঁকারের ধ্বনি ।
পরমার্থ লাভ হয়ে নির্ব্বাণ তখনি ॥ ৫৩ ॥
অর্জ্জুন কহেন ওহে শ্রীমধুসূদন ।
যোগেস্থ জ্ঞানীজনের লক্ষণ কেমন ॥
যোগস্থিত ব্যক্তি যারা কিরূপেতে বলে ।
কিরূপে থাকেন আর কিরূপেতে চলে ॥ ৫৪ ॥
আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইবে যখন ।
মনের কামনা যোগে করে বিসর্জ্জন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন কুন্তীর নন্দন ।
সেই কালে স্থিত প্রাজ্ঞ ব'লে উক্ত হন ॥ ৫৫ ॥
দুঃখেতে যাহার চিত্তে কষ্ট নাহি হয় ।
সুখ স্পৃহা শূন্য আর অনুরাগ ভয় ॥
ক্রোধ শূন্য হয় যেই যোগীর হৃদয় ।
সেই তপোধনে স্থিত স্থির প্রজ্ঞারয় ॥ ৫৬ ॥
সকল বিষয়ে যেবা মমতা রহিত ।
শুভাশুভ আনন্দে বা নহে বিমোহিত ।
তাঁহার হইয়া আছে প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত ।
প্রকৃষ্ট রূপেতে ব্রহ্মে হইয়াছে স্থিত ॥ ৫৭ ॥

কূর্ম্ম অঙ্গন্যায় যিনি ইন্দ্রিয় সকলে।
প্রত্যাহৃত করিয়াছে "প্রজ্ঞা" তারে বলে ॥ ৫৮ ॥
ইন্দ্রিয় সাহায্যে যেবা বিষয় গ্রহণ।
নাহি করে তারে বলি নিরাহারী জন ॥
তথাপি আসক্তি শূন্য নহে দেহীগণ।
শান্তিলাভ আত্মাসনে হ'লে দরশন ॥ ৫৯ ॥
ইন্দ্রিয় সংযম বিনা প্রজ্ঞা নাহি হয়।
অতএব সাবধান সাধক নিচয় ॥
প্রমাথি ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষ যত্ন শীলে।
হে পার্থ! তাহার মন ফিরাইবে বলে ॥ ৬০ ॥
আত্ম পরায়ণ যোগী ইন্দ্রিয় সংযত।
ইন্দ্রিয় যাহার বশী, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ ॥
দেহীর বিষয় চিন্তা আসক্তি জন্মায়।
আসক্তি হইতে কামনার সৃষ্টি হয় ॥
কোন মতে কামনাতে বাধাপড়ে যদি।
ক্রোধের উৎপত্তি তায় হয় নিরবধি ॥ ৬২ ॥
ক্রোধ হইতে সংমোহ হয় উপস্থিত।
বিবেক অভাব আর শূন্য হিতাহিত ॥
মোহে ভ্রম ভ্রমেতেই বুদ্ধি নাশ হয়।
বুদ্ধির বিনাশ মৃত্যু সম বই নয় ॥ ৬৩ ॥

আত্মবশীভূত আছে ইন্দ্রিয় যাহার।
বিষয় ভোগেতে যদি, তবু শান্তি তার ॥ ৬৪ ॥

আত্মার প্রসাদে জান সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয়।
হর্ষ চিত্ত জনে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥
ব্রহ্মেতে অযুক্ত যার নাহি আত্মজ্ঞান।
অযুক্ত ব্যক্তির নাহি আত্ম হিত ধ্যান ॥
আত্মধ্যান না থাকিলে শান্তি নাহি পায়।
শান্তি না পাইলে তার সুখ বা কোথায় ॥ ৬৬ ॥
বিষয়ে যাহার মন বাসনাতে ঘুরে।
অবাধ্য ইন্দ্রিয়ে নিত্য মন তার ফিরে ॥
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মন করিবেক তায়।
নাবিকের নৌকা যথা বাতাসে ডুবায় ॥ ৬৭ ॥
যাহার ইন্দ্রিয়গণ নির্লিপ্ত বিষয় ॥
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ব'লে জান ধনঞ্জয় ॥ ৬৮ ॥
অজ্ঞান তিমিরাবৃত ভূতের নিশায়।
তাহাতে যে জিতেন্দ্রিয় সে চৈতন্য পায় ॥
বিষয় বুদ্ধিতে ভূত প্রবোধিত হয়।
তত্ত্বদর্শী মুনি পক্ষে সেই নিশা হয় ॥ ৬৯ ॥
নানা নদী পড়ে যদি অম্বুধি সলিলে ॥
মিশাইয়া যায় যথা সাগরের জলে।

কামনা প্রবেশ মাত্র বিলীন যাহার।
ভোগে মোক্ষ কামী কিন্তু অশান্তি অপার ॥ ৭০ ॥
নিস্পৃহ নিরহঙ্কার বিষয় বাসনা।
যে জন ত্যজেছে কাম্য বস্তুর কামনা ॥
প্রারব্ধ বশেতে ভোগ্য ভোগ করে যিনি।
যথা তথা ভ্রমনেতে শান্তি পান তিনি ॥ ৭১ ॥
ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠাভাবে মোহ প্রাপ্ত নয়।
মৃত্যু কালে ইহাতেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্য যোগ নাম দ্বিতীয় অধ্যায়।





নমো ভগবতে শ্রীহরয়ে নমঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহেন ওহে কৃষ্ণ মহাশয়।
কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি যোগ যদি শ্রেষ্ঠ হয়॥
ইহাই তোমার যদি হয় অভিমত।
তবে কেন বল মোরে হও যুদ্ধে রত॥ ১॥
কভু কর্ম্ম কখন বা জ্ঞান প্রশংসিত।
বিমিশ্র বাক্যেতে মোর জ্ঞান বিমোহিত।
'এ' দুয়ের মধ্যে মোর শ্রেয় যাতে হয়।
নিশ্চয় করিয়া তাহা বল মহাশয়॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন কুন্তীর কুমার।
জ্ঞান যোগ কর্ম্ম যোগ নিষ্ঠা দ্বিপ্রকার॥
সাংখ্যদের জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা ব'লে জানি।
যোগিদের কর্ম্মযোগ নিষ্ঠা বলে'মানি॥ ৩॥

পুরুষ আরম্ভ নাহি করিয়া কর্ম্মের।
লভিতে না পারে কভুভাব নৈষ্কর্ম্মের॥

অথবা আসক্তি সঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমে।
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে না পারে কোন ক্রমে ॥ ৪ ॥
নিষ্ক্রিয় হইয়া কেহ থাকিতে না পারে।
প্রকৃতির গুণে বাধ্য হ'য়ে কর্ম্ম করে ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমিয়া থাকে যেই জন।
ইন্দ্রিয় বিষয় মনে করিয়া স্মরণ ॥
এমন বিমূঢ় আত্মা আছয়ে যাহার।
মিথ্যাচার বলি হয় অভিধান তার ॥ ৬ ॥
মনেতে সংযত করি ইন্দ্রিয় নিচয়।
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্ম যোগে দিয়ে রত হয় ॥
ফলের কামনাহীন হয় যেই জন।
হে অর্জ্জুন! বিশিষ্ট সে প্রশংসা ভাজন ॥ ৭ ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে ফাল্গুনি।
কর্ম্মের না করাপেক্ষা করা ভাল জানি ॥
অতএব কর্ম্ম যদি কর পরিহার।
হবেনা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ তোমার ॥ ৮ ॥
কর্ম্ম ছারি অন্য কর্ম্ম করিলে সাধন।
বিষ্ণু আরাধনা কৈলে কর্ম্মের বন্ধন ॥
নিষ্কাম হইয়া কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
প্রীতিলাভ করিবেন সেই ভগবান্ ॥ ৯ ॥

প্রাণ যজ্ঞ সহ স্রষ্ঠা সৃজি প্রজাগণে।
বলিলেন আত্মোন্নতি লভ ক্রমে মনে॥
পূর্ব্বকালে কহিলেন কমল আসন।
ইহাতেই হইবেক অভীষ্ট সাধন॥ ১০॥
এই যজ্ঞে সংবর্দ্ধন কর দেবগণ।
তোমাদিগকেও দেবে করিবে বর্দ্ধন॥
এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধন ফল।
নিশ্চয় উভয় পক্ষে লভিবে মঙ্গল॥ ১১॥
যজ্ঞ সংবর্দ্ধিত হ'য়ে যত দেবগণ।
করিবেন তোমাদের অভীষ্ট সাধন।
দেবদত্ত দ্রব্য দেবে না করিয়া দান।
যেই জন ভোগ করে চোরের সমান। ১২।
যজ্ঞ অবশিষ্ট ভাগ যে করে গ্রহণ।
পাপ হ'তে মুক্ত হন সেই সাধু জন॥
যাহারা করেন পাপ আপনার তরে।
সেই দুরাচার শুধু পাপ ভোগ করে॥ ১৩।
অন্ন হতে উৎপত্তি লভে ভূতগণ।
বৃষ্টি জল হ'তে হয় অন্নের জনন॥ ১৪।
কর্ম্ম হ'তে হয় ব্রহ্ম অক্ষরেতে জাত।
কর্ম্ম ব্যাপি ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত॥ ১৫॥

এইরূপে প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ ইহ ধামে।
যে অনুবর্ত্তন নাহি করে কোন ক্রমে।
হে পার্থ! ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী সেই জন।
বৃথায় করয়ে তার জীবন ধারণ॥ ১৬॥
আত্মাতেই রত যিনি আত্মাতেই সুখী।
আত্মা পরিতোষে নাই কর্ত্তব্যের বাকী॥ ১৭॥
ইহলোকে কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য নাহি হয়।
কর্ম্ম না করিলে তার পাপ না জন্মায়॥
সর্ব্বভূতে পারত্রিক ঐহিক ইহার।
কদাচিৎ নহে কিছু আশ্রয়ের তার॥ ১৮॥
করহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম না চাহিও ফল।
মোক্ষ পায় অনাসক্ত কর্ম্মেতে কেবল॥ ১৯॥
জনক প্রভৃতি কর্ম্ম করি কত জন।
করিয়াছে সিদ্ধি লাভ জ্ঞান উপার্জ্জন॥
স্বধর্ম্মে মানবগণ হয় প্রবর্ত্তিত।
তাতে দৃষ্টি রাখি কর্ম্ম করাই উচিত॥ ২০॥
কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ যাহা স্থির করে।
সেই অনুসরি চলে সাধারণ নরে॥ ২১॥
কর্ত্তব্য কিছুই নাই ধরাতে আমার।
প্রাপ্ত অপ্রাপ্তব্য নাই ত্রিলোক মাঝার॥

তবু বলিতেছি আমি শুনহে ভারত।
সর্ব্বদাই কর্ম্ম অনুষ্ঠানে আছি রত ॥ ২২ ॥
অলস হই'য়ে কর্ম্ম ত্যজি ধনঞ্জয়।
সাধারণে মম পথে চলিবে নিশ্চয় ॥ ২৩ ॥
আমি যদি নাহি করি কর্ম্ম আচরণ ॥
বিনষ্ট হইবে ধর্ম্ম লোপে নরগণ ॥
বর্ণ শঙ্করের আমি হব অধিপতি।
বিনষ্ট হইবে মম যত প্রজা ইতি ॥ ২৪ ॥
হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানী যেমন।
ধর্ম্মে রত করে নর অনাসক্ত জন ॥ ২৫ ॥
বুদ্ধি ভেদ না জন্মায়ে কর্ম্মাসক্ত জনে।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবেক যতনে ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতির গুণে সব কর্ম্ম সম্পাদন।
অহঙ্কারে আমি কর্ত্তা ভাবে মূর্খগণ ॥ ২৭ ॥
গুণ কর্ম্ম হ'তে আত্মা বিভাগ ফাল্গুনি।
এ'দুয়ের তত্ত্ব কথা জানিবেন যিনি ॥
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি করে বিষয়ানুষ্ঠান।
আমি নহি ভাবি ত্যজে কর্তৃত্বাভিমান ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণে মোহিত যে জন।
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় কার্য্যে অনুষ্ঠিত হন ॥

সর্ব্বজ্ঞ যে জন তিনি এই অজ্ঞজনে।
বিচলিত মন তার করে না কখনে ॥ ২৯ ॥
আমাতে করহ সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ।
নিষ্কাম মমতা শূন্য আত্মপরায়ণ ॥
শোকেতে আকুল মন পরিহার কর।
অরাতি গণের সনে করহ সমর ॥ ৩০ ॥
দোষ দৃষ্টি হীন আর হন শ্রদ্ধাবান্।
মম মতে করে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
যদিও তাহারা পার্থ কর্ম্মকারী হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম হতে তারা পরিত্রাণ পায় ॥ ৩১ ॥
দোষ মাত্র সেই জন করি দরশন।
এই মত অনুষ্ঠান না করে কখন ॥
বিবেক বিহীন অজ্ঞ বুদ্ধি নষ্ট হয়।
তাহাদের অধোগতি জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩২ ॥
স্বপ্রকৃতি অনুসারে আর জ্ঞান যোরে।
আপনার সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করে ॥
প্রকৃতির অনুসরি চলে প্রাণীগণে।
অতএব ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ কেমনে ॥ ৩৩ ॥
প্রতি ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য আপন বিষয়।
অনুকুল প্রতিকুল দুই দৃষ্টি হয় ॥

অতএব বশীভূত তাদের না হবে।
মহাশত্রু সম তব উভয়ে জানিবে। ৩৪ ॥
পরধর্ম্ম ভালমত যদি অনুষ্ঠান।
সদোষ স্বধর্ম্ম তবু তা হতে প্রধান ॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যু তাও শ্রেয়স্কর।
কিন্তু পরধর্ম্ম মাত্র ভয়ের আকর। ৩৫ ॥
অর্জ্জুন বলিল শুন কৃষ্ণ ভগবান্।
আর এক প্রশ্ন মম কর অবধান ॥
ইচ্ছাতে পুরুষ যদি পাপেতে বিরত।
বলে দাও তারে কেবা পাপে করে রত ॥ ৩৬ ॥
কাম ক্রোধ রজোগুণ হ'তে জন্ম হয়।
নিতান্ত দুষ্কর আর উগ্র অতিশয় ॥
কামই বিষম বৈরী জানিবে নিশ্চয়।
এই কথা কহিলেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥ ৩৭ ॥
ধূমে অগ্নি ম'লে যথা আবৃত দর্পণ।
জরায়ু চর্ম্মেতে যথা গর্ভ আচ্ছাদন।
সেইরূপ কামরিপু হ'লে উত্তেজিত।
আবরণ রূপে করে জ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮ ॥
জ্ঞানীর অরাতি কাম হে কুন্তী নন্দন।
পূর্ণ না হইবে কভু অনল যেমন ॥ ৩৯ ॥

কামের আবাস ভূমি জানিবে নিশ্চয়।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এ'তিনেতেই রয়॥
ইহাতেই করে কাম জ্ঞান আচ্ছাদন।
দেহ অভিমানী জীব বিমোহিত হন॥ ৪০ ॥
ইন্দ্রিয় সংযত কর ওহে ধনঞ্জয়।
জ্ঞান বিজ্ঞানের শত্রু পাপ কর জয়॥ ৪১ ॥
স্থূলদেহ হইতেই ইন্দ্রিয় প্রধান।
ইন্দ্রিয় হইতে হয় মন শক্তি মান্॥
মন হ'তে বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলে'জানি।
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মা ব'লে মানি॥ ৪২ ॥
বিদিত হইয়া আত্মা ওহে পার্থবর।
নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা মন স্থির কর॥
তৃষ্ণারূপী মহাশত্রু ভীষণ দুর্জ্জয়।
কামরূপী মহারিপু কর পরাজয়॥ ৪৩ ॥

ইতি কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়॥



নমো ভগবতে বাসুদেবায় বিষ্ণবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

এ'অক্ষয় যোগ পূর্ব্বে শিখা'নু সূর্য্যকে।
সূর্য্য শিক্ষা দিল নিজ আত্মজ মনুকে ॥
মনু শিক্ষা দিল স্বীয় ইক্ষাকু তনয়ে।
এই কথা কহিলেন কৃষ্ণ মহাশয়ে ॥ ১ ॥

নিমি আদি রাজ-ঋষি গণ ছিল যত।
পরম্পরাক্রমে যোগ হন অবগত ॥
ইহলোকে সেই যোগ মধ্যম পাণ্ডব।
কালের প্রভাবে নষ্ট হইয়াছে সব ॥ ২ ॥

তুমি প্রিয়ভক্ত আর সখা তাই মম।
কহিলাম গুঢ় তত্ত্ব যোগ পুরাতন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন বলিল পূর্ব্বে সূর্য্যের জনম।
সূর্য্যকে শিখালে যোগ এ'কেমন ক্রম ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিল শুন ওহে ধনঞ্জয়।
তোমার আমার বহু জন্ম গত হয়॥
সমস্ত বিষয় আমি আছি অবগত।
জানিতে পারনা তুমি অবিদ্যা আবৃত॥ ৫॥
জন্ম মৃত্যু শূন্য আমি সর্ব্বভূত পতি।
আত্ম মায়া বলেজন্মী প্রকৃতিতে স্থিতি॥ ৬॥
ধর্ম্ম হানি অধর্ম্মের প্রাবল্য যখন।
মম অভ্যুত্থান হয় হে কুন্তী নন্দন॥
সাধু রক্ষা দুষ্টদের বিনাশসাধনে।
যুগে যুগে অবতীর্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনে। ৮॥
অলৌকিক স্বেচ্ছাকৃত জন্ম কর্ম্ম আর।
যিনি অবগত হন হে কুন্তী কুমার॥
পূনর্ব্বার জন্ম তার হবেনা ধরায়।
দেহ অবসানে সেই লভিবে আমায়॥ ৯॥
বিষয় আসক্তি শূন্য ক্রোধ বিবর্জ্জিত।
নির্ভীক হইয়া মোরে ভাবে এক চিত॥
আমার আশ্রিত বহু জ্ঞান তপস্যায়।
পবিত্র হইয়া লাভ করিবে আমায়॥ ১০॥
যাহারা যে ভাবে মোরে উপাসনা করে।
সে ভাবেতে অনুগ্রহ করি সেই নরে॥

নানা মতে পূজা করে কর্ম্ম কারিগণ।
একমাত্র করে থাকে মমানুসরণ ॥ ১১ ॥
সিদ্ধির প্রার্থনা কারী কাম্য কর্ম্মে যেবা।
আমাকে ছারিয়া করে ইন্দ্রিয়ের সেবা।
তাহাদের ফল প্রাপ্তি সিদ্ধি অনিশ্চয়।
নিষ্কাম জনিত কর্ম্মে শীঘ্র ফলোদয় ॥ ১২ ॥
কর্ম্মের বিভাগ আর গুণ অনুসারে।
চতুর্বর্ণ সৃজিয়াছি আমি এ সংসারে ॥
যদিও সৃজন কর্ত্তা হই সবাকার।
অকর্ত্তা জানিও শূন্য আসক্তি আমার ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মরাশি মোরে কভু স্পর্শ নাহি করে।
বাসনা না জন্মে মম কর্ম্মফল তরে ॥
এইরূপে মোরে যেবা অবগত হন।
কর্ম্ম জালে তারে কভু না করে বন্ধন ॥ ১৪ ॥
অহঙ্কার শূন্য কর্ম্মে কর্ম্ম বন্ধ নন।
জনক করেছে কর্ম্ম পূর্ব্বে তপোধন ॥
অতএব তুমি পূর্ব্বতন-গণ মত।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাল কৃত কর্ম্মে হও রত ॥ ১৫ ॥
কিবা কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এ' দুই বিষয়।
জানিতে বিবেকীগণ বিমোহিত হয় ॥

আসক্তি হইতে মুক্ত জানিলে যাহায়।
সেই সব কর্ম্ম আমি বলিব তোমায়॥ ১৬॥
অকর্ম্ম বিকর্ম্ম আর কর্ম্ম এই তিন।
জানিবে কর্ম্মের গতি দুর্জ্জ্ঞেয় কঠিন॥ ১৭॥
কর্ম্মও অকর্ম্ম যার উভয় সমান।
সেই ব্রহ্ম যুক্ত ব্যক্তি হয় বুদ্ধিমান্॥ ১৮॥
যার কর্ম্ম কামনাও সঙ্কল্প বিহীন।
জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ পণ্ডিত প্রাচীন॥ ১৯॥
কর্ম্মেতে আসক্তি কভু নাহি জন্মে তার।
ফলেতে আসক্তি কভু নাহি থাকে আর॥
নিরালম্ব নিত্যানন্দ পরিতৃপ্ত হিয়া।
প্রবৃত্ত হলেও তবু না করেন ক্রিয়া॥ ২০॥
"কেবল" নামক যজ্ঞ দেহে করে যিনি।
কামহীন সর্ব্বত্যাগী পাপশূন্য তিনি॥ ২১॥
যদৃচ্ছা লাভেতে তুষ্ট নাহি ভেদ জ্ঞান।
ব্রহ্ম বিনা অন্যবস্তু দেখা নাহি পান॥
শত্রু শূন্য সিদ্ধি আর অসিদ্ধি মিলন।
সুখ দুঃখ শূন্য কর্ম্মে না হয় বন্ধন॥ ২২॥
জ্ঞান অবস্থিত চিত্ত বন্ধন বিহীন।
নিষ্কাম করিলে যজ্ঞ কর্ম্মের বিলীন॥ ২৩॥

ব্রহ্মপাত্রে ব্রহ্মরূতে ব্রহ্মাহুতি দান।
ব্রহ্মজ্ঞানে,ব্রহ্মকর্ম্মে সেই ব্রহ্ম পান॥ ২৪॥
অন্য যোগী দৈব যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
ব্রহ্মাগ্নিতে করে কেহ যজ্ঞ সমাধান॥ ২৫॥
ইন্দ্রিয় সংযম অন্য যোগী বৈশ্বানরে।
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ হোম দান করে॥
কেহবা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়।
নিক্ষেপিয়া অনাসক্তে ভুঞ্জে ভোগচয়॥ ২৬॥
সংযম যোগাগ্নি মধ্যে যিনি জ্ঞানবান্।
ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্ম্মে করে হোমদান॥ ২৭॥
দ্রব্যদান রূপ যজ্ঞ করে কোন জন।
তপোরূপ যজ্ঞে কেহ নিয়োজিত রন॥
যোগরূপ যজ্ঞ কেহ করে অনুষ্ঠান।
যতির সংশিত ব্রত যজ্ঞ ব্রহ্ম জ্ঞান॥ ২৮॥
অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ু মধ্যে নিয়া।
আপন বায়ুতে প্রাণবায়ু মিশাইয়া॥
অধঃ উর্দ্ধগতি রোধ কুম্ভকে যাহার।
প্রাণায়াম পরায়ণ সিদ্ধ হয় তার॥
প্রাণ অপানের উর্দ্ধ অধঃ গতি হীন।
কুম্ভক নামক কর্ম্ম যে করে প্রবীন॥

প্রাণায়াম পরায়ণ হয় সেই জন।
প্রাণেতেই প্রাণহোম ইন্দ্রিয় যমন ॥ ২৯ ॥
পাপহীন যজ্ঞ শেষ অমৃত ভোজন।
তাহার ঘটিবে লাভ ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞ অনুষ্ঠান হীন যেই ব্যক্তি হয়।
ইহ পরকাল শূন্য হে কুন্তী তনয় ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মলাভ পথে বহুবিধ যজ্ঞ রয়।
সে সব কর্ম্মজ বলি জানিবে নিশ্চয়।
এরূপ জানিয়া তত্ত্ব জ্ঞান নিষ্ঠ হ'লে।
সংসার হইতে মুক্ত হয় অবহেলে ॥ ৩২ ॥
দ্রব্যযজ্ঞ হ'তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-যজ্ঞ হয়।
কর্ম্মের সমাপ্তি জ্ঞানে হে কুন্তী তনয় ॥ ৩৩ ॥
প্রণিপাত জিজ্ঞাসাও গুরুকে সেবন।
এ উপায়ে কর তুমি জ্ঞান উপার্জ্জন ॥
তোমাকেই উপদেশ করিবেন দান।
তত্ত্বদর্শী জনগণ মহাজ্ঞানবান্ ॥ ৩৪ ॥
সেই জ্ঞান অবগত হ'লে ধনঞ্জয়।
এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবার নয় ॥
আত্মাতে নিখিলভূত দেখে যাহা হ'তে।
বহুরূপ দরশন করিবে আমাতে ॥ ৩৫ ॥

পাপীহ'তে পাপী যদি হয় গুরুতর।
জ্ঞান পথে তরিবে সে পাতক সাগর ॥ ৩৬ ॥
কাষ্ঠ যথা ভস্মস্মাৎ করে হুতাশন।
কর্ম্ম ভস্ম করে জ্ঞানে হে কুন্তী নন্দন ॥ ৩৭ ॥
জ্ঞানতুল্য পবিত্র না আছে কিছু ভবে।
কর্ম্মযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লভে ॥
যথাকাল আত্মাতেই আত্ম লাভ হয়।
কর্ম্মযোগ বিনা কিন্তু কভু কিছু নয় ॥ ৩৮ ॥
শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় লভে জ্ঞান ধন।
জ্ঞান লভি অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥
গুরুবাক্য শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা যেই।
তার পক্ষে ইহলোক পরলোক নাই ॥ ৪০ ॥
আত্মজ্ঞান লাভোপায় ভূত যোগ বল।
আত্মাতেই সমর্পিত করম সকল।
যিনি আত্মবোধে ছেদ করেছে সংশয়।
বাঁধিতে না পারে কর্ম্মে তারে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
মনের অজ্ঞান জাত হৃদয় সংশয়।
জ্ঞানরূপ খড়্গে ছেদ কর ধনঞ্জয় ॥
কর্ম্মরূপ যোগ তুমি অনুষ্ঠান কর;
শুন হে ভারত তুমি উঠহ সত্বর ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥

নমো ভগবতে লক্ষ্মী নারায়ণায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

একবার বল কর্ম্ম ত্যাগের বিধান।
পুনঃ বল কর্ম্ম যোগ কর অনুষ্ঠান ॥
এদুয়ের মধ্যে মম যেবা শ্রেয়ঃ হয়।
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ! বল সুনিশ্চয় ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিল কর্ম্ম ত্যাগ কর্ম্ম যোগ।
কিন্তু কর্ম্ম ন্যাস হতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যোগ ॥ ২ ॥
আকাঙ্খ্যা না করে যিনি না করেন দ্বেষ।
নিত্যই সন্ন্যাসী তারে জানিও বিশেষ ॥
ওহে পার্থ! রাগ দ্বেষ দ্বন্দ্ব শূন্য যিনি।
সংসার আসক্তি হতে মুক্তি পান তিনি। ৩ ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগে ভেদ ভাবে মূর্খগণ।
ভিন্নবলি পণ্ডিতেরা ভাবেনা কখন।

একমাত্র সাধনাকে করিলে আশ্রয়।
উভয় কর্ম্মের ফল মোক্ষ লাভ হয়। ৪ ॥
যেই ফল লাভ করে জ্ঞাননিষ্ঠগণ।
কর্ম্ম যোগকারিগণ তাহা প্রাপ্তহন ॥
যোগ ও সাংখ্যকে যিনি দেখে একাকার।
সম্যক্ দর্শন জ্ঞান ঘটয়ে তাহার ॥ ৫।
কর্ম্ম বিনা না পাইবে সন্ন্যাস ফাল্গুনি!
ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানে যোগ যুক্ত মুনি ॥ ৬।
যোগযুক্ত যার চিত্ত বিশুদ্ধ বিজিত—।
আছয়ে যাহার ইন্দ্রিয়াদি পরাজিত।
পরাত্মাকে নিজআত্মা জানে যেই জন।
কর্ম্মকরিকর্ম্মে লিপ্ত নহে সে কখন ॥ ৭।
ব্রহ্মযুক্ত তত্ত্ববিদ্ ব্যাক্তি যেইজন।
দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ঘ্রাণ আস্বাদন ॥ ৮ ॥
নিদ্রা শ্বাস ত্যাগ আর কথন গমন।
নিমেষ উন্মেষকারী যদিতিনি হন ॥
ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্ত্তিত ইন্দ্রিয় বিষয়।
আমি ত করিনা কিছু ভাব এ নিশ্চয়।
ব্রহ্মযুক্ত ব্যক্তি যদি ঐ কার্য্য করয়।
অভিমানশূন্য বলি কর্ম্মে লিপ্ত নয়। ৯।

অনাসক্ত করি কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।
পাপ শূন্যাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত নাই হন।
নলিনীর পত্র যেন সলিলেতে রয়।
জল মধ্যে থাকে কিন্তু জলে লিপ্ত নয়। ১০ ॥
কর্ম্মে স্পৃহা শূন্য আর বুদ্ধি দেহ মনে।
কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগ করে যোগী জনে ॥
আত্মার উন্নতি তরে যত যোগীগণ।
ফলের আসক্তি ছাড়ি কর্ম্মে রত হন ॥ ১১।
ফল ত্যাগী কর্ম্মকারী ব্রহ্ম যুক্ত জন।
ব্রহ্মনিষ্ঠ উৎপাদিত শান্তি প্রাপ্ত হন।
ব্রহ্মেতে অযুক্ত ব্যক্তি কামনা কারণে।
ফলের আসক্তি হেতু থাকয়ে বন্ধনে ॥ ১২।
জিতেন্দ্রিয় দেহী যদি জ্ঞানযুক্ত মনে।
কর্ম্মফল ত্যাগ করে অতি সাবধানে ॥
নবদ্বারী দেহে কর্ম্ম নাহি করে আর।
তথাপিও সুখ লাভ ঘটয়ে তাহার ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মফল সংযোগেই কর্ত্তৃত্বাভিমান।
এসকল সৃষ্টি না করিছে ভগবান্ ॥
কিন্তু জীব সকলের স্বভাব নিশ্চয়।
কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত কিন্তু হয় ॥ ১৪ ॥

পাপ পুণ্য ভগবান্ না করে গ্রহণ।
অজ্ঞান হইতে হয় জ্ঞান আচ্ছাদন ॥
এই জন্য জীবগণ বিমোহিত হন।
ইন্দ্রিয় আসক্ত হ'য়ে থাকে অনুক্ষণ ॥ ১৫ ॥
সূর্য্যের উদয়ে যথা তম হ'য়ে নাশ।
জগতের যত বস্তু হয় পরকাশ ॥
আত্মজ্ঞান বলে যার অজ্ঞান খণ্ডিত।
সেরূপ তাহার আত্মা হয় প্রকাশিত ॥ ১৬ ॥
নিশ্চয় আত্মিকা বুদ্ধি সে পরমাত্মার।
চিত্তস্থিতি লাভ আর আছয়ে তাঁহার ॥
সেই আত্ম জ্ঞানে কিন্তু পাপ করে ক্ষয়।
এতাদৃশ জ্ঞানীরই—মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৭ ॥
বিদ্বান্ বিনয়ী বিপ্রে চণ্ডালে কুকুরে।
গাভীতে হস্তীতে জ্ঞানী সম দৃষ্টি করে ॥ ১৮ ॥
যাহাদের মন সদা সমতায় রয়।
সংসারে থাকিয়া করে সংসার বিজয় ॥
ব্রহ্মের সমান বধে নির্দ্দোষ নিশ্চয়।
অতএব তাহারাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মবিদ্ স্থির বুদ্ধি মোহ হীন জন।
প্রিয়ে তুষ্ট লাভাপ্রিয়ে রুষ্ট কভু নন ॥

বিষয়ে আসক্তি হীন বাহেন্দ্রিয় জন।
আত্মাতেই শান্তি সুখ লভে অনুক্ষণ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মযোগ দ্বারা সেই যুক্ত আত্মা হয়।
অতঃপর লভে সুখ অনন্ত অক্ষয় ॥ ২: ॥
বিষয় জনিত সুখ দুঃখের কারণ।
অনিত্য জানিবা তারে হে কুন্তী নন্দন ॥ ..
একারণে জ্ঞানবান্ মানব নিচয়।
সে সকল সুখে কভু রত নাহি হয় ॥ ২২ ॥
দেহ অবসান পূর্ব্বে যেপারে সহিতে ।
কাম ক্রোধ বেগ, সেই সুখী এ মহীতে ॥ ২৩ ॥
আত্মাতেই সুখ যার আত্মাতে আমোদ ।
আত্মাতেই দৃষ্টি যার লভে ব্রহ্মপদ ॥ ২৪ ॥
ছিন্নদ্বিধা ক্ষীণপাপ সুসংযত চিত।
রত যিনি সাধিবারে সর্ব্ব ভূত হিত ॥
সকলেরে দেখে যেই একই সমান।
সেই লাভ করে মোক্ষ ব্রহ্মই নির্ব্বাণ ॥ ২৫ ॥
কাম ক্রোধ শূন্য যার চিত্ত বশে রয়।
আত্মতত্ত্বেতে যোগীর উভ মোক্ষ হয় ॥
জানিও দেহান্তে শুধু তার মুক্তি হয় ।
জীবিত কালেতে মুক্তি হয় সুনিশ্চয় ॥ ২৬

ভ্রুযুগের মধ্যে দেখি দৃষ্টি করি স্থির ।
প্রাণায়ামে প্রাণাপান রোধিয়া সমীর ॥ ২৭ ॥
নাসা মধ্যে বায়ু শুধু করি সঞ্চালন ।
প্রাণাপান বায়ু সম করে যেইজন ॥
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের করিয়া দমন।
সতত সংযত হয় মোক্ষ পরায়ণ ॥ ২৮ ॥
যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা ত্রিলোক ঈশ্বর ।
সর্ব্ব বন্ধু জানি মোরে শান্তি পায় নর ॥ ২৯ ॥

কর্ম্ম সংন্যাস যোগ নাম পঞ্চম অধ্যায়।

—o—



নমো ভগবতে হৃষীকেশায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যেজন আকাঙ্খা নাহি করে কর্ম্মফল।
কর্ম্ম করে জানি স্বীয় কর্ত্তব্য কেবল॥
সেই সে সন্ন্যাসী বটে যোগী সেই জন।
নিরগ্নি অক্রিয় নহে সন্ন্যাসী কখন॥ ১।
ফলের কামনা শূন্য হয় যোগী সব।
ফলাকাঙ্খী যোগী নহে শুনহে পাণ্ডব।
যেমনি করেন ইচ্ছা যোগ আরোহণে।
কর্ম্মে রত হন তিনি বিজ্ঞান কারণে। ২॥
জ্ঞান যোগারূঢ় মুনি হইবে যখন।
ফলের আকাঙ্খা শূন্য হইবে তখন॥ ৩।
যে মানব ইন্দ্রিয়াদি ভোগের বিষয়।
কিবা তৎসাধন ভূত কর্ম্মাসক্ত নয়॥

সঙ্কল্প বিহীন বলে জানিবা তখন।
যোগারূঢ় বলে তিনি অভিহিত হন॥ ৪॥
আত্মাকে আত্মার দ্বারা উর্দ্ধেতে রাখিবে।
পতন হইতে অধোমুখে নাহি দিবে॥
উর্দ্ধেতে রাখিলে আত্মা বান্ধব আত্মার।
আজ্ঞাচক্র নীচে আত্মা শত্রুই তাহার॥ ৫॥
আত্মা বলে বশীভূত হয় যার মন।
আত্মা সে জনার হয় বন্ধুর মতন॥
অবাধ্য ইন্দ্রিয়গণ আছয়ে যাহার।
সে আত্মাই শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত তার॥ ৬।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমানে।
সমাহিত থাকে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণে॥ ৭।
কামনা বিহীন জ্ঞান বিজ্ঞান যাহার।
জিতেন্দ্রিয় হন যিনি আর নির্ব্বিকার॥
পাষান কাঞ্চনে যদি সম দৃষ্টি করে।
যুক্ত অভিহিত হয় এতাদৃশ নরে॥ ৮॥
শত্রু মিত্র সাধু পাপী মধ্যস্থ যেজন।
সমভাবে দেখে যিনি প্রসংশিত হন॥ ৯॥
সদাযোগী একাকী এ কান্ত অবস্থিত।
সংযত আত্মাতে আর সুসংযত চিত॥

কামনা ও পরিগ্রহ দিয়া বিসর্জ্জন।
সমাহিত করে যোগী আপনার মন ॥ ১০ ॥
উচ্চ নহে নীচ নহে কুশের উপর।
ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম দিয়া বস্ত্র তদুপর ॥ ১১ ॥
পবিত্র স্থানেতে এক রচিয়া আসন।
চিত্ত শুদ্ধি হেতু যোগ করে যোগীজন ॥ ১২ ॥
দেহ মধ্যে ভাগ শির আর গ্রীবাদেশ।
সরল নিশ্চল ভাবে ধারণ বিশেষ ॥
স্থিরভাবে নাসা অগ্রভাগ লক্ষকরি।
শিবনেত্রে দৃষ্টি অন্য দৃষ্টি পরিহরি ॥ ১৩ ॥
সুনির্ভয় ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রশান্ত চিতে।
মন সমর্পনে চিত্ত রাখিবা আমাতে ॥ ১৪ ॥
নির্ব্বাণ পরম যোগী উক্ত রূপে মন।
আমা অবস্থান হেতু শান্তি প্রাপ্ত হন ॥
সাধনা না হয় যোগে অত্যশন করে।
সাধনা না হয় যোগ অনাহারী নরে ॥ ১৫ ॥
অতি নিদ্রাশীলের ও যোগ সিদ্ধি নয়।
অতি জাগরণশীলে যোগ নাহি হয় ॥
যিনি নিয়মিত করে আহার বিহার।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্মে চেষ্টা হয় যার ॥ ১৬ ॥

নিয়মিত নিদ্রা আর জাগরিত রয়।
তাহাদের যোগ দুঃখ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥
বাহ্য চিন্তা হ'তে মন সংযত যখন।
আত্মাতে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হন ॥
সকল কামনা শূন্য হইবে যখন।
তিনিই যুক্ত বলিয়া অবিহিতহন ॥ ১৮ ॥
যেমন নির্ব্বাতে স্থলে দীপ অচঞ্চল।
সুসংযত আত্মা যোগী উপমার স্থল ॥ ১৯ ॥
যে যোগ অভ্যাসে যোগী স্থির করে মন।
নিজকে দেখিয়া যাতে নিজে তুষ্ট হন ॥
এরূপ অবস্থা যোগী যে কালেতে লভে।
যোগ শব্দ বাচ্য তবে নিশ্চয় জানিবে ॥ ২০ ॥
যে অবস্থা বিশেষেতে জেনে যুক্ত নরে।
বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত সুখ বোধ করে ॥
আত্মার স্বরূপ হ'তে বিচলিত নয়।
যোগ শব্দ বাচ্য তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ ২১ ॥
পরলাভাধিক যিনি কভু নাহি ভাবে।
অবস্থা বিশেষে দুঃখ নাহি অনুভবে ॥
এমন অবস্থা যবে হয় উপস্থিত।
সেই অবস্থাই যোগ শব্দ অভিহিত ॥ ২২ ॥

এবম্ভূত অবস্থায় উপস্থিত হয়। ২৩।
দুঃখের সম্পর্ক শূন্য সুখ যোগ হয়॥
যতনের শিথিলতা শূন্য চিত্ত বলে।
কামনাকে পরিত্যাগ করিবে কৌশলে॥
মনদ্বারা করিবেক ইন্দ্রিয় দমন।
গুরু উপদেশে যোগ অভ্যাস সাধন॥ ২৪॥
ধারণা বলেতে আর বুদ্ধির প্রভাবে।
আত্মাকে রাখিবে মন অচঞ্চল ভাবে॥
ধীরে ধীরে করিবেক ঊর্দ্ধেতে পয়ান।
অন্য চিন্তা চিত্ত মধ্যে নাহি দিবে স্থান॥ ২৫॥
চঞ্চল মানস যেই যেই ক্ষেত্রে ধায়।
ফিরাইয়া স্থির কর আপন আত্মায়॥ ২৬॥
রজোগুণ হীন চিত্ত প্রশান্ত যেজন।
যে যোগী ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সুখ প্রাপ্ত হন॥ ২৭॥
এইরূপে মন যদি ব্রহ্ম যুক্তে রত।
যোগীগণ অনায়াসে লভে মোক্ষ পথ॥ ২৮॥
যোগ সমাহিত চিত্ত সমদর্শী জন।
সর্ব্বভূতে স্থিত আত্মা দেখে অনুক্ষণ॥
আত্মাতেই আর সর্ব্ব সাধারণ ভূতে।
দরশন নাহি করে প্রভেদ তাহাতে॥ ২৯॥

সর্ব্বত্রেতে আমাকেই দেখে যেই জন।
সকল জীবেতে করে মম দরশন॥
তার অদর্শনে আমি না হই কখন।
আমার অদৃশ্য তিনি কভু নাহি হন॥ ৩০॥
সর্ব্বভূতে ভেদ শূন্যে যে ভজে আমায়।
বিষয়ে থাকিলে যোগী তবু মোরে পায়॥ ৩১॥
সর্ব্বভূতে সম দেখে নিজ তুলনায়।
সুখে দুঃখে সম পার্থ! শ্রেষ্ঠ বলি তায়॥ ৩২॥
অর্জ্জুন কহেন ওহে শ্রীমধুসূদন!
সমতা দ্বারায় যোগ কহিলে এখন॥
চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু ওহে নরহরি!
নিশ্চল অবস্থা কিছু বুঝিতে না পারি॥ ৩৩॥
অর্জ্জুন বলিল মম স্বভাব চঞ্চল।
অজেয়ও দৃঢ় ক্ষোভী দেহেন্দ্রিয় বল।
তাহার নিরোধ বায়ু-নিরোধ মতন।
অতীব দুষ্কর ব'লে ভাবি নারায়ণ॥ ৩৪॥
দুর্ণিগ্রহ মনেরও চঞ্চলাতিশয়।
ইহাতে সন্দেহ কিন্তু নাহি ধনঞ্জয়॥
বৈরাগ্যের আদি আর অভ্যাসের বলে।
নিগ্রহ করিবে কৃষ্ণ, কহে সুকৌশলে॥ ৩৫॥

যেই মানবের চিত্ত সদা অসংযত।
দুষ্প্রাপ্য তাহার যোগ এই মম মত॥
গুরু উপদেশ ব'লে সুসংযত নরে।
যত্নশীল হ'লে যোগ লভিবারে পারে॥ ৩৬॥
অর্জ্জুন কহেন শুন কৃষ্ণ মহাশয়!
শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে যদি যোগে রত হয়॥
পরে শিথিলেতে যদি বিচলিত হয়।
যোগফল না পাইয়া কিবা গতি হয়॥ ৩৭॥
ওহে কৃষ্ণ! যোগী যদি যোগ ভ্রষ্টহয়।
ছিন্ন মেঘ মত কিহে হয় নিরাশ্রয়॥ ৩৮॥
ওহেকৃষ্ণ! কর মোর সংশয় ছেদন।
সংশয় ভঞ্জনাকারী নাহি অন্য জন॥ ৩৯॥
ভগবান্ কহিলেন ওহে ধনঞ্জয়!
ইহ পরকালে তার বিনাশ না হয়॥
তার হেতু আছে তাত বলিহে তোমায়।
শুভকারী জন কভু দুর্গতি না পায়॥ ৪০॥
পূণ্যকারী লোক সঙ্গে যোগ ভ্রষ্ট জন।
বহুকাল সুখ ভোগে স্বর্গবাসী হন॥
স্বর্গবাস অন্তে পুনঃ ভাগ্যবান্ ঘরে।
জনম লভিয়া বহু সুখ ভোগ করে॥ ৪১॥

কিবা জ্ঞানী যোগী কিম্বা বংশে জন্ম হয়।
এমন জনম ভবে দুর্ল ভ নিশ্চয় ॥ ৪২॥
পূর্ব্বে দ্বিপ্রকার জন্ম করিয়া ধারণ।
ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধি লভে অনুক্ষণ॥
অনন্তর সে মানব মোক্ষের বিষয়।
অধিক যতন ভাবে মনোযোগী হয়॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্ব দেহ জাত সেই অভ্যাসের বসে।
তাহাকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ করে অনায়াসে
যোগের স্বরূপ জানা ইচ্ছুক যেজন।
বেদের অধিক কালে মুক্তি লাভ হন। ৪৪ ॥
উত্তরোত্তরেতে যোগী যত্ন সহকারে।
লভে সে পরম পদ বহু জন্ম পরে॥ ৪৫ ॥
তপস্বী হইতে জান যোগী শ্রেষ্ঠ হয়।
জ্ঞানীগণ হইতেই শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
কর্ম্মীগণ হইতে ও শ্রেষ্ঠ বলে জানি।
অতএব তুমি যোগী হইবে ফাল্গুনি॥ ৪৬ ॥
মদ্গত চিত্তেতে যিনি হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্।
ভজয়ে আমায় তিনি যোগীর প্রধান॥ ৪৭ ॥

ইতি অভ্যাস যোগনাম ষষ্ঠ অধ্যায়।

নমো ভগবতে পদ্মনাভায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্য শরণ চিত্তে যে রাখে আমায়।
যোগাভ্যাস ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত মোরে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন কুন্তীর নন্দন।
যেরূপে জানিতে পার বলি তাহা শুন॥ ১॥
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বলিব তোমায়।
যাহা অবগতে বাকী থাকে না ধরায়॥ ২॥
সহস্রের মধ্যে কেহ সিদ্ধি যত্ন করে।
যত্নকারী সহস্রের মধ্যে কোন নরে॥
পরমাত্মস্বরূপেতে প্রকৃত প্রস্তাবে।
বহু সহস্রেতে কেহ আমাকে জানিবে॥ ৩॥
ক্ষিতি জল তেজঃ বায়ু শূন্য অহঙ্কার।
মনঃ আর বুদ্ধি অষ্ট প্রকৃতি আমার॥ ৪॥

এ অষ্ট প্রকৃতি জান নিকৃষ্ট ফাল্গুনি।
অন্য এক শ্রেষ্ঠ জীব চৈতন্যরূপিণী ॥
আমার প্রকৃতি তুমি হও অবগত।
যে প্রকৃতি রক্ষাকরে সমস্ত জগত্ ॥ ৫ ॥
দ্বিবিধা প্রকৃতি হ'তে জাত সমুদয়।
আমাতে প্রকৃতি সহ উৎপত্তি প্রলয় ॥ ৬ ॥
জগত্ আমাতে গাঁথা সূত্রে মণিমত।
আমাহ'তে শ্রেষ্ঠ নাই ওহে কুন্তী সুত ॥ ৭ ॥
রসরূপে জলে চন্দ্র সূর্য্যে তেজঃরূপে।
সকল বেদেতে আছি ওঁকার স্বরূপে ॥
শব্দরূপাকাশে আর পৌরুষে পুরুষ।
অবস্থিত কুন্তীসূত আছি হে সর্ব্বশঃ ॥ ৮ ॥
পবিত্র গন্ধের রূপে আছি গো ভুবনে।
তেজঃরূপে সতত বিরাজি হুতাশনে।
জীবনস্বরূপে আমি আছি সর্ব্বভূতে।
তপস্বীগণেতে আছি তপস্বরূপেতে ॥ ৯ ॥
সকল ভূতের বীজ আমি সনাতন।
বোধে বুদ্ধি তেজে তেজঃ হে কুন্তী নন্দন ॥ ১০ ॥
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান শক্তি সেই বল।
বলবান্ মধ্যে আমি হই সেই বল ॥

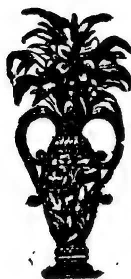
পুত্র উৎপাদক কাম আত্ম কর্ম্ম বলে।
কামরূপে অবস্থিত আছি সর্ব্ব কালে ॥ ১১ ॥
সাত্ত্বিক রাজস আর তামসিক ভাব।
সমস্ত জানিবে পার্থ ! আমার প্রভাব ॥
আমি কিন্তু সে সকল গুণে কভু নাই।
সে সকল গুণ কিছু আছে মম ঠাঁই ॥ ১২ ॥
এই ত্রিভুবন জান ত্রিগুণে মোহিত।
আমি হই এ ত্রিবিধ গুণের অতীত ॥
জানিবা এরূপ তুমি আমি নির্ব্বিকার।
জানিতে পারেনা কেহ স্বরূপ আমার ॥ ১৩ ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ জগতের।
দুস্তার মোহিনী নদী মায়াই আমার ॥
কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে যে পাবে আমায়।
দুর্জ্জ্য মোহিনী নদী হেলে তরে যায় ॥ ১৪ ॥
বিবেক বিহীন নরাধম পাপীযত।
আমাকে না পায় আসুরিক জ্ঞানে হত ॥ ১৫ ॥
আত্মজ্ঞানেচ্ছুক আর রোগে অভিভূত।
ইহ পরলোক ভোগ অর্থেচ্ছুক যত ॥
আত্মজ্ঞানী যোগী সহ এই চারি জন।
কীর্ত্তিশালী নরে করে আমার ভজন ॥ ১৬ ॥

তাহাদের মধ্যে যেবা অতি নিষ্ঠাবান্।
আমাতে যথেষ্ট ভক্তি জ্ঞানীর প্রধান ।।
জ্ঞানীদের পক্ষে আমি প্রিয় অতিশয়।
জ্ঞানীও আমার প্রিয় জানিবা নিশ্চয় ॥ ১৭ ॥
ইহাদের মধ্যে বটে সকলি মহত্।
আত্মার স্বরূপ জ্ঞানী এই মম মত ।।
যেহেতু অর্পিত চিত্ত হয়েছে আমায়।
সর্ব্বোত্তমা গতি লভি আমাকেই পায় ॥ ১৮ ॥
বহুজন্মে জন্মে জ্ঞান "বিশ্ব বাসুদেব"।
এই জ্ঞানে লভে মোরে মহাত্মা দুর্লভ ॥ ১৯
পুত্রকীর্ত্তি শত্রুজয় অর্থ কামনায়।
হতজ্ঞানী আরাধয় অন্য দেবতায়।
উপবাস আদি আর আছে যে যে প্রথা।
আমাকে ছাড়িয়া ভজে অপর দেবতা ॥ ২০
যে ভক্ত যে দেবে পূজে হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
শ্রদ্ধাযুক্ত পূজিবারে আমার বিধান।। ২১
সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত মূর্ত্তি পূজা করে।
ক্রমশঃ কামনা ত্যজে লভে সে আমারে ॥ ২২
ক্ষুদ্র দৃষ্টিকারিদের নাশ শীলফল।
দেবতা পূজাতে পায় দেবতা সকল

আমার ভকতগণ আমাকেই পায়।
পরিণামে অবহেলে আমাতে মিলয় ॥ ২৩ ॥
নিত্য সর্ব্বোত্তম মম স্বরূপ না জেনে।
মায়াতীত আমাকেই ভাবে মূর্খজনে ॥
কোনজন দেখে মোরে মনুষ্য আকার।
কেহ কেহ ভাবে মৎস্য কূর্ম্ম অবতার ॥ ২৪ ॥
অপ্রকাশ বটি আমি আবৃত মায়ায়।
অজ-নিত্য-চিৎস্বরূপ জানেনা আমায় ॥ ২৫ ॥
বর্ত্তমান ভবিষ্যত গত পার্থবর !
আমি জানি আমাতে না জানে অন্য নর ॥ ২৬ ॥
রজোগুণ বর্দ্ধিত হে হইলে ভারত।
ইচ্ছাদ্বেষ হ'তে হয় দ্বন্দ্ব মোহজাত ॥
শীত উষ্ণ সুখে দুঃখে বুদ্ধি নষ্ট হয়।
তাহাতেই সম্মোহিত জীব সমুদয় ॥ ২৭ ॥
পাপমুক্ত হয় যবে পুণ্য কর্ম্মকারী।
তবে দ্বন্দ্ব জাতমোহে মুক্তি লাভ করি ॥
তাহারাই দৃঢ়ব্রত করিয়া ধারণ।
আমাকে ভাবনা হৃদে করে অনুক্ষণ ॥ ২৮ ॥
জরা মৃত্যু নাশ জন্য যে ভজে আমাকে।
সরহস্য কর্ম্মব্রহ্ম জানে অধ্যাত্মকে ॥ ২৯ ॥

অধিভূত অধিদৈব অধি যজ্ঞসহ।
সে জন আমাকে মাত্র জানে অহরহঃ॥
আমাতে আসক্ত চিত্ত যে জনার হয়।
মৃত্যুকালে পায় মোরে নাহিক সংশয়॥ ৩০ ॥

ইতি জ্ঞান বিজ্ঞানযোগ নাম সপ্তম অধ্যায়।



নমো ভগবতে অচ্যুতায়।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন ওহে কৃষ্ণ মহাশয়!
ব্রহ্ম কর্ম্ম অধ্যাত্ম কি দেও পরিচয়॥
অধি যজ্ঞ অধিদৈব কিবা অধিভূত।
কিরূপেতে এই দেহে আছে অবস্থিত॥ ১॥
হে মধুসূদন অন্তে কহ কি উপায়।
সুসংযতচিত্ত ব্যক্তি জানিবে তোমায়॥ ২॥
ভগবান্ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
পরম অক্ষর ব্রহ্ম যাঁর নাহি ক্ষয়॥
স্বভাবত অধ্যাত্মক বলে উক্ত হয়।
উদ্ভব পোষণ আর কর্ম্মই প্রলয়॥ ৩॥
নশ্বর দেহাদি মধ্যে প্রাণি অধিকার।
অতএব অধিভূত নাম হৈল তার॥

অধীশ্বর চেতন পুরুষ ইন্দ্রিয়ের।
সেইহেতু অধিদৈব নাম হ'ল তাঁর ॥ ৪ ॥
অন্তকালে মম নাম যে করে স্মরণ।
সংশয় নাহিক মম ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥
যে ভাবে ভাবিয়া অন্তে দেহ অন্ত হয়।
সেভাব লভিবে অন্তে হে কুন্তী তনয় ॥ ৬ ॥
অতএব নিরন্তর আমার স্মরণ।
করহ স্বকীয় আর ধর্ম্ম আচরণ ॥
মনঃবুদ্ধি সমর্পণে সংশয় কি তার।
তুমি আমি মিশাইয়া হব একাকার ॥ ৭ ॥
অভ্যাস নামক যোগ একাগ্রতা মন।
হইবে পরম লাভ হে কুন্তী নন্দন ॥ ৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ অনাদি সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম হয়।
অপবিত্র মন বুদ্ধি গম্য পাতা নয় ॥ ৯ ॥
অন্তকালে পরম পুরুষ স্থির চিতে।
ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চিন্তি সুষুম্নার পথে ॥
প্রাণ আবেশিত করি ধ্যান করে যিনি।
পরম পুরুষ প্রাপ্ত হইবেন তিনি ॥ ১০ ॥
অক্ষর বলেন যাঁরে ব্রহ্মজ্ঞানী নরে।
অনুরাগ হীনমতি যাকে স্থির করে ॥

জানিতে ইচ্ছুক হ'য়ে ব্রহ্মচারী হয়।
সে প্রাপ্য সংক্ষেপে আমি বলিব তোমায়॥ ১১॥
ইন্দ্রিয়েতে বাহ্যজ্ঞান না করি গ্রহণ।
স্থিরভাবে হৃদয়েতে রাখি নিজ মন॥
ভ্রূযুগের মধ্যে প্রাণ ধৈর্য্য ভাবে ধরি।
ব্রহ্মের ওঁকার বীজ উচ্চারণ করি॥
স্মরণ করিয়া মোরে ত্যজে নিজ কায়।
লভয়ে পরম গতি সংশয় কি তায়॥ ১২—১৩॥
অন্য না চিন্তিয়া মোরে চিন্তে নিরন্তর।
সুলভ সে যোগী পক্ষে ওহে পার্থবর॥ ১৪॥
আমাকে পাইলে পুনঃ জন্ম নাহি হয়।
মোক্ষলাভে নাহি পায় দুঃখের আলয়॥ ১৫॥
ব্রহ্মলোক অন্তে ভূলোকেতে জন্ম লবে।
আমাকে পাইলে পার্থ! না আসিবে ভবে। ১৬॥
সহস্রেক যুগেতে ব্রহ্মার এক দিন।
সহস্র যুগান্তে রাত্রি জানে যোগীগণ॥
যাহারাই অবগত আছে এ বিষয়।
বাস্তবিক অহোরাত্র বেত্তা তারা হয়॥ ১৭॥
ব্রহ্মার দিবসে জীব প্রাদুর্ভূত হয়।
রাত্রি উপক্রমে যেন ঘটয়ে প্রলয়॥ ১৮॥

ব্যক্ত চরাচর ভূত জন্মে বারংবার।
রাত্রি সমাগমে পার্থ প্রলয় আবার॥
দিবা আগমনে জানি যত জীবগণ।
কর্ম্ম পর তন্ত্র হয়ে প্রাদুর্ভূত হন॥ ১৯।
জগত্ কারণ সেই অব্যক্ত হইতে।
আর এক শ্রেষ্ঠ ভাব আছয়ে তাহাতে॥
বিনষ্ট হইবে যত ভূত সমুদয়।
পরম অনাদি ভাব নষ্ট নাহি হয়॥ ২০।
অক্ষর বলিয়া যিনি বেদে উক্ত হন॥
তিনিই পরমাগতি পুরুষ পাবন।
যাহাকে পাইলে পুনঃ আসিতে না হয়।
আমার পরম ধাম জানিবা নিশ্চয়॥ ২১॥
যাহাতেই ভূতগণ অবস্থিত রয়।
জগতে ব্যাপক যিনি আছে ধনঞ্জয়॥
একান্ত ভক্তিতে মিলে পুরুষ পাবন।
অন্য কিছুতেই তাঁরে পায় না কখন॥ ২২॥
পুনর্জ্জন্ম কিবা মোক্ষ পায় মৃত্যু পরে।
কালরূপ পথ সেই বলিব তোমারে॥ ২৩।
অগ্নি জ্যোতি অহঃ শুক্ল উত্তর অয়ন।
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যেই পথ হন॥

তাহাতে মৃত্যুর পরে গতিশীল জন।
ব্রহ্মকেই লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ॥ ২৪ ॥
কর্ম্মযোগী গণ যায় মরণের শেষে।
ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ যাম্যায়ন মাসে॥
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উপনীত।
ক্রমে ক্রমে চন্দ্র লোকে হয় উপস্থিত॥
তথা হ'তে আসে পুনঃ ভোগ অবসানে।
সংসারে করেন ভোগ পুনরাগমনে॥ ২৫ ॥
প্রকাশ স্বরূপা শুক্লা কৃষ্ণা তমোময়।
অনাদি জগত্ গতি এই দুই হয়॥
এ দুয়ের মধ্যে এক মোক্ষ পথ পায়।
অন্য পথে সংসারেতে আসে পুনরায়। ২৬ ॥
মোক্ষ আর সংসার প্রাপক দুই পথ।
জানি লেই যোগীগণ না হয় মোহিত॥
অতএব তোমাকে বলিহে কুন্তী সূত।
থাকিবে সর্ব্বদা তুমি যোগ কার্য্যে রত॥ ২৭ ॥
দেব যজ্ঞ তপস্যাদি দানের বিশেষ।
যে সকল পূণ্য ফল শাস্ত্র উপদেশ॥
আমার কথিত তত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই ফলচয় তিনি করেন ক্রমন॥

জগতের মূলীভূত পরম যে স্থান।
পরম সে বিষ্ণুপদ অনায়াসে পান ।. ২৮ ।।

ইতি অক্ষর ব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধয্যা ।



নমো ভগবতে পুণ্ডরীকাক্ষায়।

নবম অধ্যায়।

গুহ্য হ'তে গুহ্যতম কহে ভগবান্।
অব্যক্ত ও বিজ্ঞানের সহ এই জ্ঞান।
সর্ব্বদোষ দুষ্টি হীন বলিহে তোমায়।
জানিলে অশুভ নাশ মোক্ষ পদ পায়॥ ১।

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান গুহ্য অতিশয়।
এই বিদ্যা অতি শ্রেষ্ঠ পবিত্রতাময়।
নিজবোধরূপ ধর্ম্ম সম্মত নিশ্চয়।
অতি সুখ সাধ্য আর জানিও নিশ্চয়॥ ২।

ধর্ম্মের অশ্রদ্ধা সদা করে যেই নরে।
মৃত্যু ব্যাপ্ত ভ্রমে ভবে না পেয়ে আমারে॥ ৩॥

জগত্ ব্যাপিয়া আমি আছি সর্ব্ব ঠাঁই।
আমাতেই ভূত স্থিতি আমি ভূতে নাই॥ ৪।

ঐশ্বরিক যোগ মম কর নিরীক্ষণ।
আমাতেই অবস্থিত আছে ভূতগণ॥
ভূতের ধারক আমি পালক ও হই।
তথাপি ও ভূতগণে অবস্থিত নই॥ ৫॥
আকাশে ব্যাপক বায়ু মিশে না যেমন।
জানিও আমাতে সেই মত ভূতগণ॥ ৬॥
প্রলয় কালেতে যান সর্ব্বভূতগণ।
আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় অনুক্ষণ॥
পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে হে কুন্তী নন্দন।
তাহাদিগকেই আমি করি উৎপাদন॥ ৭॥
সমস্ত প্রকৃতি মধ্যে মম অধিষ্ঠানে।
স্বভাবের বশ আর কর্ম্মের অধীনে॥
চরাচর জগতের সর্ব্বভূতগণ।
পুনঃ পুনঃ করি আমি এ বিশ্ব সৃজন॥ ৮॥
অনাসক্ত উদাসীন রূপে অবস্থিত।
কর্ম্মে বদ্ধ আমাকে না পারে কদাচিত॥ ৯॥
অধিষ্ঠাতা আমা হ'তে প্রকৃতির বশে।
চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রসবে অনায়াসে॥
অতএব বলি শুন হে কুন্তী কুমার।
জগত্ উৎপন্ন এই হেতু বার বার॥ ১০॥

তমঃ রজঃ বুদ্ধিভ্রংশকারী যে প্রকৃতি।
অজ্ঞান বিক্ষিপ্ত চিত্ত আর মুর্খ মতি ॥ ১১ ॥
সর্ব্বভূতেশ্বর তত্ত্ব না জানে আমায় ॥
নর দেহ ধারী জ্ঞানে অবজ্ঞা সদায় ॥ ১২ ॥
বৈদিক প্রকৃতি যুক্ত হে কুন্তী নন্দন ॥
অনন্য চিত্তেতে আর মহাত্মা যে জন ॥
নিত্যের স্বরূপ আর জগত্ কারণ।
জানিয়া আমাকে সদা করয়ে ভজন ॥ ১৩ ॥
কোন জন করে মম নাম সংকীর্ত্তন।
সুদৃঢ় নিয়মে কেহ করয়ে যতন ॥
কেহ বা প্রণাম করে ভক্তি সহকারে।
অবস্থিত চিত্তে কেহ ভজয়ে আমারে ॥ ১৪ ॥
কেহ জ্ঞানযোগ বলে উপাসনা করে।
অহং জ্ঞানে শূন্য কেহ কেহ পূজা করে।
আমি দাস বলিয়া পূজয়ে কোন জনা।
সর্ব্বাত্মক মনে কেহ করে উপাসনা ॥ ১৫ ॥
স্মৃতি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ জ্যোতিষ্টোম আদি।
আমি হই পিতৃশ্রাদ্ধ আমিই ঔষধি ॥
আমি মন্ত্র আমি হবি হোমাদি সাদন।
আমিই তো হোম বটী আমি হুতাশন ॥ ১৬ ॥

আমি হই জগতের পিতা মাতা ধাতা।
কর্ম্ম ফল দান করি আমিই বিধাতা॥
পবিত্র জ্ঞাতব্য রূপী আমি পিতামহ।
ওম্ ঋক্ সাম যজু আমাকে জানিহ॥ ১৭॥
আমি জগতের গতি পোষণ কারক।
আমি প্রভু আমি সাক্ষী নিবাস রক্ষক॥
আমিই সুহৃদ্ স্রষ্ঠা সংহর্ত্তা প্রলয়।
আমি লয় স্থানাধার কারণ অব্যয়॥ ১৮॥
আমি করি তাপ দান বৃষ্টি বরিষণ।
আমিই করিয়া থাকি বৃষ্টি আকর্ষণ॥
আমি যম মৃত্যুরূপী আমিই জীবন।
আমি হই সদসত্ হে পাণ্ডু নন্দন। ॥ ১৯
বেদাদি বিহিত মতে কর্ম্মকারী গণ।
যজ্ঞ দ্বারা করে মম পূজা সম্পাদন॥
যজ্ঞ অবসানে সোম রস করি পান।
প্রার্থনা করেন যাতে স্বর্গগতি পান॥
পূণ্য ফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।
স্বর্গে দেব ভোগ্য ভোগ করেন নিশ্চয়॥ ২০
বিপুল স্বর্গের সুখ ভোগ অবশেষে।
পূণ্য ক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্য লোকে আসে

বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মেতে সদা রত।
কামনা বশেতে করে ভবে যাতায়াত ॥ ২১ ॥
অন্যদেবে না পূজিয়া চিন্তিয়া আমারে।
অনন্য মনেতে সদা উপাসনা করে ॥
জানিয়া সর্ব্বথা তারে মম পরায়ণ।
যোগক্ষেম ভার তার করিহে বহন ॥ ২২ ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি যুক্ত যদি অন্য দেব পূজে।
বিধিহীন তারা পার্থ। আমাকেই ভজে ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বযজ্ঞ ভোক্তা প্রভু কর্ত্তা আমি হই।
পুনরাবর্ত্তিত হয় যথার্থ না পাই ॥ ২৪ ॥
দেবতা করিয়া পূজা দেব লোক যায়।
শ্রাদ্ধাদি অর্চ্চনা করি পিতৃলোক পায় ॥
ভূতলোক প্রাপ্ত হয় পূজা করি ভূতে।
করিয়া আমারে পূজা মিলেহে আমাতে ॥ ২৫ ॥
আমাকে যে জন পূজে ভক্তি সহকারে।
পত্র পুষ্প ফল জল প্রদানে আমারে ॥
ভক্তিতে প্রদান করে সংযতাত্মাগণ।
সে পত্র পুষ্পাদি করি সাদরে গ্রহণ ॥ ২৬ ॥
যাহা তুমি কর কিংবা করহ ভোজন।
হোম কিবা দান কর তপ আচরণ ॥

সমাহিত ভাবে ওহে কুন্তীর নন্দন।
সকল আমাতে তুমি কর সমর্পণ ॥ ২৭ ॥
কর্ম্মের আসক্তি জন্য শুভাশুভ ফল।
এরূপ করিলে মুক্ত হইবে সকল ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আমাতে।
নিশ্চয় লভিবে তুমি যোগ যুক্ত চিতে ॥ ২৮ ॥
সমান ভাবেতে আমি থাকি সর্ব্বভূতে।
প্রিয় বা অপ্রিয় মম নাহি কোন মতে ॥
ভক্তি সহকারে যিনি ভজেন আমায়।
আমাতে থাকেন তিনি আমি থাকি তায় ॥ ২৯ ॥
দেবতা ভজনাকারী দুরাচারী সব।
অন্যদেব পূজিতে ভাবয়ে বাসুদেব ॥
সাধু মধ্যে গণ্য সেই ভজয়ে আমায়।
অনন্য মানসতার শ্রেষ্ঠাধ্যবসায় ॥ ৩০ ॥
আমাকে করিয়া পূজা দুরাচারগণ।
ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন ॥
আমার ভকত কভু নষ্ট নাহি হয়।
নিঃশঙ্কে বলিতে পার কুন্তীর তনয় ॥ ৩১ ॥
অন্ত্যজ স্ত্রী শূদ্র আর বৈশ্য সমুদয়।
আমাকে আশ্রয় করি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥

দ্বিজরাজ ঋষিগণ ভক্ত সমুদয়।
হে পার্থ! লভিবে মোক্ষ আছে কি সংশয়॥ ৩২॥
অনিত্য এ মর্ত্ত্য লোক অসুখ আকর।
পাইয়া আমাকে তুমি উপাসনা কর॥ ৩৩॥
তুমি মম উপাসক চিত্ত মম গত।
মম ভক্ত বট মোরে কর দণ্ডবত॥
সমাহিত হয়ে চিত্ত আমাতে রাখিয়া।
আমাকে লভিবে তুমি আমাতে মিলিয়া॥ ৩৪॥

ইতি রাজগুহ্য যোগ নামক
নবম অধ্যায়।



নমো ভগবতে দামোদরায়।

দশম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন হে কুন্তী কুমার।
পরমাত্ম নিষ্ঠ বাক্য শুন পুনর্ব্বার।
প্রীতিমান্ হও তুমি অতি সদাশয়।
তোমার হিতার্থে আমি কহিব নিশ্চয়॥ ১।
মম আবির্ভাব নাহি জানে দেবগণ।
মহর্ষিগণেও তাহা জানে না কখন॥
যেহেতু মহর্ষি কিংবা সর্ব্ব দেবতার।
সর্ব্বতো ভাবেতে আমি আছি সবাকার॥ ২॥
অনাদি জনম শূন্য জানে সেই নর।
নর মধ্যে জানে যে বা আমারে ঈশ্বর।
মনুষ্য লোকেতে সেই মোহশূন্য হয়।
সমুদয় পাপ হ'তে মুক্ত সুনিশ্চয়॥ ৩॥

বুদ্ধি অসংমোহ ক্ষমা সত্যদম জ্ঞান।
সম সুখ দুঃখ ভব-তপঃ তুষ্ট দান ॥
অহিংসা সমতা ভয় অভাব অভয়।
প্রাণীর এ নানা ভাব আমা হতে হয় ॥ ৪,৫ ॥
ভৃগু মুনি আদি মহা ঋষি সাতজন।
পূর্ব্ব বর্ত্তি সনকাদি চারি তপোধন ॥
স্বায়ম্ভূব আদি মনু ছিল চৌদ্দজন।
আমার সঙ্কল্প জাত তাহারাই হন ॥
আমার প্রভাবে তারা স্রষ্টা সবাকার।
ব্রাহ্মণাদি বিদ্যমান সন্ততি যাদের ॥ ৬ ॥
আমার বিভূতি যিনি জানে তত্ত্ব জ্ঞানে।
ঐশ্বর্য্য লক্ষণ যোগ লভি যোগিগণে ॥
অচল সমাধি যুক্ত হইবে নিশ্চয়।
আমার আমিত্বভাব শূন্য যবে হয় ॥ ৭ ॥
আমি হই জগতের উদ্ভব কারণ।
আমা হ'তে সমুদয় প্রবর্ত্তিত হন ॥
বিবেকী পুরুষ ইহা হয়ে অবগত।
ভাবিয়া আমার ভাব ভজনাতে রত ॥ ৮ ॥
আমাতেই যাহাদের চিত্ত আছে রত।
যাহাদের প্রাণ আছে আমাতে অর্পিত ॥

আমার বিষয় বুঝাইয়া পরস্পরে।
কীর্ত্তন করিয়া সুখে শান্তিলাভ করে ॥ ৯ ॥
প্রীতিতে ভজয়ে সদা চিত্ত সমর্পয়।
জ্ঞানদান করি তারে যাতে আমাপায় ॥ ১০ ॥
তাদের হিতার্থে বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ় হয়ে।
তত্ত্বজ্ঞান রূপ দীপ প্রকাশ করিয়ে।
তাদের অজ্ঞানজাত সব অন্ধকার।
আমিই করিয়া থাকি বিনষ্ট সবার ॥ ১১ ॥
পরম পবিত্র তুমি পরম আশ্রয়।
তুমিই পরম ব্রহ্ম কহে ধনঞ্জয় ॥
দেবর্ষি নারদ আর পরাশর সূত।
ভৃগু আদি ঋষিগণ দেবল অসিত ॥
নিত্য আদিদেব বিভু পুরুষ প্রধান।
স্বপ্রকাশ দিব্য অজ ব্যাপক মহান্।
কহে সবে তোমার স্বরূপ মহাশয়।
কহিলে আমাকে তাহা ওহে বিশ্বময় ॥ ১২,১৩ ॥
যাহাই বলিলে আমি ভাবি সত্য সব।
তত্ত্ব আবির্ভাব দেব জানে না কেশব।
যে হেতু পণ্ডিতগণ ওহে ভগবান্।
দানব গণেতে তব পায়না সন্ধান ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষোত্তম ভূত ভাবন ভূতেশ।
ওহে দেবদেব আদিত্যাদির প্রকাশ॥
ওহে জগতের পতি জগৎ ঈশ্বর।
আপনাকে আপনি জানহ নিরন্তর॥ ১৫॥
যে সব বিভূতি আছে জগৎব্যাপিয়া।
আত্মার বিভূতি সব বল বিবরিয়া॥ ১৬॥
যোগিন্। বিভূতি ভেদ পাইতে সন্ধান।
কি ভাবে চিন্তিব তোমা ওহে ভগবান্॥ ১৭॥
তব যোগৈশ্বর্য্য বিভূতির বিবরণ।
বিস্তৃত রূপেতে পুনঃ বল জনার্দ্দন॥
যে হেতু অমৃত সম বচন তোমার।
শুনি তৃপ্তি বোধ প্রভু হয় না আমার॥ ১৮॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন কুন্তীর কুমার।
কহিব তোমাকে আমি বিভূতি আমার॥
বিভূতি আমার দিব্য প্রধান যাহাই।
অনন্ত বিভূতি ওহে সীমাপার নাই॥ ১৯॥
ওহে পার্থ। আত্মরূপে ভূতাত্মার রই।
ভূতগণ সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসকারী হই॥ ২০॥
দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে আমি নারায়ণ।
জ্যোতিষ্কের মধ্যে হই তেজস্বী তপন॥

মরুত গণের মধ্যে আমি সে মরীচি।
নক্ষত্র গণের মধ্যে চন্দ্র রূপে আছি ॥ ২১ ॥
বেদের মধ্যেতেআমিসামবেদ হই।
দেবগণ মধ্যে আমি বাসব নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয় গণের মাঝে আছি মনোরূপে ॥
ভূতগণে বিরাজি হে চেতনা স্বরূপে ॥ ২২
একাদশ রুদ্র মধ্যে আমি সে শঙ্কর।
যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আমিই কুবের ॥
অষ্টমন্থু মধ্যে আমি হই বৈশ্বানর।
পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু ভূধর ॥ ২৩ ॥
পুরোহিতগণ মাঝে আমি বৃহস্পতি।
সেনানীর মধ্যে আমি কার্ত্তিক সুমতি ॥
স্থির জলাশয় মধ্যে ওহে ধনঞ্জয় !
আমাকে সাগর বলি জানিও নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥
মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু মুনি বর।
বাক্য সকলের মধ্যে ওঁঙ্কার অক্ষর ॥
অজপ রূপের মাঝে জপ যজ্ঞ আমি।
স্থাবর গণের মধ্যে আমি হিমস্বামী ॥ ২৫ ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ দেব ঋষিতে নারদ।
সিদ্ধেতে কপিল গন্ধর্ব্বেতে চিত্র রথ ॥ ২৬ ॥

গজে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
মানব গণের মাঝে ভূপতি নিশ্চয়॥ ২৭॥
আছি বজ্ররূপী আমি অস্ত্রের মধ্যেতে।
ধেনুগণ মধ্যে কাম ধেনুর রূপেতে॥
প্রজার উৎপত্তি হেতু হই আমি কাম।
সর্পগণ মধ্যেতে বাসুকি মম নাম। ২৮।
অনন্তরূপেতে আমি আছি নাগগণে।
জলচর গণ মধ্যে আছি হে বরুণে॥
পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্য্যমা যেমন।
নিয়ম কারীর মধ্যে আমিই শমন॥ ২৯॥
দৈত্যগণ মধ্যেতে প্রহ্লাদ নামে আমি।
সংখ্যাকারীগণ পক্ষে আমি মৃত্যুস্বামী॥
মৃগগণ মধ্যে আমি সিংহ পশুরাজ।
আমিই গরুড় বটি পক্ষীর সমাজ। ৩০॥
পবিত্রগণের মধ্যে আমিই পবন।
শস্ত্রধারীগণ মধ্যে শ্রীরাম পাবন॥
মকর মৎস্যের মাঝে ওহে পাণ্ডুসুত।
স্রোতস্বতী মধ্যে গঙ্গা ভুবনে বিদিত॥ ৩১॥
আমি হে সৃষ্টির আদ্য মধ্য অন্তরূপে।
বিদ্যা মধ্যে আত্মবিদ্যা বাদী বাদরূপে॥ ৩২॥

অক্ষর মধ্যেতে আমি অকার স্বরূপ।
সমাস সমুহ মধ্যে আমি দ্বন্দ্বরূপ ॥ ২৩ ॥
প্রবাহী অক্ষয়কাল আমি হই ধাতা ।
প্রাণীদের সর্ব্বকর্ম্ম ফলের বিধাতা ॥ ৩৩ ॥

সংহারকগণ মধ্যে মৃত্যুপতি যম ।
ভবিষ্যৎ প্রাণীগণ আমাতে জনম ॥
নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি শ্রীবাক্ সুস্মৃতি।
মেধা ক্ষমা সপ্তদেবরূপা আমি ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

আমিই বৃহৎসাম সামের মধ্যেতে ।
আমিই গায়ত্রী বটি সকল বেদেতে ॥
মাসের মধ্যেতে নাম মার্গশীর্ষ হয় ।
ঋতুগণ মধ্যে হই বসন্ত নিশ্চয় ॥ ৩৫ ॥

বঞ্চকগণের মাঝে দ্যুত বটি আমি ।
তেজস্বী গণের মাঝে আমি তেজঃস্বামী ॥
জয়ার্থীর জয় আর উদ্যোগীর উদ্যম ।
সাত্ত্বিকের সত্ত্বভাব নহে ব্যতিক্রম ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণিগণ মধ্যে আমি বাসুদেব বটি ।
পাণ্ডব সমুহ মাঝে আমিই কিরীটি ॥
মুনিগণ মধ্যে হই আমি ব্যাসদেব ।
কবিগণ মধ্যে আমি উশনা ভার্গব ॥ ৩৭ ॥

দমন কারীর দণ্ড গুহ্য মধ্যে মৌন।
জয়েচ্ছুগণের নীতি তত্ত্বজ্ঞানি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥
আমি সর্ব্বভূতবীজ উৎপত্তি কারণ।
আমা ভিন্ন নাহি অন্য হে কুন্তী নন্দন ॥ ৩৯ ॥
বিভূতি নাহিক অন্য ওহে পরন্তপ।
বিভূতি বাহুল্য হেতু কহিনু সংক্ষেপ ॥ ৪০ ॥
ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি যত প্রভাবলে জাত।
জানিহ সকল মম অংশ সমুদ্ভূত ॥ ৪১ ॥
ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্ঞানে কিবা প্রয়োজন।
আমি ভিন্ন পার্থ! ভবে নাহি অন্যজন ॥ ৪২ ॥

ইতি বিভূতি যোগ নামক

দশম অধ্যায়।



নমো ভগবতে বামনায়।

একাদশ অধ্যায়

অতিগোপনীয় আত্ম বিবেক বিষয়।
অনুগ্রহে ব্যক্ত করে ওহে বিশ্বময়॥
আমি হন্তা ইহারা যে হইতেছে হত।
এইরূপ মোহ মম হৈল দূরীভূত॥ ১॥
ওহে কৃষ্ণ! ভূতগণ সৃষ্টি ও প্রলয়।
পুনঃ পুনঃ শুনিলাম মাহাত্ম্য অক্ষয়॥ ২॥
তোমার বিষয় ঈশ বলিলে যেরূপ।
ওহে ভগবান্ ইহা বটে সেইরূপ॥
হে পুরুষোত্তম! মমএই আকিঞ্চন।
ইচ্ছা তব ঐশ্বরিক রূপ দরশন॥ ৩॥
সেইরূপ যদি আমি দেখিবারে পারি।
এইরূপ মনে যদি করহ মুরারি॥

তবে বলি ওহে যোগেশ্বর যতুরায়।
অব্যয় আত্মাকে তব দেখাও আমায় ॥ ৪ ॥
ভগবান্ কহিলেন হে কুন্তী কুমার।
অলৌকিক নানাবিধ স্বরূপ আমার ॥
নানাবিধ বিভূতি বিশিষ্ট শতে শতে।
সহস্র সহস্র রূপ দেখহ আমাতে ॥ ৫ ॥
দ্বাদশ আদিত্য পার্থ! অষ্টবসু আর।
একাদশ রুদ্র দুই অশ্বিনী কুমার ॥
অপরূপ বস্তু ঊনপঞ্চাশ পবন।
পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই কর নিরীক্ষণ ॥ ৬ ॥
জগৎ আমাতে চরাচর স্থিত হয়।
যা' কিছু দেখিতে ইচ্ছা দেখ ধনঞ্জয় ॥ ৭ ॥
দেখিতে নারিবে স্বীয় চক্ষে কদাচন।
দিতেছি হে জ্ঞান চক্ষু কর নিরীক্ষণ ॥ ৮ ॥
সঞ্জয় কহিল কথা শুনহ রাজন্!
মহা যোগেশ্বর হরি শ্রীমধুসূদন ॥
এরূপ বচন বলি কুন্তীর কুমারে।
শ্রেষ্ঠ ঐশ্বরিক রূপ দেখাইল তারে ॥ ৯ ॥
বহু মুখ নেত্র আর অদ্ভুত দর্শন।
অলৌকিক বহু শস্ত্র যুক্ত আভরণ ॥ ১০ ॥

দিব্য মালা পরিধানে দিব্যই বসন।
দিব্য গন্ধে বিভূষিত অঙ্গ সুশোভন॥
সর্ব্বাচার্য্য ময় দেব অনন্ত অব্যয়।
ব্যাপিয়া আছেন বিশ্বমুখ সমুদয়॥ ১১॥
গগনোদিত সহস্র প্রভাকর করে।
তাহার প্রভার সঙ্গে তুল্য হ'তে নারে॥ ১২।
অর্জ্জুন দেখেন দেব দেব কলেবর।
বহুরূপ ধরি শোভে বিশ্ব চরাচর॥ ১৩॥
পরে পার্থ বিস্মৃত রোমাঞ্চ কলেবরে।
কহিলা প্রণমি কৃষ্ণে কৃতাঞ্জলি করে॥ ১৪॥
অর্জ্জুন কহেন দেব শ্রীমধুসূদন।
তব দেহে দেখি সমুদয় দেবগণ॥
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখি প্রাণিগণ।
আর দেখিতেছি দিব্য ঋষি তপোধন॥
দেবাদি ঈশ্বর দেখি সর্ব্ব নাগগণ।
ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি কমল-আসন॥ ১৫॥
তুমি বিশ্বরূপ বট ওহে বিশ্বেশ্বর।
বহু বাহু বহু বক্ত্র, নেত্র ও উদর॥
তুমিই অনন্ত রূপ দেখি সর্ব্ব ঠাঁই।
আপনার আদি অন্ত মধ্য কিছু নাই॥ ১৬।

মস্তকে মুকুট হাতে গদা চক্রধারী।
দুনিরীক্ষ্য তেজঃপুঞ্জ বহু তেজঃহরি।
প্রচণ্ড অনল কিবা তপন কিরণ।
অপ্রমেয় সর্ব্বত্রেতে করি নিরীক্ষণ॥ ১৭॥
তুমিই পরম ব্রহ্ম অক্ষর স্বরূপ।
তুমিই জ্ঞাতব্য বট তুমি বিশ্বরূপ॥
তুমি নিত্য সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়।
আমি জানি চিরন্তন পুরুষ নিশ্চয়॥ ১৮॥
উৎপত্তি স্থিতি ও আর বিনাশ রহিত।
অতুল প্রভাব বহু বাহু সমন্বিত॥
চন্দ্র সূর্য্য কর যেন যুগল নয়ন।
বদনের জ্যোতিঃ যেন দীপ্ত হুতাশন॥
তোমার শরীরে আমি করি নিরীক্ষণ।
আপনার তেজঃপুঞ্জে তাপিত ভুবন॥ ১৯॥
অন্তরীক্ষ আর যত দিগ্ সমুদয়।
তোমাতেই ব্যাপ্ত আছে কৃষ্ণ মহাশয়॥
দেখে তব এরূপ অদ্ভুতভয়ঙ্কর।
ভয়েতে চকিত ভীত বিশ্ব চরাচর॥ ২০॥
তোমাতে প্রবেশ করে অই দেবগণ।
ভয়ে কেহ করযুড়ি প্রার্থয়ে রক্ষণ॥

স্বস্তি পাঠ করে যত ঋষি সিদ্ধগণ।
উৎকৃষ্ট স্তবেতে তোমা করয়ে স্তবন ॥ ২১ ॥
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর।
লহোন পঞ্চাশ বায়ু অশ্বিনী কুমার ॥
অষ্টবসু বিশ্বদেব আর পিতৃ যত ।
যক্ষ ও অসুর আর গন্ধর্ব্ব তাবত্ ।
সিদ্ধগণ হয়ে সদা বিস্মিত নয়ন।
আপনার প্রতি সবে করে নিরীক্ষণ ।। ২২ ।।
বহু মুখ নেত্র কৃষ্ণ বিশিষ্ট তোমার।
বহু বাহু বহু উরু চরণ অপার ।।
উদর বিশিষ্ট বহু দন্ত ভয়ঙ্কর।
রূপ দেখি আমি ভীত বিশ্ব চরাচর ৷ ২৩ ৷
অন্তরীক্ষ ব্যাপি বিষ্ণু তব তেজোময়।
বিকৃত বদন খানি বহু বর্ণ হয় ।।
প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র দেখিয়া তোমার ।
ভয়ে ধৈর্য্য শান্তি লাভঘটেনাআমার ।। ২৪ ।।
দশনেতে ভয়ানক কালাগ্নি সমান।
মুখ সমুহেতে দেখি ওহে ভগবান্ ॥
দিক্ ভ্রম ঘটে হরি না পাই সন্তোষ।
সুপ্র সন্ন হ'ও এবে ওহে হৃষীকেশ ॥ ২৫

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ভূপাল সকল।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মম মুখ্য যোদ্ধা দল ॥ ২৬ ॥
ভয়ানক দশনেতে হয়ে ধাবমান।
ভীষণ বদনে তব করিছে পয়ান ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণ বিচূর্ণিত।
দন্তের সন্ধিতে মগ্ন দেখি কেহ স্থিত। ২৭।
বহু জন্ম প্রবাহেতে যেন নদীগণ।
সমুদ্রাভিমুখী হ'য়ে সমুদ্রে পতন ॥
সেইরূপে এই নর লোক বীর যত।
দীপ্ত তব মুখ গর্ত্তে প্রবেশে সতত ॥ ২৮ ॥
যেইরূপ বেগশালী পতঙ্গাদিগণ।
মরণের জন্য ধেয়ে পশে হুতাশন ॥
সেই রূপ বেগশালী যত জনগণ।
প্রবেশে তোমার মুখে মরণ কারণ ॥ ২৯ ॥
জন গণ গ্রাস হন জ্বলন্ত বদনে।
বিশ্বব্যাপী দগ্ধ বিষ্ণো! তবোগ্র কিরণে ॥ ৩০ ।
উগ্ররূপী আপনি কে বলহে আমায়।
সুপ্রসন্ন হও দেব নমি তব পায় ॥
তুমি পুরুষ আদি জানিতে ইচ্ছা করি।
জানিনা তোমার এত চেষ্টা কেন হরি॥ ৩১ ॥

আমি সে অনন্তকাল লোক অন্তকারী।
সংহারেতে রত আমি কহেন মুরারি ॥
প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যত যোদ্ধাগণ।
তুমি না মারিলে কেহ রবেনা কখন ॥ ৩২ ॥
যুদ্ধার্থে উঠহ শক্র নাশ পার্থবর।
সমৃদ্ধি ও রাজ্য ভোগ যশো লাভ কর ॥
আমা হ'তে পূর্ব্বে তারা হয়েছে নিধন।
তুমিই কেবলমাত্র নিমিত্ত ভাজন ॥ ৩৩ ॥
দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ আদি বীর।
আমাতে হয়েছে হত তুমি জয় কর ॥
অরাতি মথন কর না করিও ভয়।
অতএব যুদ্ধ তুমি করহ নিশ্চয় ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণ বাক্যে বিকম্পিত কুন্তীর কুমার।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে করে কৃষ্ণ নমস্কার ॥
প্রণতি সহিত বলে মনে অতি ভয়।
গদ গদ বচনেতে কহে ধনঞ্জয় ॥ ৩৫ ॥
ধনঞ্জয় কহিলেন কৃষ্ণ সম্বোধনে।
জগৎ আনন্দ তব নাম সঙ্কীর্ত্তনে ॥
রাক্ষসেরা ইতস্তত ভয়েতে পলায়।
সিদ্ধগণে ভক্তি ভরে নমে তব পায় ॥ ৩৬ ॥

ওহে মহাত্মন ! তুমি অনন্ত দেবেশ।
ব্রহ্মা আদি কর্ত্তা তুমি জগত্‌নিবাস ॥
জগতে তোমারে কেনা করে নমস্কার।
যেই হেতু সদসৎ উভয় তোমার ॥
সদসৎ এই দুয়ে অতীত যে হন।
তুমিই তো বট ওহে ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৩৭ ॥
তুমি হে অনন্ত রূপ দেবগণ আদি।
যে হেতু তুমিই বট পুরুষ অনাদি ॥
জ্ঞেয় জ্ঞাতা বট তুমি বিশ্বলয় স্থান।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছ মোক্ষের ভবন ॥ ৩৮ ॥
তুমি বায়ু তুমি যম তুমি হুতাশন।
বরুণ শশাঙ্ক তুমি কমল আসন ॥
তুমিই প্রপিতামহ বট সবাকার।
সহস্রেক বার করি তোমা নমস্কার ॥
নমস্কার নমস্কার পুনঃ নমস্কার।
পুনঃ পুনঃ নমি আমি সহস্রেক বার ॥ ৩৯
ওহে সর্ব্বাত্মন্ প্রভু তুমি বিশ্বসার।
সম্মুখে পশ্চাতে তোমা করি নমস্কার ॥
সকল দিগেতে তব মম নমস্কার।
অমিত বিক্রম বীর্য্য অনন্ত তোমার ॥

ব্যাপিয়া আছহ তুমি বিশ্ব চরাচর।
সর্ব্বের স্বরূপ বট তুমি বিশ্বেশ্বর॥ ৪০॥
তব বিশ্বরূপ কিবা মহিমা না জেনে।
প্রমাদ প্রণয় বশে সখা ভেবে মনে॥
হে কৃষ্ণ যাদব ব'লে সখা সম্বোধনে।
তিরস্কার করিয়াছি কথোপকথনে॥ ৪১॥
ভোজন আসন শয্যা বিহারের কালে।
সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে পরিহাস চ্ছলে॥
অচিন্ত প্রভাব প্রভু আছয়ে তোমার।
তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহি বার বার॥ ৪২
অতুল প্রভাব তব তুমি বিশ্বতাত।
গুরু গুরু মহা গুরু তুমি জগন্নাথ॥
ত্রিলোকেতে তোমার সমান কেহ নাই।
তোমা হ'তে অধিক আছয়ে কোন ঠাঁই।
ওহে দেব দণ্ডবৎ করি তব পায়।
স্তুতি করিলাম আমি তুষিতে তোমায়॥
পিতা যেন পুত্র দোষ নাহি লয় মনে।
সখা অপরাধ নাহি লয় প্রিয় জনে॥
সুহৃদের দোষ সহ্য করে মিত্রবর।
সেইরূপ মম দোষ তুমি ক্ষমা কর॥ ৪৪॥

অদৃষ্টে যেরূপ পূর্ব্বে করি দরশন।
ওহে দেব হৈল মম পুলকিত মন॥
ভয়েতে অস্থির মন হয়েছে আমার।
আমাকে দেখাও প্রভু সে রূপ তোমার॥
ওহে দেব দেব জগন্নাথ জনার্দ্দন।
সুপ্রসন্ন হও হরি শ্রীবৎস লাঞ্ছন॥ ৪৫।
পূর্ব্বেতে তোমাকে আমি দেখেছি যেমন।
গদা চক্র কিরিটিতে দেখিবারে মন॥
ওহে বিশ্ব মূর্ত্তে! ওহে সহস্রেক ভুজ!
আবির্ভূত হও তুমি হয়ে চতুর্ভুজ॥ ৪৬।
ভগবান্ কহিলেন শুন হে অর্জ্জুন।
তব যোগ প্রভাবেতে প্রীত মম মন।
এই মম তেজোময় বিশ্বাত্মক রূপ।
অনন্ত ও আদ্য আর পরম স্বরূপ॥
মম এই রূপ সব দেখাই তোমায়।
তুমি ভিন্ন অন্য ভক্ত দেখে না কোথায়॥ ৪৭।
বেদ কিবা যজ্ঞ দ্বারা কিবা অধ্যয়নে।
দান অগ্নিহোত্রাদির ক্রিয়া সম্পাদনে॥
চান্দ্রায়ণ কিবা অন্য উগ্র তপস্যায়।
তুমি ভিন্ন অন্যে পার্থ দেখিতে না পায়॥ ৪৮॥

এই ভয়ঙ্কর রূপ করি দরশন।
বিমূঢ় ভাবই কিবা ব্যথা নয় যেন ॥
ভয় শূন্য হয়ে আর প্রফুল্লিত মন।
মম সেই রূপ পুনঃ কর দরশন ॥ ৪৯ ॥
অর্জ্জুনেরে এই কথা বলি জনার্দ্দন।
পুনঃ স্বীয় মূর্ত্তি ধরি দিল দরশন ॥
বিশ্বরূপ দর্শনেতে ভীত ধনঞ্জয়।
প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আশ্বাসেন দয়াময় ॥ ৫০ ॥
সৌম্য তব পূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখি নারায়ণ।
প্রসন্ন আমার চিত্ত বলিল অর্জ্জুন ॥ ৫১ ॥
সুদুর্দর্শ যেইরূপ দেখিলে এখন।
কৃষ্ণ বলে দর্শনাশা করে দেবগণ ॥ ৫২ ॥
বেদ তপো দান কিবা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
যেরূপ দেখিলে আমা দেখেনা কখনে ॥ ৫৩ ॥
অনন্য ভক্তিতে পার্থ দেখিবারে পায়।
স্বরূপ জানিবে আর প্রবেশে আমায় ॥ ৫৪ ॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠান কারী যেই জন মম।
আমিই যাহার হই পুরুষ পরম ॥
যিনিই আমার ভক্ত অনাসক্ত যিনি।
সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী পাইবে ফাল্গুনি ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিশ্বরূপ দর্শন যোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

নমো ভগবতে শ্রীধরায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

তদ্গত চিত্তেতে যেবা উপাসনা করে।
ব্রহ্মরূপ উপাসনা করে যেই নরে॥
এ সকল মধ্যে কেবা যোগী অতিশয়।
এই কথা জিজাসিলা কৃষ্ণে ধনঞ্জয়॥ ১॥
আমাতে একান্ত চিত্ত আমাযুক্ত হয়।
অতি শ্রদ্ধান্বিতে ভ'জে মুখ্য যোগী হয়॥ ২
ইন্দ্রিয় সংযত সর্ব্বে সম দরশন।
অনির্ব্বচনীয় আর রূপাদি বিহীন॥ ৩॥
অনিত্য অব্যক্ত নিত্য অনন্ত অক্ষয়।
হইয়া একান্ত মন যে জন ভজয়॥
সকল ভূতের যিনি হিতকারী হয়।
আমাকে লভিবে তাতে নাহিক সংশয়॥ ৪॥

অব্যক্তে আসক্তচিত্ত বহু ক্লেশ হয়।
বহু দুঃখে লাভ হয় অব্যক্ত বিষয়॥ ৫॥
সমুদয় কর্ম্ম করে আমাতে অর্পণ।
ধ্যান উপাসনা করে মম পরায়ণ॥ ৬॥
সংসার সমুদ্র মৃত্যু যুক্ত ধনঞ্জয়।
আমাতে নিবেশে চিত্ত উদ্ধার নিশ্চয়॥ ৭॥
মন স্থির ক'র বুদ্ধি আমাতে নিবেশ।
আমাতে থাকিবে নিসংশয় ঊর্দ্ধদেশ॥ ৮॥
আমাতে রাখিতে স্থির চিত্ত যদি নার।
অভ্যাস যোগেতে যত্ন কর পার্থ বর॥ ৯॥
অভ্যাসে অশক্ত যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
করহ আমাতে ছাড়ি কর্ত্তৃত্বাভিমান॥
আত্মাতে রাখিয়া লক্ষ্য সর্ব্ব কর্ম্ম কর।
তথাপিও মোক্ষ লাভ হইবে তোমার॥ ১০॥
এতে অসমর্থ হ'লে ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়ি।
শরণ সংযত চিত্তে লইবা আমারি॥ ১১॥
অভ্যাস হইতে জানি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়।
জ্ঞান যোগ হ'তে ধ্যান শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
ধ্যান হ'তে কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠতর।
কর্ম্মফল ত্যাগ হ'তে শান্তির আকর॥ ১২॥

কার প্রতি দ্বেষ নাই মিত্র সবাকার।
কৃপালু নির্ম্মম আর শূন্য অহঙ্কার ॥ ১৩॥
সুখে দুঃখে সম ক্ষমা অরাতির প্রতি।
সর্ব্বদাই হর্ষচিত্ত সুসংযত মতি ॥
মনো বুদ্ধি আমাতেই সমর্পিত যার।
অতি প্রিয় ভক্ত তিনি বটেন আমার ॥ ১৪ ॥
যাহা হ'তে অপরের ভয় নাহি হয়।
অপর হইতে যিনি নাহি পান ভয় ॥
আর যিনি নিরন্তর হর্ষচিত্ত রয়
পর শ্রী কাতর কিবা নাহি অন্য ভয় ॥
চিত্ত ক্ষোভ হ'তে যিনি সদা মুক্ত রন।
তিনিই আমার অতি প্রিয় প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥
বিষয়ে নিস্পৃহ শুচি দক্ষ উদাসীন।
সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য যিনি চিন্তাহীন ॥
যিনিই মদ্‌গত চিত্ত ভক্ত হয় মম।
তিনিই বটেন মম অতি প্রিয়তম ॥ ১৬ ॥
প্রিয় বস্তু লাভে যিনি তুষ্ট নাহি হন।
অপ্রিয়ের প্রতি দ্বেষ না করে কখন ॥
আকাঙ্ক্ষা করেনা যিনি শোকে মগ্ন নয়।
পাপ পুণ্য দুইটিই পরিত্যাগী হয় ॥

আমাতেই যেই জন আছে ভক্তিমান্॥
সেই জন বটে মম প্রিয়ের প্রধান॥ ১৭॥
শত্রু মিত্র সম আর মান অপমান।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ যাহার সমান॥
আসক্তি রহিত আর নিন্দা প্রশংসায়।
সম ভাব মৌনি আর সন্তুষ্ট যা পায়॥ ১৮॥
বাসস্থান হীন আর স্থির চিত্ত জন।
এতাদৃশ ভক্ত মম প্রিয় পাত্র হন॥ ১৯॥
আচরণ করে যারা পূর্ব্ব উক্ত কর্ম্ম।
অনুষ্ঠান করে এই সুধা রূপ ধর্ম্ম॥
শ্রদ্ধাশীল ভক্তগণ পরায়ণ মম।
তাহারাই বটে মম অতি প্রিয়তম॥ ২০॥

ইতি ভক্তিযোগ নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



নমো ভগবতে অনঘায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধনঞ্জয় কহিলেন শুনহে শ্রীপতি।
ক্ষেত্র কি ক্ষেত্রজ্ঞ কিবা পুরুষ প্রকৃতি॥
কাহাকে বা জ্ঞেয় বলে জ্ঞান বলে কারে।
এসকল জানিবারে বর ইচ্ছা করে॥ ১॥

ভগবান্ কহিলেন হে কুন্তী নন্দন।
শরীরই ক্ষেত্র বলি অভিহিত হন॥
শরীরের তত্ত্ব যিনি অবগত হন।
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তারে ক্ষত্রজ্ঞ বলেন॥ ২॥
সমুদয় ক্ষেত্র মধ্যে ওহে ধনঞ্জয়।
আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলি জানিবা নিশ্চয়॥ ৩॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে জন্মে যেই জ্ঞান।
মম মতে মুক্তি হেতু মোক্ষের আহ্বান॥
কাহাকে ক্ষেত্র বা বলে কি প্রভাব তার।
সংক্ষেপে তোমাকে বলি উৎপত্তি বিকার॥ ৪॥

নানান প্রকার মতে মুনি ঋষিগণ।
যেই রূপে করিয়াছে ব্রহ্ম নিরূপণ॥
নানা মতে ছন্দে বন্দে বিভিন্ন প্রকারে।
দিয়াছেন উপদেশ ব্রহ্মলাভ তরে॥
যুক্তিতে বিশিষ্ট আর যাহা সুনিশ্চিত।
সন্দেহ শূন্যও আর বেদের বিহিত॥
যে ভাবেতে মহা ভূত ক'রেছে নির্ণয়।
সংক্ষেপে তোমাকে আমি বলিব নিশ্চয়॥ ৫॥
সবিকার ক্ষেত্রে কিবা সংক্ষেপে বর্ণন।
পঞ্চভূত পাঞ্চেন্দ্রিয় বুদ্ধি আর মন॥
ধৃতি অহঙ্কার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশেষ।
চেতনা শরীর সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ॥ ৬,৭॥
দম্ভ শ্লাঘা পরিত্যাগ ক্ষমা সরলতা।
অহিংসা সকল জীব চিত্ত চঞ্চলতা॥
ইন্দ্রিয় দমন মন বাহিরেতে শুচি।
অহঙ্কার পরিহার সদা গুরুতে রুচি॥
বৈরাগ্য বিতৃষ্ণা আর বিষয় বৈভবে।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিষময় ভাবে॥ ৮,৯॥
পুত্র দারা গৃহাদিতে অনাসক্তি যার।
সুখ দুঃখ হিতাহিত সমান যাহার॥ ১০॥

আমাতে অনন্য মতি ভক্তি অচঞ্চল।
জনতা জানেনা ভাল নির্জ্জন কুশল॥ ১১॥
পরমাধ্যাত্মিক জ্ঞানে সদা ডুবে মন।
পরমার্থ তত্ত্ব সদা করে আলাপন॥
এই সব যার কাছে সেই তত্ত্ব জ্ঞানী।
তদ্বিপরীত হইলে অজ্ঞানী বাখানি॥ ১২॥
যাহা জ্ঞেয় কহিতেছি করহ শ্রবণ।
যাহাকে জানিলে লাভ হয় মোক্ষ ধন॥
যিনিই পরম ব্রহ্ম অনাদি অক্ষয়।
সদসৎ এ দুয়ের অতীত যে হয়॥ ১৩॥
সর্ব্বত্রেতে হস্ত পদ প্রসারিত যার।
চক্ষুঃ শিরঃ মুখ যুক্ত সর্ব্বত্র যাহার।
বিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় যে সকল স্থান।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ব্রহ্ম করে অবস্থান॥ ১৪
তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ গুণ প্রকাশিত।
অথচ স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনি উদ্ভব কারণ।
ত্রিগুণ অতীত সঙ্গ শূন্য তিনি হন॥ ১৫॥
তিনি জীবগণে আছে বাহিরে অন্তরে।
স্থাবর জঙ্গম মধ্যে তিনি বাস করে॥

রূপাদি বিহীন বলে অভিজ্ঞেয় হয়।
অজ্ঞানীর দূরে জ্ঞানী নিকটেতে রয়॥ ১৬॥
অংশ ও অনংশ রূপে আছে জীবগণে।
অজ্ঞানীই ভাব ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী জনে॥
জ্ঞেয় বস্তু স্থিতি কালে ভূতের পালক।
প্রলয় কালেতে তিনি স্বয়ং সংহারক॥
সৃষ্টি কালে পরমাত্মা নানা কার্য্য রূপে।
স্বয়ং উৎপত্তির হেতু আপন স্বরূপে॥ ১৭॥
সূর্য্যআদি জ্যোতিষ্কের প্রকাশক হয়।
অজ্ঞান অস্পৃষ্ট রূপে আছেন নিশ্চয়॥
তিনি জ্ঞান তিনি জ্ঞেয় জ্ঞানে সত্য বটে।
নিয়ন্তৃ রূপেতে করে বাস সর্ব্বঘটে॥ ১৮॥
ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় সব জানানু তোমায়।
জানিলে ভকতগণ ব্রহ্মপদ পায়॥ ১৯॥
অনাদি জানিবে দুই পুরুষ প্রকৃতি।
বিকার রূপেতে ইন্দ্রিয়াদি দেহে স্থিতি॥
এই তিন গুণ সত্ব রজঃ আর তমঃ।
প্রকৃতি হইতে হয় তিনের জনম॥ ২০॥
কার্য্য ও কারণ দুয়ে প্রকৃতি কারণ।
প্রকৃতিতে সুখ দুঃখ ভোগে অনুক্ষণ॥

পুরুষ প্রকৃতি গত হইবে যখন।
প্রকৃতির জাতগুণ ভোগে ততক্ষণ ॥
সদসৎ যোনিতে যে জনমে যখন।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণেরি কারণ ॥ ২২ ॥
কার্য্য রূপে প্রকৃতিই দেহ মধ্যে রয়।
তদ্‌গুণ অযুক্ত কিন্তু ভিন্ন ভাব হয় ॥
সাক্ষী অনুমন্তা ভর্ত্তা প্রতিপাল্য কর।
স্বরূপ ও স্বয়ং অন্তর্য্যামী মহেশ্বর ॥ ২৩ ॥
পুরুষ জানিবে এই রূপে যেই জনে।
গুণের সহিত যিনি প্রকৃতিকে জানে।
যে কোন প্রকারে কিবা যে অবস্থা রয়।
পুনর্ব্বার ধরাধামে আসিতে না হয় ॥ ২৪ ॥
ধ্যান যোগ বলে কিন্তু কোন তপোধন।
দিব্য চক্ষে করে দেহে আত্মা দরশন ॥
সাংখ্য যোগ অনুষ্ঠানে দেখে কোন জন।
কেহ কর্ম্ম যোগে আত্মা করে দরশন ॥ ২৫ ॥
কেহ সাংখ্যযোগে আত্মা দেখিতে না পারে।
গুরুবাক্যে আত্মকর্ম্ম উপাসনা করে ॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে শুনে ওঁকারের ধ্বনি।
মৃত্যুকেই অতিক্রম করিবেন তিনি ॥ ২৬ ॥

স্থাবর জঙ্গম যাহা সমুৎপন্ন হয়।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ জান ধনঞ্জয় ॥ ২৭ ॥
সমভাবে করে সর্ব্ব জীব মধ্যে বাস।
ভূতের বিনাশে যার নাহিক বিনাশ ॥
পরমাত্মাকেই যিনি করে নিরীক্ষণ।
তিনিই করিয়া থাকে সমস্ত দর্শন ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে আত্মা অবস্থিতি।
দরশন কারী যিনি লভে মোক্ষ গতি ॥ ২৯ ॥
প্রকৃতি বশেতে হয় কার্য্য সমুদয়।
আত্মা অনাসক্ত ব'লে অকর্ত্তা নিশ্চয়।
এইরূপ দরশন ঘটয়ে যাহার।
তাহার হইলে দেখা সম্যক প্রকার। ৩০ ॥
ভিন্ন ভিন্ন ভূতে যিনি দেখে একাকার।
ব্রহ্মে অবস্থিতি যিনি দেখয়ে বিস্তার ॥
এইরূপ দরশন ঘটিবে যাহার।
লভিবে সে ব্রহ্ম পদ সংশয় কি তার ॥ ৩১ ॥
পরমাত্মা নির্গুণ ও অনাদি কারণ।
বিকার বিহীন জান হে কুন্তী নন্দন ॥
শরীরেতে অবস্থিত আছে সর্ব্বক্ষণ।
কিছু না করেন কর্ম্ম ফলে লিপ্ত নন। ৩২ ॥

যেমতে আকাশ পঙ্কাদিতে স্থির রয়।
সূক্ষ্মত্ব কারণে কভু পঙ্কে লিপ্ত নয়॥
উত্তম মধ্যম আর অধমাত্মা চয়।
দেহে অবস্থিত থাকি গুণে লিপ্ত নয়॥ ৩৩॥
হে ভারত! এক সূর্য্যে যথা আলো হয়।
পরমাত্ম প্রকাশিত ক্ষেত্র সমুদয়॥ ৩৪॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ কথিত প্রকারে।
প্রকৃতি জানিলে জীব অনায়াসে তরে॥
জ্ঞান রূপ চক্ষু দ্বারা জানিবে যেজন।
অনায়াসে ব্রহ্ম পদে অধিকারী হন॥ ৩৫॥

ইতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



নমো ভগবতে শ্রীধরায় ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জ্ঞানমধ্যে পরমাত্ম নিষ্ট যেইজ্ঞান ।
পুনর্ব্বার বলিব হে কহে ভগবান্ ॥
যাহা অবগত হ'য়ে যত মুনিগণ ।
দেহের বন্ধন হ'তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥
স্বরূপতা পেয়ে মম এই জ্ঞান বলে ।
সৃষ্টিতে উৎপন্ন লয় নাহি কোন কালে ॥ ২ ॥
মহদ্ব্রহ্ম সমযোনি কিবা গর্ভাধার ।
চিদাভাস ক্ষেপি করি জগৎ বিস্তার ॥
তাহা হতে হয় সর্ব্ব ভূতের জনম ।
কহিলাম শুন ওহে পাণ্ডব মধ্যম ॥ ৩ ॥
সকল যোনিতে যত সমুৎপন্ন হয় ।
মহদ্ব্রহ্ম তাহাদের যোনি সুনিশ্চয় ॥

আমি বীজ দান করি জনক সবার।
গর্ভাধান কর্ত্তা আমি হে কুন্তী কুমার ॥ ৪ ॥
প্রকৃতিতে সত্ত্বরজঃ তমঃ জন্ম হয়।
সুখে দুঃখে মোহে যাতে দেহী বদ্ধ রয় ॥ ৫ ॥
ত্রিগুণ মধ্যেতে সত্ত্ব নিরমল হয়।
যেইহেতু প্রকাশক আর নিরময় ॥
সুখ জ্ঞান সঙ্গে সুখ জ্ঞান প্রকাশিয়া।
হে অনঘ! দেহিগণে রাখেন বাঁধিয়া ॥ ৬ ॥
রাগাত্মক রজঃহয় আসক্তি তৃষ্ণায়।
কর্ম্মেতে আসক্তি পার্থ! কর্ম্মে বদ্ধ তায় ॥ ৭ ॥
ভারত! অজ্ঞান হ'তে তমো জন্ম হয়।
সেইহেতু তমোগুণ ভ্রান্তি উপজয় ॥
চিত্ত অবসাদ নিদ্রা অনুদ্যম যত।
আবদ্ধ করিয়া জীবে রাখেন সতত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বগুণে দেহিকেই সুখে বদ্ধ করে।
কর্ম্মেতে আবদ্ধ রজোগুণে করে নরে ॥
তমো গুণে করে নর জ্ঞান আবরণ।
প্রমাদে আবদ্ধ আর হে কুন্তী নন্দন ॥ ৯ ॥
রজঃ তমঃ পরাজিয়া কভু সত্ত্ব হয়।
সত্ত্ব তমঃ পরাজিয়া রজ উপজয়।

কভু সত্ত্ব রজোগুণ করি পরাভূত।
তমোগুণে সৃষ্টি হয় শুন হে ভারত ॥ ১০ ॥
দেহে সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান প্রকাশ যখন।
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি বলে জানিবে তখন ॥ ১১ ॥
প্রবৃত্তি উদ্যম পার্থ! লোভ অতিশয়।
বিষয় বাসনা যবে রজো বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥
অবিবেক অপ্রবৃত্তি মোহ পরমাদ।
প্রবল হইলে তমো ঘটয়ে প্রমাদ ॥ ১৩ ॥
সত্ত্বগুণাধিক্যে যদি জীব মৃত্যু হয়।
ব্রহ্মলোক সেই জীব পাইবে নিশ্চয় ॥ ১৪ ॥
রজোগুণ বৃদ্ধি কালে মরণ ঘটয়।
মনুষ্যলোকেতে কর্ম্মাসক্তে জন্ম লয় ॥
তমোগুণ বৃদ্ধিকালে হইলে মরণ।
পশ্বাদি যোনিতে করে জনম গ্রহণ ॥ ১৫ ॥
সাত্ত্বিক গুণেতে জন্মে নির্ম্মলতা ফল।
রজোগুণ ফলে জন্মে দুঃখই কেবল ॥
তামস গুণের ফলে জ্ঞান করে নাশ।
তাহাতেই হয় শুধু মূঢ়তা প্রকাশ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বে জ্ঞান রজে হয় লোভের জনম।
মোহ অজ্ঞান প্রমাদ প্রসবেন তমঃ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণী ব্যক্তি যারা উর্দ্ধে চলে যায়।
মধ্যভাগে থাকে রজোগুণাধিক্য তায়॥
নিকৃষ্টগুণাবলম্বী তামস যেজন।
তাহারাই করে' থাকে অধেতে গমন। ১৮।
গুণ ভিন্ন কর্ত্তাকে না জানে জ্ঞানী জন।
গুণহ'তে হইতেছে কর্ম্ম সম্পাদন॥
গুণাতীত পরংব্রহ্ম জানে জ্ঞানবান্।
আমার তন্ময় ভাবে আমাতে মিশন॥ ১৯॥
তিনগুণ দেহ হ'তে সমুদ্ভব হয়।
অতিক্রমে জন্ম মৃত্যু জরা পরাজয়।
দুঃখ হ'তে মুক্ত হয় সেই দেহি গণ।
তাহারা পরমানন্দ লভে নিকেতন॥ ২০॥
অর্জ্জুন কহিল শুন ওহে জগদীশ।
গুণের অতীত চিহ্ন হইবে কীদৃশ॥
কি আচারে কি উপায়ে হইবে সক্ষম।
করিতে পারিবে তিন গুণ অতিক্রম॥ ২১॥
ভগবান্ কহিলেন পাণ্ডব মধ্যম।
বর্ণনা করিনু আমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ।
গুণকর্ম্মে প্রবৃত্তিতে নাহি যার দ্বেষ।
নিবৃত্তি থাকিলে নাই আকাঙ্ক্ষার লেশ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই ত্যজে যেই জন।
তিনিইত গুণাতীত ব'লে উক্ত হন ॥ ২২ ॥
গুণেতে গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চয়।
উদাসীন হয়ে দুঃখে বিচলিত নয় ॥
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে ইন্দ্রিয় সকলে।
এমন ভাবুক নরে গুণাতীত বলে ॥ ২৩ ॥
সুখ দুঃখ শীলা আর কাঞ্চন পাষাণ।
স্তুতি নিন্দা প্রিয়াপ্রিয় সকলি সমান ॥
ইন্দ্রিয় সকল যিনি করিয়াছে জয়।
তিনি গুণাতীত ব'লে জানিও নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥
শত্রু মিত্র সমভাব মান অপমানে।
গুণাতীত বলি আর উদ্যম বিহীনে ॥ ২৫ ॥
একান্ত ভকতি যোগে ভজয়ে আমায়।
ত্রিগুণ অতীত সেই ব্রহ্মপদ পায় ॥ ২৬ ॥
যেহেতু আমিই বটী ব্রহ্মই পরম।
মোক্ষ ধর্ম্ম ঐকান্তিক সুখ নিকেতন ॥ ২৭ ॥

ইতি গুণত্রয় বিভাগ যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নমো ভগবতে অনন্তায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আজ্ঞা চক্র হইতে যে সহস্রার শেষ।
বিস্তৃত হয়েছে উর্দ্ধে যার মূলদেশ ॥
অব্যয় অশ্বত্থরূপী জান এ সংসার।
বেদ-আদি হইয়াছে পত্রাবলী যার ॥
অশ্বত্থ পাদপ দেহ জানে যেই জন।
তিনিইত "বেদ বিদ্" বলে উক্ত হন ॥ ১ ॥
সত্ত্ব গুণ রূপ যেই সলিল সেচনে।
শাখা ও প্রশাখা বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে ॥
কামনা স্বরূপ যার নব কিশলয়।
আজ্ঞা চক্র-অধঃ উর্দ্ধে সবিস্তার রয় ॥
নরলোকে কর্ম্ম অনুবন্ধি মূল যত।
আজ্ঞা-চক্র-অধঃ উর্দ্ধে আছে "ঝুরি" মত ॥ ২ ॥
ইহ ধামে দেহ রূপ উপলব্ধি নয়।
সেইরূপ আদি অন্ত স্থিত সমুদয় ॥

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ রূপ শানিতাস্ত্র ধরি।
দেহ রূপ অশ্বত্থের মূল ছেদ করি॥ ৩ ॥
সেই মূল ভূত যেই প্রভু ভগবান্।
সমূল কাটীয়া কর তাহার সন্ধান॥
জগৎ চালান যিনি জগতের তাত।
পাইলে হবেনা পুনঃ ভবে যাতায়াত॥
পুরাণ প্রভৃতি চক্রে ভ্রমে অবিরত॥
শরণ লইব বলে সাধহ সতত॥ ৪ ॥
শূন্যাসক্তি মোহ আর শূন্য অহঙ্কার।
আত্ম জ্ঞানেতেই নিষ্ঠা হ'য়েছে যাহার॥
কামনা বিহান সুখ দুঃখাতীত জন।
সেইত অব্যয়পদ সাধু প্রাপ্ত হন॥ ৫ ॥
যাহাকে করিলে লাভ যত যোগীগণ।
করিতে হয়না পুনঃ ভবে আগমন॥
প্রকাশ করিতে নারে চন্দ্রাগ্নি তপন।
পরম স্বরূপ সেই মম নিকেতন॥ ৬ ॥
সংসারী রূপেতে মম অংশ জীবগণ।
প্রকৃতিতে অবস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয় মনঃ॥
সংসারেতে উপভোগ করিবার তরে।
মায়া মোহ সকলেই আকর্ষণ করে॥ ৭ ॥

দেহিগণ কর্ম্মবশে যে শরীর পায়।
পরিত্যাগ করি পুনঃ পর দেহে যায়॥
ত্যক্তদেহ হ'তে লয় ইন্দ্রিয়াদিগণ।
পুষ্প হ'তে গন্ধ যথা লয় সমীরণ॥ ৮॥
চক্ষু কর্ণ নাসা ত্বক্ রসনা অন্তরে।
অধিষ্ঠিত থাকি দেহী ভোগ্য ভোগ করে॥ ৯।
দেহান্তরে যায় কিবা সেই দেহে স্থিত।
ভোগ্য ভোগকারী ইন্দ্রিয়াদি সুসংযত॥
দেহীকে দেখিতে নাহি পারে মূঢ় জন।
কিন্তু আত্ম জ্ঞানীগণ করে দরশন॥ ১০॥
দেহীকে দেখেন দেহে সুসংযত গণ।
অতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রশীল না দেখে কখন॥ ১১॥
যেই চন্দ্র সূর্য্যাগ্নির তেজেতে সংসার।
আলোকিত হইতেছে সে "তেজঃ" আমার॥ ১২॥
আমিই প্রবিষ্ট হ'য়ে পৃথিবী ভিতর।
বলেতে ধরিয়া আছি বিশ্ব চরাচর॥
পুনর্ব্বার রসময় চন্দ্র রূপ ধরি।
ঔষধি সকলে সদা সুপোষণ করি॥ ১৩।
জঠরাগ্নি রূপে প্রাণী জঠরেতে গিয়া।
প্রাণাপান সঙ্গে পুনঃ সংযোগ হইয়া॥

চর্ব্ব্য চূষ্য আদি চতুর্ব্বিধ ভোজ্য চয়।
আমা হ'তে পরিপাক জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪॥

অন্তর্য্যামী রূপে আছি প্রাণীর হৃদয়।
অতএব আমা হ'তে স্মৃতির উদয়॥
প্রকাশ বিনাশ দুই আমা হ'তে হয়।
জ্ঞাতব্য রূপেতে আমি বেদ সমুদয়॥
জ্ঞান দাতা গুরু বটি, আমি হে স্বয়ম্।
বেদার্থের বেত্তা আমি পুরুষ পরম॥ ১৫॥

দুইটি পুরুষ নাম ক্ষর ও অক্ষর।
ক্ষর ভূত রূপী জেনো কূটস্থ অক্ষর॥ ১৬॥

ক্ষর ও অক্ষর হ'তে শ্রেষ্ঠ অন্য জন।
পরমাত্মা বলে তিনি বিখ্যাত ভুবন॥
যিনিই ঈশ্বর নির্ব্বিকার নিরঞ্জন।
লোক ত্রয়ে প্রবেশিয়া করেন পালন॥ ১৭॥

ক্ষরের অধিক আমি অক্ষর পরম।
লোকেতে বেদেতে বলে "পুরুষ-উত্তম" ॥ ১৮॥

যে জন "পুরুষোত্তম" জানিবে আমারে।
ভজে অবিমূঢ় জ্ঞানী সকল প্রকারে॥ ১৯॥

কহিলাম গুহ্যতম অতি সুসংক্ষেপ।
যাহে কৃতকৃত্য জ্ঞানী হয় হে নিষ্পাপ॥ ২০॥

ইতি পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নমো ভগবতে নিরঞ্জনায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

অর্জ্জুনেরে সম্বোধিয়া কহে ভগবান্।
চিত্তে শুদ্ধ ভয় শূন্য নিষ্ঠা আর দান॥
ইন্দ্রিয় সংযত যজ্ঞ আত্ম ধ্যান আর।
অহিংসা তপস্যা সদা সত্য ব্যবহার। ১।
অক্রোধ ও ত্যাগ শান্তি খলতা বিহীন।
লোভ শূন্য দয়ালু ও অহঙ্কার হীন॥
চাপল্য বিহীন ক্ষমা তেজো ধৈর্য্য ধর।
কুকর্ম্মেই লজ্জা, শুচি বাহির অন্তর॥ ২।
অভিমান শূন্য আর হিংসা নাহি যার।
দৈবিক সম্পদ্ হ'তে জনম তাহার॥ ৩॥
ধার্ম্মিকতা ভানে যার ধর্ম্ম আরম্ভর।
ধনাদি জন্যেতে পার্থ! চিত্তে অহঙ্কার।

পূণ্য বলে অভিমান ক্রোধী ও নির্দ্দয়।
আসুরী সম্পদ্ হ'তে সমুদ্ভূত হয়॥ ৪॥
দৈবজ সম্পদ্ জ্ঞান মোক্ষের কারণ।
আসুরী সম্পদ্ মাত্র ঘটায় বন্ধন॥
অতএব শোক না করিও ধনঞ্জয়।
যে হেতু তুমিই দৈবী সম্পদ্ নিলয়॥ ৫॥
দৈব ও আসুর প্রাণী আছে দুই ভাব।
দৈবজ বলেছি শুন আসুর পাণ্ডব॥ ৬॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অজ্ঞ আসুরিক যার।
শৌচাচার নাই আর সত্য ব্যবহার॥ ৭॥
জগৎ অসত্য ভাবে যাহার তাবত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অবস্থাই বিহীন জগৎ॥
আপনা আপনি জন্মে নাই ভগবান্।
স্ত্রী পুরুষ যোগ মাত্র সৃজন বিধান॥
সৃজনের নাহি অন্য কারণের লেশ।
স্ত্রী পুরুষ কাম জাত ক্রিয়াই বিশেষ॥ ৮॥
এই রূপে অল্প বুদ্ধি যত জীবচয়।
তাদৃশ দৃষ্টিতে থাকি ক্রূর কর্ম্মা হয়॥
তমঃচেতা জগতের ক্ষয়ের কারণ।
বৈরি সম সংসারেতে ভ্রমে অনুক্ষণ॥ ৯॥

দুষ্পুরণীয় যে আশা করি মনে মনে।
গর্ব্ব যুক্ত মোহ আর দম্ভ অভিমানে॥
মহা নিধি লোভে করে দেবে আরাধন।
মদ্য মাংস শুদ্ধি হীন ব্রত আয়োজন॥
মৃত্যু কালাবধি করি বহু চিন্তাশ্রয়।
কাম ভোগ পরায়ণ হয়ে সমুদয়॥ ১১॥
শত শত আশা পাশে বাঁধা অনুক্ষণ।
চৌর্য্যাদি করিয়া অর্থে অভিলাষী হন॥ ১২॥
অদ্য মম কত লাভ হইয়াছে ধন।
অবশ্য হইবে সব বাসনা পূরণ॥
পরে আমি এই ধন আরো পাব কত।
আমা হতে শত্রু দল হইয়াছে হত॥ ১৩॥
নিশ্চয় বধিব আমি অরাতি অপর।
ভোগী সিদ্ধ বলবান্ আমিই ঈশ্বর॥
আমি সে কুলীন সুখী আমি বলবান্।
কোথায় কে আছে আর আমার সমান॥
আমি ধনী যজ্ঞাদির করি অনুষ্ঠান।
প্রতিষ্ঠাও সুখ পাব করি বহু দান॥ ১৪,১৫॥
এরূপ অজ্ঞানাবৃত মোহময় জালে।
কাম ভোগাসক্ত হয়ে নরকেতে চলে॥ ১৬॥

ধন মান মদোদ্ধত গর্ব্ব সহকারে।
অবিধিতে করে যজ্ঞ বহু আরম্বরে। ১৭ ॥
বল দর্প কাম ক্রোধ অহঙ্কার ভরে।
আত্মপর দেহস্থিত আমা হিংসা করে॥
সৎপথে গমন শীল যত সাধুগণ।
তাহাদের গুণে করে দোষ আরোপণ॥ ১৮।
ক্রুর নরাধম মম হিংসাকারী গণ।
তির্য্যগ্ যোনিতে সদা করি নিক্ষেপণ। ১৯ ॥
আসুরিক যোনি মূঢ় জন্মে জন্মে পায়।
অধোগতি হয় পার্থ না পায় আমায়। ২০ ॥
অশান্তির হেতু লোভ কাম ক্রোধ হয়।
আত্মজ্ঞান নাশে তিনে তাজিবে নিশ্চয়। ২১ ॥
এই তিন নরকের দ্বার মুক্ত জন।
মঙ্গল আচরি পার্থ! মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২২ ॥
শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করি স্বেচ্ছাচারি যত।
নাহি পায় সিদ্ধি, শান্তি, নাই মোক্ষ পথ॥ ২৩।
কার্য্য কি অকার্য্য তাহা শাস্ত্রেতে প্রমাণ।
বিধান জানিয়া কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়।

নমো ভগবতে সত্বায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিল কৃষ্ণ যেই শ্রদ্ধাবান্।
শাস্ত্রের বিধান ত্যজি পূজে অনুক্ষণ ॥
তাহাদের স্থিতি আমা বল ভগবান্।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ কিম্বা বেদের বিধান ॥ ১ ॥
রাজসিক তামসিক সাত্ত্বিক এ'তিন।
কৃষ্ণ বলে শুন পূর্ব্ব সংস্কার অধীন ॥ ২ ॥
অন্তঃকরণানুরূপ হয় শ্রদ্ধাময়।
যে যে ভাবে শ্রদ্ধা করে সেই মত হয়। ৩ ॥
সত্ত্বগুণী গণ করে দেবতা অর্চ্চন।
রাজসিক গণ যক্ষ রাক্ষস পূজন ॥
তামস প্রকৃতি যারা সংসার ভিতরে।
ভূত প্রেত গণে সদা উপাসনা করে ॥ ৪ ॥

দম্ভ আদি অহঙ্কার অশাস্ত্র বিধানে।
উপবাস ঘোরতর তপ আচরণে ॥ ৫ ॥
পঞ্চভূত আর মম ক্লেশের ভাজন।
ক্রুর কর্ম্মী বলে তারা বিখ্যাত ভুবন ॥ ৬ ॥
যজ্ঞতপো দান আর ত্রিবিধ ভোজন।
তাহাদের ভেদবলি করহ শ্রবণ ॥ ৭ ॥
আয়ুঃশক্তি রোগনাশ চিত্ত প্রসাদক।
রুচিকর রসযুক্ত স্নেহের বর্দ্ধক ॥
যে আহারে চিত্ত সদা পরিতোষ হয়।
সাত্ত্বিকের খাদ্য সেই জানিও নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু অম্ল অত্যন্ত লবণ।
অতি রুক্ষ বিদাহীও দুঃখকর হন ॥
মনস্তাপ দেয় আর রোগ জন্মে যাতে।
রাজসিক ব্যক্তিগণ রত থাকে তাতে ॥ ৯ ॥
শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত রসহীন অতিশয়।
পূর্ব্বদিন পক্ক কিবা পুতিগন্ধময় ॥
উচ্ছিষ্ট অখাদ্য কিবা আহার সকল।
তামসের প্রিয় খাদ্য জান এ'সকল ॥ ১০ ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবি নিজ মনে।
ফলের আকাঙ্খা শূন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ॥

পরম আত্মায় করে চিত্ত সমর্পণ।
বিধি মতে যজ্ঞ করে সাত্ত্বিক যেজন। ১১ ॥
ফলের উদ্দেশ্য নিজ মহত্ত্ব বিস্তার।
রাজসিক সেই যজ্ঞ হে কুন্তী কুমার ॥ ১২ ॥
বিধিহীন সৎপাত্রেতে নাহি অন্নদান।
শ্রদ্ধাবিরহিত কার্য্য দক্ষিণাবিহীন ॥
মন্ত্রপাঠ ত্যজি করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
তাহাকে তামসবলে শাস্ত্রের বিধান ॥ ১৩ ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু জ্ঞানীর অর্চ্চন।
সরলতা ব্রহ্মচর্য্য শৌচ আচরণ ॥
অহিংসা সকল জীবে সকল সময়।
শারীর তপস্যা বলে' জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৪ ।
হিতকর সত্যযাহা পরিণামে প্রিয়।
যেই বাক্যে ব্যথা নাহি পায় জন চয়।
সর্ব্বদাই বেদাভ্যাস যেজন করয়।
বাক্যময় তপস্যা সে বলি উক্ত হয় ॥ ১৫ ॥
ক্রুরতা বিহীন মৌন প্রফুল্লতা মনঃ।
মনোভাব শুদ্ধ আর ইন্দ্রিয় পীড়ন ॥
শাস্ত্রের বিধান বলি হে কুন্তী নন্দন!
এ'সকল মানসিক তপের লক্ষণ ॥ ১৬ ।

ফলের কামনা শূন্য আত্মা অবস্থিত ।
যেই জন করে কার্য্য শ্রদ্ধা সমন্বিত ॥
ত্রিবিধ তপস্যা এই হলে' অনুষ্ঠান ।
তাহাকে সাত্ত্বিক বলে শাস্ত্রের বিধান ॥১৭॥
সৎকার পূজার আশে দম্ভ অতিশয় ।
তপস্যা করিলে ফল ক্ষণ স্থায়ী হয় ॥
অনিত্য তাহার ফল জানিবে নিশ্চয় ।
সে তপস্যা রাজসিক শাস্ত্রে উক্ত হয় ॥ ১৮ ॥
ভ্রমবশে পরনাশে আত্ম পীড়া দানে ।
সে তপস্যা তমোজাত শাস্ত্রের বিধানে ॥ ১৯ ॥
কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে দান করা ধরি ।
দেশ কাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি ॥
প্রতি-উপকার আশা নাকরে যে' জন ।
সে দান সাত্ত্বিক বলে শাস্ত্রের কথন ॥ ২০ ॥
প্রত্যুপকারার্থ আর স্বার্থ কামনায় ।
কষ্টে করে দান রাজসিক বলি তায় ॥ ২১ ॥
দেশকাল পাত্রা-পাত্র না করি বিচার ।
সৎকার বিহীন আর করি তিরস্কার ॥
এইরূপ যদি কভু দান করা হয় ।
সে দান তাপস ব'লে শাস্ত্রে উক্ত হয় ॥ ২২ ॥

পরমাত্মা নাম বটে ওম্-তৎ-সত্ ।
যা'হতে ব্রাহ্মণ বেদ যজ্ঞ সমুদ্ভূত ॥ ২৩ ॥
অতএব ওঙ্কারের করি উচ্চারণ ।
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞ আদি করে আচরণ ॥ ২৪ ॥
ফলাকাঙ্খ্যা ত্যাগকরি মোক্ষাকাঙ্খীগণ ।
যজ্ঞ তপোদানে করে তদ্ উচ্চারণ ॥ ২৫ ॥
সৎ আর সাধুভাবে সৎ উক্ত হয় ।
মাঙ্গলিক কর্ম্মে আর হে কুন্তী তনয় ॥ ২৬ ॥
অবস্থিত যজ্ঞ আর দান তপস্যায় ।
তদর্থির কর্ম্মকেও সৎ বলা যায় ॥ ২৭ ॥
অশ্রদ্ধাতে তপোদান হোম আচরণ ।
যা কিছু অসৎ সব বলে উক্ত হন ॥
ইহকালে পরকালে নাহি কিছু ফল ।
নিশ্চয় জানিও পার্থ ! সকলি বিফল ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

নমো ভগবতে হৃষিকেশায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিল ওহে কহ হৃষীকেশ।
ত্যাগের স্বরূপ আর সন্ন্যাস বিশেষ।
জানিবারে ইচ্ছা মম হে কেশীসূদন।
বিস্তারিয়া মহাবাহু বল বিবরণ॥ ১ ॥
বলিল শ্রীভগবান্, কহে ধীরগণ।
কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ হয় সন্ন্যাস লক্ষণ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফল আশা ত্যজে যেই জন।
তাহাকেই ত্যাগী বলে আত্মজ্ঞানীগণ। ২।
কারোমতে দোষযুক্ত কর্ম্মত্যাজ্য হয়।
কেহবলে যজ্ঞদান তপঃত্যাজ্য নয়। ৩॥
ত্রিবিধ ত্যাগের কথা হে কুন্তী নন্দন।
শুনহ পুরুষশ্রেষ্ঠ মম নিরূপণ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয়।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য সেই হয়॥
যজ্ঞ দান করে আর তপ আচরণ।
বিবেকি গণের তাহে হয় শুদ্ধ মনঃ॥ ৫।
কর্ম্ম ও আসক্তি আর কর্ম্মফলচয়।
ত্যাজ্যবটে মম মতে পার্থ! সুনিশ্চয়॥ ৬॥
নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা সমুচিত নয়।
মোহহেতু করেত্যাগ তামস নিচয়॥ ৭।
দুঃখজ্ঞানে ত্যজে কর্ম্ম দেহ ক্লেশ ভয়।
রাজস সে ত্যাগ ফল কভু নাহি পায়॥ ৮॥
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ আর ফল পরিহরি।
কর্ত্তব্য করিলে নিত্য কর্ম্ম মনে করি॥
ধনঞ্জয়! সেই ত্যাগ জানিবে নিশ্চয়।
সাত্ত্বিক বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত হয়॥ ৯॥
সত্ত্বগুণশালী স্থির বুদ্ধি মহাশয়।
ত্যাগীব্যক্তি আর যিনি বিহীন সংশয়॥
দুঃখজ কর্ম্মেতে তারা না করেন দ্বেষ।
সুখজ কর্ম্মেতে কভু নাহি প্রীতি লেশ॥ ১০॥
কর্ম্ম ত্যাগ করিতে না পারে দেহীগণ।
কর্ম্মফল শূন্য ত্যাগী অভিহিত হন॥ ১১॥

ইষ্টানিষ্ট মিশ্রকর্ম্ম অত্যাচারী হয়।
পরকালে করে ভোগ সন্ন্যাসীর নয়॥ ১২ ॥
সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধিহেতু সে পঞ্চ কারণ।
মহাবাহু! বেদান্তোক্ত করহ শ্রবণ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রিয় সমুহ আর দেহ অহঙ্কার:
নানাবিধ চেষ্টা সহ এ চারি প্রকার॥
এই চারিভিন্ন দৈব পঞ্চম কারণ।
পঞ্চকারণেতে কর্ম্ম সমুদ্ভূত হন॥ ১৪ ॥
দেহ বাক্য মনেযত ধর্ম্মাধর্ম্ম হয়।
এ পঞ্চ কারণ জান তাহার নিশ্চয়॥ ১৫ ।
মোহবশে আত্মাকে যে কর্ত্তাভাবে মনে।
সেমূঢ় অক্ষম হয় সম্যক্ দর্শনে॥ ১৬ ॥
আমি কর্ত্তা ব'লে যার ভাব নাই মনে।
ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত হয় না কখনে॥
হনন করিয়া লোকে হন্তা নাহি হন।
সেফল নিবদ্ধ নাহি হয় কদাচন॥ ১৭ ॥
কর্ম্মের প্রবৃত্তি হেতু এই তিন হয়।
পরিজ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান সুনিশ্চয়॥
এইরূপ তিন হয় ক্রিয়ার আশ্রয়।
কর্ত্তাও কারণ আর করম নিচয়॥ ১৮ ॥

গুণভেদে কর্ত্তা কর্ম্ম জ্ঞান ত্রিপ্রকার।
শ্রবণ করহসব গুণ অনুসার ॥ ১৯ ॥
বিভক্ত সকল ভূতে আছে যেই ভবে।
সতত তাহাকে এক পরমাত্মা ভাবে ॥
বিকারবিহীন যাতে করে নিরীক্ষণ।
সে'জ্ঞান সাত্ত্বিক বলে যত জ্ঞানীগণ ॥ ২০ ॥
ভিন্ন ভাবে সর্ব্বভূতে ভিন্নজ্ঞান হয়।
সেজ্ঞান রাজস ব'লে জানিও নিশ্চয় ॥ ২১ ॥
দেহ আত্মা প্রতিমাকে ভাবে ভগবান্।
অমূলক জ্ঞান সেই তামস প্রধান ॥ ২২ ॥
নিষ্কাম বিহিত কর্ম্ম নিত্য যেই হয়।
আসক্তি রহিত প্রীতি দ্বেষ বিপর্য্যয় ॥
এইরূপ কর্ম্ম যিনি করে অনুষ্ঠান।
সাত্ত্বিক বলিয়া তাবে শাস্ত্রের বাখান ॥ ২৩ ॥
বহ্বায়াসে ফলাকাঙ্খ্যা দম্ভসহকারে।
সেই কর্ম্ম রাজসিক কহে শাস্ত্রকারে ॥ ২৪ ॥
পরিণামে যেই কাজে কর্ম্মের বন্ধন।
নাশ আর পরহিংসা হয় সংঘটন ॥
স্বকীয় সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করে।
ভ্রমবশে করে কর্ম্ম তমঃ বলি তারে। ২৫ ॥

ধৈর্য্যও নিষ্কাম আর অহঙ্কার হীন।
উৎসাহ তরঙ্গ যার হৃদয়ে প্রবীন।
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যার নাহিক বিকার।
তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে শাস্ত্রকার॥ ২৬॥
কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষ্যী আর অনুরাগী জন।
হিংসা লোভ সম আর অশুচি ভাজন।
আনন্দ-বিষাদ লাভালাভে যুক্ত যিনি।
রাজসের কর্ত্তা বলি' শাস্ত্রেতে বাখানি। ২৭॥
উদ্ধত যে শঠ করে পর অপমান।
ইন্দ্রিয়ের অনুগত বিবেক বিহীন।
অলস বিষদী আর দীর্ঘ সূত্রী জন।
তামসের কর্ত্তা বলে' শাস্ত্রে উক্ত হন॥ ২৮॥
গুণ ভেদে বুদ্ধি ধৃতি হয় ত্রিপ্রকার।
পৃথক্ রূপেতে শুন হে কুন্তী কুমার॥ ২৯॥
কার্য্য ও অকার্য্য আর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি।
ভয়াভয় জ্ঞান আর বন্ধ মোক্ষ গতি।
যাহাতেই অনায়াসে বুঝা যায় সব।
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিক জান মধ্যম পাণ্ডব। ৩০॥
কার্য্যাকার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্মে যে জন সকল।
না বুঝিয়া রত পার্থ। রাজস কেবল॥ ৩১॥

অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম জ্ঞান তমসাচ্ছাদিত।
সর্ব্বত্রই বিপরীত বুদ্ধি কুন্তী সুত॥ ৩২॥
সদ্গুরুর উপদেশ পেয়ে যেই জন।
বিষয়ান্তরেতে হয়ে ধারণা বিহীন॥
ধৃতি দ্বারা মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয় সংযত।
সে ধৃতি সাত্ত্বিকী বলে জান কুন্তী সুত॥ ৩৩॥
যেই ধৃতি বলে লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম।
ধারণ করেন ওহে পাণ্ডব মধ্যম।
প্রসঙ্গ ক্রমেতে যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
সে ধৃতি রাজসী বলে' জান ধনঞ্জয়॥ ৩৪॥
অবিবেকী যিনি নাহি ত্যজে ভয় ক্রোধ।
অহঙ্কার আর নিদ্রা নিয়ত বিষাদ॥
শাস্ত্রেতে বলয়ে পার্থ! যত মুনিগণ।
তামসিকী ধৃতি সেই বিখ্যাত ভুবন॥ ৩৫॥
ত্রিপ্রকার সুখ কথা করিব বর্ণন।
শুনহে আমার কাছে হে কুন্তীনন্দন॥ ৩৬॥
অভ্যাসে আনন্দ লাভ অন্ত হয় দুঃখ।
অনির্ব্বচনীয় পূর্ব্বে বিষময় সুখ।
পরিণামে হয় যেই অমৃত সমান।
আত্ম বুদ্ধিজাত সেই সাত্ত্বিক প্রধান॥ ৩৭॥

বিষয় ইন্দ্রিয় যোগে যেই সুখচয়।
অমৃত সমান জ্ঞান প্রথমেতে হয়॥
পরিণামে হয় তার বিষময় ফল।
সে সুখ রাজস সুখ জানিবে কেবল॥ ৩৮॥
নিদ্রা ও আলস্য আর প্রমাদ হইতে।
যেইরূপ সুখ আসি জনমে তাহাতে॥
আদি অন্তে যেই সুখে চিত্ত মোহ করে।
সে সুখ তামস ব'লে ব্যক্ত চরাচরে॥ ৩৯॥
নাই এই পৃথিবীতে হেন কোন জন।
স্বর্গেতেও নাই আর দেবতা এমন॥
এ' প্রকৃতি-সমুদ্ভূত ত্রিগুণ হইতে।
মুক্ত সর্ব্বক্ষণ কভু আছে হে বলিতে॥ ৪০॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র-কর্ম্ম সব।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত গুণে বিভক্ত পাণ্ডব॥ ৪১॥
সম দম তপস্যাও শুচিভূত অতি।
বিজ্ঞান শাস্ত্রেতে জ্ঞান সরল প্রকৃতি॥
ক্ষমা আর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস অটল।
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম এ' সকল॥ ৪২॥
শৌর্য্য তেজঃ ধৃতি দক্ষ যুদ্ধে বিচক্ষণ।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা রণে হয় যেইজন॥

ঈশ্বরের ভাব আর দান শীল অতি।
ক্ষত্র স্বাভাবিক কর্ম্ম হে মহামতি ॥ ৪৩ ॥
কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্য স্বভাবজ হয়।
পশুর পালন আর জানিহ নিশ্চয় ॥
শূদ্র জাতি স্বভাবজ কর্ম্ম বলি জান।
পরিচর্য্যাত্মক সেই আছয়ে বিধান ॥ ৪৪ ॥
স্বকর্ম্মে থাকিলে সিদ্ধিলাভ করে নর।
যে রূপে লভিবে সিদ্ধি শুনহ সত্বর ॥ ৪৫ ॥
যা হইতে মানবের প্রবৃত্তি উদয়।
ব্যাপিয়া আছেন যিনি বিশ্ব সমুদয় ॥
স্বকর্ম্ম বলেতে তাঁরে যত নরগণ।
সিদ্ধি লাভ ক'রে থাকে করিয়া অর্চ্চন ॥ ৪৬ ॥
সম্যগনুষ্ঠিত পর ধর্ম্ম অপেক্ষায়।
বিগুণ স্বধর্ম্ম জান শ্রেষ্ঠঅতিশয় ॥
স্বভাবজ কর্ম্ম যদি করে নরগণ।
বিলিপ্ত না হয় সেই পাপে কদাচন ॥ ৪৭ ॥
সহজ কর্ম্মেতে যদি দোষ দৃষ্ট হয়।
তথাপিও না করিবে ত্যাগ ধনঞ্জয় ॥
কোন ধর্ম্ম জগতের নাই দোষ হীন।
ধূমরাশি করে যথা অনল মলিন ॥ ৪৮ ॥

সকল বিষয়ে যদি অনাসক্ত হয় ।
জিতাত্মা নিস্পৃহ যিনি হন অতিশয় ॥
কর্ম্ম ফল আশা আর আসক্তি বর্জ্জিত ।
পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লভে সুনিশ্চিত ॥ ৪৯ ॥
যেই সিদ্ধি বলে লোক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ।
জ্ঞানের চরম সেই জানিও নিশ্চয় ॥
সংক্ষেপেতে কুন্তী সুত ! করিব বর্ণন ।
আমার নিকটে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৫০ ॥
হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি ধৃতি দ্বারা মনঃ ।
শব্দাদি বিষয় সব করি বিসর্জ্জন ॥ ৫১ ॥
বিজন স্থানেতে বাস রাগ দ্বেষ ত্যজি ।
সংযমিত মনো বাক্য দেহ মিত ভোজি ॥ ৫২
বৈরাগ্য আশ্রয় ধ্যান যোগ পরায়ণ ।
দম্ভ বল দর্প কাম ক্রোধ বিসর্জ্জন ॥
পরিগ্রহ ত্যজি আর মমত্ব নিচয় ।
সম গুণ প্রাপ্ত হ'য়ে পরব্রহ্ম পায় ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মে অবস্থিত আর হর্ষ চিত্তগণ ।
নষ্ট বস্তু জন্য শোক করেনা কখন ॥
অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য ইচ্ছা নাহি ভবে ।
সর্ব্বভূতে সম হ'য়ে সম ভক্তি লভে ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বব্যাপী আমি বাক্য মন অগোচর।
ভক্তি বলে জ্ঞাত হয় স্বরূপ আমার।
অনন্তর স্বরূপ জানিয়া যেই জন।
প্রবেশি আমাতে মম ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥
মম পরায়ণ সদা সর্ব্ব কর্ম্ম করে।
প্রসাদে তথাপি নিত্য পদ লাভ করে ॥ ৫৬ ॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হয়ে মম পরায়ণ।
সতত আমাতে কর চিত্ত সমর্পণ ॥ ৫৭ ॥
আমাতে অর্পিলে চিত্ত আমার প্রসাদে।
উত্তীর্ণ হইবে তুমি এ ভব বিপদে ॥
অহঙ্কারে যদি মম বাক্য নাহি শুন।
বিনষ্ট হইবে অধঃ করিবে গমন ॥ ৫৮ ॥
আমি না করিব যুদ্ধ এই অহঙ্কার।
এইরূপ মনে মিথ্যা সঙ্কল্প তোমার ॥
প্রকৃতি হইতে তব প্রবৃত্তি জন্মিবে।
প্রবৃত্তি হইতে তুমি যুদ্ধে রত হবে ॥ ৫৯ ॥
মোহেতে মোহিত হ'য়ে ওহে ধনঞ্জয়।
যে কার্য্য করিতে তব ইচ্ছা নাহি হয়।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সেই কর্ম্ম নিবন্ধন।
অবশ্য হইবে তব কার্য্য সংঘটন ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বভূতে দেহ যন্ত্রে থাকি বিদ্যমান।
মায়াতে চালায় পার্থ ! স্থিত ভগবান্ ॥ ৬১ ॥
ভাল কিংবা মন্দ হোক হে কুন্তী নন্দন।
একাগ্র চিত্তেতে লও তাহার শরণ ॥
তাহার প্রসাদে মহা শান্তি লাভ হবে।
নিত্য স্থান তুমি পুনঃ অবশ্য লভিবে ॥ ৬২ ॥
এই জ্ঞান গুহ্য হ'তে অতি গুহ্য তর।
প্রকাশ করিনু আমি তোমার গোচর ॥
বিশেষিয়া বিবেচনা করিয়া ইহার।
যাহা মনে হয় তাহা করিও সত্বর ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম শেষ কথা শুন।
প্রিয় বলে হিত কথা কহি পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৪ ॥
আমাতেই মমভক্ত হয়ে' রাখ চিত।
উপাসক হ'য়ে আমা কর দণ্ডবত ॥
আমাকে পাইবে সত্য এ প্রতিজ্ঞা মম।
যে'হেতু তুমিই মম অতি প্রিয়তম। ৬৫ ॥
সমুদয় ধর্ম্ম তুমি পরিত্যাগ করি।
কেবল শরণ মাত্র লওহে আমারি ॥
সকল পাতক হ'তে পাবে অব্যাহতি।
অতএব শোক না করিও মহামতি ॥ ৬৬ ॥

ধর্ম্ম ভক্তি হীন আর গুরু সেবা হীন।
আমার নিন্দুকে গীতা বলনা কখন ॥
এই গীতাশাস্ত্র বটে গুহ্য অতিশয়।
আমার ভকতে যিনি বুঝাইয়া কয় ॥
তাহার অচলাভক্তি আমাতে নিশ্চয়।
আমাকে লভিবে ইথে নাহিক সংশয় ॥ ৬৮ ॥
তাহা হ'তে প্রিয় নাই মনুষ্য সমাজে।
হবেনা অধিক প্রিয় হ' জগত্ মাঝে ॥ ৬৯ ॥
আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ যেজনে।
পাঠ করে সতত সে পরম যতনে ॥
তাহাতেই জ্ঞানযজ্ঞে আমার অর্চ্চন।
করেন সতত মম মত সুনিপুন ॥ ৭০ ॥
অসূয়া বিহীন যিনি শুনে শ্রদ্ধাবান্।
পাপেতে বিমুক্ত হ'য়ে পুণ্য লোকে যান ॥ ৭১ ॥
একাগ্র চিত্তেতে কিহে করেছ শ্রবণ ?।
মোহ ধ্বংশ হয়েছে তো হে কুন্তীনন্দন ॥ ৭২ ॥
পার্থবলে মোহ মম হ'ল পরাভূত।
তোমার প্রসাদে স্মৃতি লভিনু সতত।
তোমার শাসনস্থিত নিঃসংশয় মনঃ।
হে অচ্যুত! তব আজ্ঞা করিব পালন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের যত অদ্ভুত কাহিনী।
শুনিলাম সেই লোমহর্ষ উৎপাদিনী। ৭৪ ॥
এ পরম গুহ্যযোগ ব্যাস প্রসাদেতে।
শুনিয়াছি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখেতে। ৭৫।
হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ অদ্ভূত।
পুনঃ পুনঃ স্মরি মুহুঃ হয় হৃষ্টচিত। ৭৬।
হরির অদ্ভূত রূপ করিয়া স্মরণ।
বিস্মিত হইনু পুনঃ হৃষ্ট হে রাজন্। ৭৭ ॥
যেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহা যজ্ঞেশ্বর।
যেখানে আছেন বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সেখানেতে রাজলক্ষ্মী সেখানেই জয়।
ধ্রুবনীতি বিরাজিত মম মনে লয়॥ ৭৮।

ইতি মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়



গীতা মাহাত্ম্য।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধরণী জিজ্ঞাসা করে ওহে চক্রধর !
হে প্রভো ! পরম পিতা পরম ঈশ্বর ॥
প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ না হ'তে খণ্ডন।
ঐকান্তিক ভক্তি কিসে জন্মে নারায়ণ ॥ ১ ॥
প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগে গীতা অধ্যয়ন।
ধরাধামে মুক্তিপদ লভে জনগণ ॥
তিনিই ত সুখী কভু কর্ম্মে লিপ্ত নন।
এই কথা কহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥ ২ ॥
যে মানব সদা করে গীতা অধ্যয়ন।
মহাপাপে স্পর্শ তারে না করে কখন ॥
যেইরূপ পদ্মপত্র আছয়ে সলিলে ;
জলেতে থাকিয়া লিপ্ত নাহি হয় জলে ॥ ৩ ॥

যেইখানে গীতা থাকে কিবাধীত হয় ।
সেইখানে প্রয়াগাদি তীর্থ সমুদয় ॥ ৪ ।
যেই খানে হয়ে থাকে গীতা আবর্ত্তিত ।
দেব ঋষি যোগী সর্প তথা উপস্থিত ॥
গোপাল গোপিকা সহ পরিষদ গণ ।
নারদ উদ্ভব সহ করে অবস্থান । ৫ ॥
গীতার বিচার পৃথ্বি ! হয় যেই খানে ।
গীতা পাঠ হয় কি শ্রবণ অধ্যয়নে ।
সেইখানে সর্ব্বদাই মম অধিষ্ঠান ।
জানিও সর্ব্বথা তুমি কহে ভগবান্ ॥ ৬ ।
মম অবস্থান জান গীতার আশ্রয় ।
গীতাই বটেন মম উৎকৃষ্ট আলয় ॥
গীতা জ্ঞান আশ্রয়েতে থাকি আমি সদা ।
এই তিন লোক আমি পালিগো সর্ব্বদা ॥ ৭ ।
অর্দ্ধমাত্রা অক্ষর রূপিণী নিত্য রূপা ।
বাক্যাতীত পদ মম প্রণব স্বরূপা ॥
জানিবা পরমা বিদ্যা গীতাই আমার ।
নিশ্চয় জানিও পৃথ্বি ! সংশয় কি তার ॥ ৮ ॥
ত্রিবেদ স্বরূপা তত্ত্বজ্ঞানময়ী গীতা ।
পরম আনন্দ রূপা ষড়রস যুতা ॥

সেই গীতা নিজ মুখে প্রভু ভগবান্।
অর্জ্জুনের সমীপেতে করেছে বাখান ॥ ৯ ॥
যেই জন জপ করে অষ্টদশাধ্যায়।
একান্ত মনেতে পাঠ করেন সদায় ॥
তিনি জ্ঞান সিদ্ধি লাভ করেন নিশ্চয়।
লভেন পরম পদ নাহিক সংশয় ॥ ১০ ॥
সম্পূর্ণ গীতার পাঠে অসমর্থ নরে।
অর্দ্ধঅংশ মাত্র গীতা যদি পাঠ করে ॥
গোদান করিলে নরে যত পূণ্য হয়।
সেই ফল লভিবেক ইথে কিসংশয় ॥ ১১ ॥
গীতার তৃতীয় অংশ পাঠ করে যিনি।
গঙ্গা স্নান ফল লাভ হইবে অমনি ॥
গীতার ষষ্ঠাংশ পাঠ করে যেই জন।
সোম যাগ ফল লাভ হইবে তখন ॥ ১২ ॥
ভক্তিযুক্তে করে এক অধ্যায় পঠন।
অবশ্যই তিনি রুদ্র লোক প্রাপ্ত হন ॥
গণত্ব পাইয়া বাস করিবে তথায়।
থাকিবে সুদীর্ঘ কাল সন্দেহ কি তায় ॥ ১৩ ॥
যিনি কোন অধ্যায়াংশ পঠে বসুন্ধরে!
অথবা শ্লোকাংশ যদি নিত্য পাঠ করে ॥

মন্বন্তর পর্য্যন্তই জানিবা সে জন।
অবশ্যই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে রন ॥ ১৪ ॥
দশ, সাত, পাঁচ, চারি, দুই, তিন শ্লোক।
গীতার শ্লোকৈক কিংবা আধা পড়ে লোক ॥
নিশ্চয় সে চন্দ্রলোকে অযুত বৎসর।
অবশ্যই বসবাস করে নিরন্তর। ১৫ ॥
গীতাপাঠ সময়ে যে ত্যজে দেহখানি।
আসিবে নিশ্চয় সেই পেয়ে নর যোনি ॥
পুনরায় করি সেই গীতা অধ্যয়ন।
অত্যুত্তম মুক্তিলাভ করিবে আপন ॥ ১৬ ॥
গীতা শব্দ উচ্চারণে পঞ্চত্ব যাহার।
সদ্গতি হইবে তাতে সন্দেহ কি তার ॥ ১৭
গীতার্থ শ্রবণে যার আসক্তি জন্ময়।
বৈকুণ্ঠ লভিবে যদি মহাপাপী হয় ॥
বিষ্ণুর সহিত বাস করিবেক সুখে।
অবস্থান করিবেক পরম কৌতুকে ॥ ১৮ ॥
বহু কর্ম্ম করিয়া ও গীতা ধ্যান যার।
জীবন্মুক্ত দেহান্তে পরম পদ তার। ১৯ ॥
জনকাদি ঋষি আর ভূপালকগণ।
সকলে করিয়া গীতা আশ্রয় গ্রহণ ॥

নিস্পাপ হইয়া সাধু প্রশংসা ভাজন।
লভিয়াছে অন্তকালে মুক্তি মহাধন॥ ২০ ॥
যেই জন গীতা পাঠ করি সমাপন।
গীতার মাহাত্ম্য নাহি পড়ে কদাচন॥
তাহার সে গীতা পাঠ জানিবা বৃথায়।
পণ্ডশ্রম মাত্র জানি নাহিক সংশয়॥ ২১ ॥
গীতার অভ্যাস যার মাহাত্ম্য সহিত।
গীতা পাঠ ফল লভে মুক্তি সুনিশ্চিত॥ ২২ ॥
সুত মুনি কহিলেন আমি এ গীতার।
সনাতন এ মহাত্ম্য করিনু প্রচার॥
যিনি ইহা পাঠ করে পাঠান্তে গীতার।
যথা উক্ত ফললাভ হইবে তাহার॥

ইতি শ্রীবরাহ পুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥ ২৩ ॥
মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ।



পরিশিষ্ট।

আমার জামাতা ছিল শ্রীযোগেন্দ্র দাস।
যাহার মরণে মনঃ সতত উদাস ॥
আগেতে কি ছিল বাছা জানিনা খবর।
পরকালে কি হইল তাহা অগোচর ॥
মধ্যকালে ছিল মাত্র আমার জামাতা।
আমার হইলে কি সে ছেড়ে যেত কোথা?
আছিল দক্ষিণ বাহু জামাতা আমার।
নির্ভয় হৃদয়ে রত পর উপকার ॥
সুন্দর কন্দর্প বর্ণ কষিত কাঞ্চন।
শিষ্টাচারী মিষ্টভাষী বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥
বিষয় চিন্তাতে মম নাহি ছিল ভয়।
তাহার আত্মাকে শান্তি দেও দয়াময় ॥
আঠারশ পঁয়ত্রিশ বৈশাখান্ত দিনে।
জামাতার জীবতারা খসে সেই দিনে।
"কলিকাতা" নগরীতে নয় ঘটীকায়।
বন্ধু বান্ধব হইতে জনম বিদায়।

মাতা পিতা ভাই বন্ধু ছাড়ি জন্ম স্থান।
অন্তিম বিশ্রাম শয্যা নিম তলা শ্মশান ॥
জননী ও জন্মভূমি ত্যজি সমুদয়।
জাহ্নবী-জননী-কোলে লইলে আশ্রয় ॥
যাহার যথায় আছে মৃত্যু নিরূপণ।
কি শক্তি করিবে সেই নিয়ম লঙ্ঘন ॥
যার সনে একবার ছিল আলাপন।
বিরহে তাহারা করে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধি শিরোধার্য্য করি।
পালিল প্রভুর আজ্ঞা দেহ পরিহরি ॥
করাল কালের সনে করিয়া সমর।
শোকেতে ভাষায়ে বাছা চলিলে অমর ॥
জন্ম জন্মান্তরে বাছা বহু পুণ্য ব'লে।
সুকীর্ত্তি রাখিয়া গেলে নশ্বর ভূতলে ॥
তোর বহুদিন পূর্ব্বে এসেছি বাজারে।
বাজার করিয়া সাঙ্গ আগে গেলি ঘরে ॥
এই যে পরম দুঃখ, মরণ বিধির।
কি শক্তি বুঝিতে শক্তি সে মহাশক্তির ॥
দুর্লঙ্ঘ্য মোহিনী মায়া মায়াই কেবল।
হে বিধে ! এবিধি তব কে বুঝিবে বল ॥

যে কাটিতে পারিয়াছে এই মায়া জাল।
ভুগিতে হয় না তার বিষম জঞ্জাল॥
যেমন গৌতম গর্গ শুক সনাতন।
ছিন্ন ভিন্ন কাটে জাল নিগূঢ় বন্ধন॥
ঘটাসক্ত চিত্ত যিনি নর্ত্তকীর প্রায়,
ধরিতে আসরে নাচে সুধন্য ধরায়॥
ব্যাধ ধৃত পাখী যেন আঠা মাখা গায়।
ধর, ফর, করে আর ভূতলে গড়ায়॥
সেই রূপ অপরূপ মায়ার কৌশলে।
নিজ ফাঁস রজ্জু আমি নিজে দিনু গলে॥
যেমন বিবাহ করি নিজ কৌতূহলে।
তনয়া হইল তাহে বিভুর কৌশলে॥
সে তনয়া বিয়ে দিয়ে পাইনু জামাতা।
যাহার বিরহে পাই মরমেতে ব্যথা॥
প্রণয় পিপাসা যদি না জাগিত মনে।
জামাতা বিরহ শোক ঘটিত কেমনে॥?
সুতরাং সুখই বটে দুঃখের কারণ।
ভাবিতে উচিত ছিল আসক্তি যখন॥
তার শোক হ'তে এই পদ্য গীতা খান।
সায়াহ্ন' জীবনে মম দুঃখের নিশান॥

যবে আসিয়াছি এই ভব কারাগারে।
কারাধক্ষ্য কভু মিষ্টি, কভু বা প্রহারে॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
জঠরে জরায়ু কোষে হ'য়েছে নির্ণয়॥
এখন রোদনে আর নাহি কিছু ফল।
আপনি করিনু সৃষ্টি আপন গরল॥
যে কর্ম্মজ এগ্রিমেণ্টে আছে দস্তখত।
ভবের বাজারে আমি ভুগিব তাবত॥
ফটোগ্রাফে ছিনু যবে বিরস বদন।
হাস্য মুখ কেমনে করিবে অন্যজন॥
শোকেতে বিহ্বল কেন হে দুর্ব্বল মন।
শান্তিগীতা কৃষ্ণবাক্য করহ স্মরণ॥
শান্তিগীতা ত্রিশ শ্লোকে শ্রীমধুসূদন।
পার্থে প্রবোধিল শোকে ব্যাকুল যখন॥
অন্নহ'তে শুক্রজন্মে শুক্রেতে তনয়।
ঘর্ম্মেতে ময়লা তাতে কীট জন্ম হয়॥
বহির্ম্মলে কীট অন্তর্ম্মলেতে সন্তান।
কাতর হয়োনা পার্থ! উভয় সমান॥
পৃথিবীতে কিছু নয় ব্রহ্ম পারাবার।
জীবত্ব কিছুই নয় জল বিস্তার॥
ফেনা ও তরঙ্গ বটে অন্য সমুদয়।
ব্রহ্মেতে উদ্ভব পুনঃ ব্রহ্মে হয় লয়।

শোক, মাত্র নিজ দেহ ক্ষয়ের কারণ ॥
অনন্ত পথিক হ'লে ফিরে না কখন।
আপন কর্ম্মের ভোগ ভুগিব আপনি ॥
দুর্ব্বল হৃদয় বলি প্রবোধ না মানি ॥
বার্দ্ধক্যে ও রোগে শোকে ভুগি বহু ক্লেশ।
লেখনী করিনু বন্ধ লিখা এই শেষ ॥
করিতে সাহিত্য সেবা না পারিব আর।
পাঠক করুন ক্ষমা এ দোষ আমার ॥
অশুদ্ধের দোষ না লইও সুধী গণ।
অশুদ্ধ করিবে শুদ্ধ সুধীর লক্ষণ ॥
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা মাগি বার বার।
যথাযোগ্য সাদরাদি প্রণাম আমার।
গীতা সঙ্গে গাঁথিলাম জামতার নাম।
দৈবকি দুলাল হরি দেও দিব্য ধাম ॥
পারদ গন্ধকে হয় কজ্জলী যেমন। *
ব্রহ্মের মায়াতে এই জগত সৃজন ॥
শাম্ভবি মায়ার রূপ গন্ধক যে জন।
ভস্মে লভে রস রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥
সেইরূপ আত্মা বটে পারদ যেমন।
মন আত্মা গন্ধ রূপি রিপুর মিশ্রণ ॥

* হরিতালং হরের্ব্বীর্য্যং লক্ষ্মী বীর্য্যং মনঃশীলা।
পারদং শিববীর্য্যাঞ্চ গন্ধকং পার্ব্বতী রজঃ ॥

গন্ধকের মত রিপু ভস্ম করে যিনি।
পারদে পারদ প্রায় মিশে সেই মুনি।
প্রক্রিয়া না জানি কিসে গন্ধক ঘুচাই।
কজ্জলি সমান কাল দেখি সর্ব্বঠাঁই॥
শাম্ভবি মায়াতে বদ্ধ আছি নিরন্তর।
বিষয় বিষেতে জ্বর জ্বর কলেবর॥
বুঝিয়া বুঝিতে নারি মায়ার বন্ধন।
কুঠারে কাটিতে নারি সঞ্চিত প্রাক্তন॥
বিষয় বিষেতে আর অভ্যাসের দোষে।
স্বপনে কি জাগরণে অর্থ চিন্তা আসে॥
কিবা সুত কিবা সুতা জামাতা আমার।
যাইতে আমার বাকী কয় দিন আর?
পরজন্য এতদিন করিনু রোদন।
নিজ জন্য রোদন না করি কি কারণ?
মরিলে কোথায় যাব নাহি জানে কেহ।
আত্মা আসে, না আসিবে বর্ত্তমান দেহ।
ক্ষীর সরে যাহারে পুষিনু এতদিন।
তার লাগি রোদন করহ একদিন॥
নয়ন মুদিব যবে জীবনের তরে।
অন্তর নয়নে যেন হেরি হরিহরে॥

ইতি

শ্রীক্ষেমেশ—



পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ ।

বংশ পরিচয় ।

আদি স্থান রাঢ় বঙ্গে আছিল বসতি ।
ভরদ্বাজ ত্রি' প্রবর রক্ষিত পদ্ধতি ॥
রাজ্য ভঙ্গে রাঢ় রাজ্য করিয়া বর্জ্জন ।
চট্টল ক্রোড়েতে আসি উপনীত হন ॥
ভরদ্বাজ গোত্র "গুরু" সুচিয়াতে স্থিত ।
ভাটীখাইনে কাশ্যপ "পুরোহিত" খ্যাত ॥
বনমালী নামেতে রক্ষিত মহাশয় ।
আদি ব্যক্তি চট্টগ্রামে উপনীত হয় ॥
আদি বাসস্থান করিলেন দুর্গাপুরে ।
পরে ভিন্ন দেশে গেল বৃদ্ধি অনুসারে ॥
চট্টগ্রাম অধীনেতে পটীয়া অঞ্চলে ।
"জোয়ারা" গ্রামেতে বাস অতি কুতুহলে ॥
আদি সেই কান্তিধর নামে জ্ঞানবান্ ।
ভব ও পরমানন্দ দুইটী সন্তান ॥
ভবানন্দ সুত বলরাম নাম ছিল ।
অদ্যাবধি খ্যাত লোকে বলরাম খিল ॥
তার পুত্র মাগন ও শ্রীদুর্গা প্রসাদ ।
মাগনের দুই পুত্র জগত্ বিখ্যাত ।

কালিকা প্রসাদ মায়ারাম মহাশয়।
কালিকা প্রসাদে তিন পুত্র জন্ম লয় ॥
দ্বিজ রাম, জগদীশ, শম্ভুরাম আর।
শম্ভুরাম রক্ষিতের চারটী কুমার ॥
বৃন্দাবন, ত্রাহি রাম, পার্ব্বতী রক্ষিত।
জন্মিল রাধাচরণ বংশের পূজিত।
তাহ'তে গিরীশচন্দ্র শ্রীরাম তারণ।
কনিষ্ঠ কুমার নাম আনন্দ মোহন ॥
গিরীশচন্দ্রের আদি তনয় গণেশ।
দ্বিতীয় "ক্ষেমেশ" আর তৃতীয় সুরেশ।
রামতারণ রক্ষিত ছিল নিঃসন্তান।
এদান ক্ষেমেশে পিতা পোষ্য করে দান ॥
নগেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ক্ষেমেশের সুত দ্বয়।
নগেন্দ্রের জন্মিয়াছে চারিটী তনয় ॥
জেষ্ঠ সুত শ্রীমনোমোহন নাম তার।
মোহিনী মোহন হয় দ্বিতীয় কুমার ॥
তাদের অনুজ হয় জ্যোৎস্না কুমার।
শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ কনিষ্ঠ সবার ॥
ভগবান্ স্থানে মোর এই নিবেদন।
বংশের গৌরব তারা করুক বর্দ্ধন ॥
অন্য শাখা না লিখিনু নিজ শাখা বিনা।
ভবিষ্যৎ লিখিতে তাহা রহিল বাসনা ॥

রক্ষিত বংশের মধ্যে খ্যাত বহুজন।
কিঞ্চিৎ করেছি তাহা "খেয়ালে" বর্ণন॥
এ' বংশের মধ্যে নরাধম শ্রীক্ষেমেশ।
রাশি নাম বামন বুদ্ধির নাই লেশ॥
বামন হইয়া তাই পাতিয়াছি ফাঁদ।
ধরিববারে চাই যেন আকাশের চাঁদ॥
পূণ্য শ্লোক লোক যাঁরা গেছে স্বর্গধামে।
বর্ণিতে কি পারে গুণ এই নরাধমে॥
পূণ্য শ্লোক নাম নিলে সুখে দিন যায়।
সংক্ষেপে লিখিনু আমি সেই তুরাশায়॥
গীতাসঙ্গে গাঁথিলাম বংশাবলী নাম।
জাহ্নবীর জলে যেন অঙ্গ সঁপিলাম॥
গীতা গঙ্গা বারাণসী মোক্ষ মূলাধার॥
সগর বংশের মত কর গো উদ্ধার॥
সতরশ ত্রিসত্তর শকাব্দা আশ্বিন।
উনত্রিশ কুজবারে ভবে আসে দীন।
জঠরে কঠোর জ্বালা ভুগি দশ মাস।
কর্ম্ম ভোগে আসি পুনঃ ভব কারাবাস।
ষষ্ঠি তুই বর্ষ এথা না হইতে পার।
ইঙ্গিতে ডাকিছে পুনঃ তপন কুমার॥
এথা এ'নে তথা ডাকে কোথা আছে কুল।
হাবু ডুবু খেয়ে মরি হারায়ে তুকুল॥

কভু করি জরায়ুতে জনম,গ্রহণ।
কখন বা স্বেদ মলে হই উৎপাদন॥
অণ্ডজ হইয়া কভু আকাশেতে উড়ি।
উদ্ভিদ হইয়া কভু বৃক্ষ রূপ ধরি॥
এমন কর্ম্মের সূত্র নিগুড় বন্ধন।
প্রলয় পর্য্যন্ত করি ত্রিলোকে ভ্রমণ॥
হৃদয়,কমলে রাখ সে কমল আঁখি।
ত্রিকাল যায় রে মন আর নাই বাকি।
অধম ক্ষেমেশ ক্ষেত্র চিত্র দিনু নিচে॥
জায়া রিষ্ট শত্রু বৃদ্ধি মিত্র অশা মিছে।
বন্ধু স্থান নীচাসনে তপন তনয়॥
আপনা আপনি মাঝে বিসম্বাদ হয়॥
কি কুক্ষণে লগ্ন স্থানে কেতু অধিষ্ঠান।
হৃদয় দুর্ব্বল সদা রোগে ম্রিয়মান॥
নবমেতে বুধাদিত্য বুধ তুঙ্গ বটে।
মৃত্যু নাথ যুত বলে সুখ নাহি ঘটে॥
দশমে আছেন গুরু ভার্গব সহিত।
ষড়্ দশা পতি বলে না করেন হিত॥
তুলাতে আছেন শুক্র যদিও সবল।
শত্রু সনে যুতবলে নাহি দেন ফল॥
পঞ্চমেতে চাঁদ তুঙ্গ শাস্ত্রে শুভ কয়।
অষ্ট বর্গে নষ্ট বলি সুখ নাহি হয়॥

সপ্তমেতে রাহু আর মঙ্গলের ফলে।
মাতৃ রিষ্ট ঘটে, শান্তি না ঘটে কপালে ॥
ডালিঙ্গ সাহেব আর এলিচ সুজন।
করিলেন অধীনের অন্ন সংস্থাপন ॥
সদাগরি অফিসেতে বত্রিশ বৎসর।
কার্য্যকরি ষষ্টিতমে কার্য্য অবসর ॥
ভগবান্ সমীপেতে মম নিবেদন।
দীর্ঘ-আয়ু করি রাখ এই দুইজন ॥
ব্রুক ব্রাদার নামেতে কোম্পানী প্রধান।
সতত করুণ প্রভু তাহার কল্যান ॥

চা	শ	
রা ম	ক্ষেত্র	কে ল
	বৃ শু	

বংশ পরিচয়াদি সমাপ্ত।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ

প্রারম্ভঃ।



নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদিরয়েৎ॥ ১।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃসাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্ ॥২॥
পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতী মষ্টাদশাধ্যায়িণীম্,
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্। ৩॥
নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেনত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতোজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥৪॥
বসুদেব সুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণংবন্দেজগদ্গুরুম্ ॥ ৫।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার নীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণবহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামাবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণাখলুপাণ্ডবৈরণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬ ॥
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা সংবোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানংমুদা,
ভূয়াস্তারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥
মূকং করোতিবাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তেগিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ॥



ওঁ তৎসৎ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈ হ'য়ৈ র্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মাবৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥
অথব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকির্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃশ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃস্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা



দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন। ২।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন। ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্,
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব,
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্। ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো,
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম,
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ। ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ,
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং,
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি নহন্যতে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিদ্,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ॥
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ।
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। ২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ৩০॥
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥৩২।
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্য সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩।
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪।
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরংনু কিম্। ৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮ ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫ ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি নদ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা । ৫৭ ॥
যদা সংহরতে চায়ং কুর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা । ৫৮ ॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥
যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ । ৬০ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ।
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে ॥৬২।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি । ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাংবায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭ ॥
তাস্মদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮ ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতনাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ৭০ ।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ



নমোভগবতেঽচ্যুতায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।



তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিসংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে। ৭ ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। ৮।
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৯ ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্। ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা নপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। ১৩।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। ১৫।
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। ১৬ ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞ´ানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ



নমোভগবতে হরয়ে !

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ।। ১ ।।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ । ৩ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ।। ৪ ।।

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধি র্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্ম্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪।
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যত চিতাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্র্হ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্য যজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধিতান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
নহি-জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
জ্ঞানযোগোনাম
চতুর্থোধ্যায়ঃ।



নমোভগবতে শ্রীধরায়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা।



অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ !
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃসমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ২১ ॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥
ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্ব্ব লোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগোনাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।



নমোভগবতে হরয়ে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।



ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ২১ ।
যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ চেতসা ॥২৩॥
সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ। ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ২৫ ।
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্। ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহোমনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নহ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

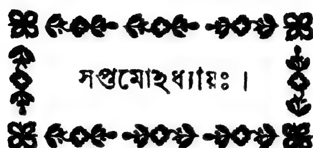
ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
অভ্যাসযোগোনাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।





নমো ভগবতে পদ্মনাভায় ।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ।



সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগোনাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।



নমো ভগবতে মাধবায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।



অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪॥
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।
ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন,
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্,
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি,
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে, ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতোযোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥
অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানিভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

ধুমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব-
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা,
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
তারকব্রহ্মযোগোনাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।



নমোভগবতেঽনঘায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা



শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মনাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তস্তেষু কর্ম্মসু॥ ৯॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপিমামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥৩২॥
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাম্ ॥৩৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।



নমো ভগবতে বহুরূপায় ।



দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
নমে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥
যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখংভবোঽভাবোভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥
মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি-তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থোজ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেব দেব জগৎপতে ॥১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ—

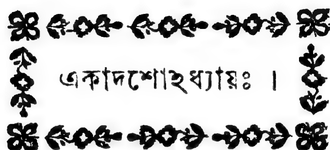
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং, কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যা. ্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তা বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥
অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
দশমোঽধ্যায়ঃ।

নমো ভগবতেঽনন্তায়



একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

অত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিষেশসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনাস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতেহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং-
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ-
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলর্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং-
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে ॥১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং,
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥
অমীহিত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি,
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা-
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা-
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং,
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং;
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং,
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি,
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ,
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ ;
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি,
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ,
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা-
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা-
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং,
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো। ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো-
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্। ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো-
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ। ৩২ ॥

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ,
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরা'ন্।

ময়া হতাস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা,
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য,
কৃতাঞ্জলি র্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং ;
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা-
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনু-রজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং-
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্যপূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো-
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ৪৫।
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন-
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে। ৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং,
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥৪৭॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে;
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো-
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং,
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য। ৪৯।

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা,
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং।
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তবসৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগোনাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ।



নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ।



দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥ ৭॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥৮॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমে ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥
অনপেক্ষঃশুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥

যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। ১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানামৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
ভক্তিযোগোনাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নমো ভগবতে শ্রীপতয়ে।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ ।
এতেদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ ॥২॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥৩॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যোযৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৪॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

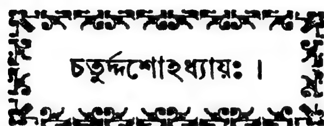
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥১০॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥১১॥
আধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৮॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৯॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্। ২৯।
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। ৩০ ॥
যদা ভূত পৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ৩১ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩২॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে। ৩৩ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগোনাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নমো ভগবতে হৃষীকেশায়।



চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ॥ ১॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।



নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ।



পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা-
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি-
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে ;
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং ;
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪ ॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা-
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ। ৫।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১॥

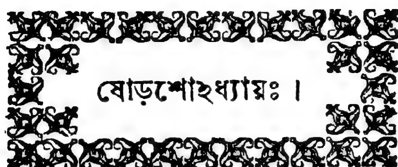
যদাদিত্যগতং তেজোজগদ্ভাসয়তেখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যোমামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্ব ভাবেন ভারত ॥১৯॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগোনাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নমোভগবতে বামনায়।



ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ—

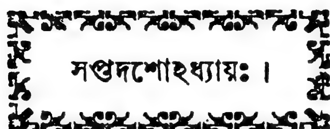
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্। ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুস্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্। ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ। ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষ্যন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগোনাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নমো ভগবতে হৃষীকেশায় ।



সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধাদেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাংশৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদ মিমং শৃণু। ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্ ॥১০॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ১৩॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে ॥১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১।
আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥
ওম্ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।



নমো ভগবতে শ্রীপূর্ণব্রহ্মণে।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। ৪॥
যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ।৫॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্। ৬।

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী চ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রাভ্যরতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীরতং বা পঞ্চৈতে তস্যহেতবঃ ॥১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

যস্য নাহংকৃতোভাবোবুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্। ২১।
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্। ২২॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩।
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্মসাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪॥
অণুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫।
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে। ২৬॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্" ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১ ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪।
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতেনরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫।
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্ব মিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ৪৬।
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তংকর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগত স্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১॥
বিবিক্তসেবী লাঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।৬৩।
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ॥
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্ ॥৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোপিমুক্তঃশুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়োমে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামিচ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥
যত্রযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম ॥৭৮॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষযোগোনাম—
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।



ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীগীতামাহাত্ম্যম্।

ধরা উবাচ—

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।

প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো ॥১॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ—

প্রারব্ধং ভুজ্যমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥২॥

মহাপাপাদি পাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।

ক্বচিৎস্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ ॥৩॥

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।

তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥৪॥

সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।

গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধব পার্ষদৈঃ ॥৫॥

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে।

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।

তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি ॥৬॥

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।

গীতা জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীল্লোঁকান্ পালয়াম্যহম্ ॥৭॥

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা নসংশয়ঃ ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৮॥
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্ ।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥৯॥
যে ঽষ্টাদশজপোনিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতিঁ পরং পদম্ ॥১০॥
পাঠেঽসমর্থে সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ ।
তদা গো দানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥১২॥
ত্রিভাগংপঠমানস্তু গঙ্গাস্নানং ফলং লভেৎ ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥১৩॥
একাধ্যায়স্তু যো নিত্যং পঠতেভক্তিসংযুতঃ ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥১৪॥
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥১৫॥
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥১৬॥
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥১৭॥

গীতেত্যুচারসংযুক্তোম্রিয়মাণোগতিংলভেৎ।
গীতার্থ শ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোহপি বা ॥১৮॥
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুণা সহ মোদতে।
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ॥১৯॥
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ॥২০॥
নির্ধূত কল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥২১॥
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মহাত্ম্যং নৈবযঃপঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥২২॥
এতন্মাহাত্ম্য সংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
সতৎফল মবাপ্নোতি দুর্লভাং গতি মাপ্নুয়াৎ ॥২৩॥
মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎফলংলভেৎ ॥২৪॥

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

ইতি বরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং-
সমাপ্তম্।

